সমৃদ্ধির নতুন অধ্যায়ে বাংলাদেশ ঃ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা

বাজেট বক্তৃতা ২০১৪-১৫

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
৫ জুন ২০১৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়ঃ সূচনা ও প্রেক্ষাপট	
শ্রদ্ধাঞ্জলি, কৃতজ্ঞতা	১-২
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বিগত দিনের সফলতার আলোকে আগামীর পথ রচনা	
মন্দা মোকাবেলা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, ডিজিটাল বাংলাদেশ, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, সামাজিক সুরক্ষা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান, জনপ্রশাসন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, আমাদের লক্ষ্য, স্থানীয় সরকার পুনর্গঠন ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, প্রশাসনিক সংস্কার ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, ভূমি মালিকানা সনদ, ভূমি জরিপ ও রেকর্ড সংরক্ষণ, পল্লী অবকাঠামো, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন, গ্রোথ সেন্টার	৩-১২
তৃতীয় অধ্যায়ঃ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট : সমন্বয় এবং সংশোধন	
রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ২০১৩-১৪ বাজেট সংশোধন, সারণি-১: সংশোধিত বাজেট ২০১৩-১৪, সংশোধিত রাজস্ব আয়, সংশোধিত মোট ব্যয়, বাজেট ঘাটতি, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	১৩-১৭
চতুর্থ অধ্যায়ঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমাদের অর্থনীতি	
বিশ্ব অর্থনীতির গতিধারা, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সারণি-২: বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও অনুমান, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা ও ঋণ, আমদানি ও রপ্তানি, প্রবাস আয় ও জনশক্তি রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মুদ্রা বিনিময় হার	১৮-২২
পঞ্চম অধ্যায়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো	
মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, সারণি-৩: বাজেট কাঠামো, সারণি-৪: সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বিভাজন, রাজস্ব আয় প্রাক্কলন, ব্যয় প্রাক্কলন, বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, সারণি-৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজন, সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	২৩-২৯
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি-কৌশল	
সার্বিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল, সারণি-৬: অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্পের তালিকা	৩০-৩৪
দারিদ্র ও বৈষম্য নিরসনের গতিধারা, লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশলঃ দারিদ্র ও অসমতা, সামাজিক সুরক্ষা বলয়, সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, দারিদ্র বিমোচনের নীতি-কৌশল	৩৪-৩৭
কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশলঃ দক্ষতা উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩৮-৩৯
নারী ক্ষমতায়ন ও শিশু কল্যাণের কৌশলঃ নারীর ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়ন নীতি, শিশুর কল্যাণ	৩৯-৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তম অধ্যায়ঃ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে সম্পদ সঞ্চালন	
মানব সম্পদ উন্নয়ন	
শিক্ষাঃ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার পরিবেশ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, উচ্চশিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক এবং একীভূত শিক্ষা	৪২-৪৪
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণঃ কমিউনিটি ক্লিনিক, টেলিমেডিসিন ও স্বাস্থ্যবীমা, চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন	৪৪-৪৫
বিদ্যুৎ ও জ্বালানিঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি	৪৫-৪৬
কৃষি, পানিসম্পদ এবং পল্লী উন্নয়নঃ কৃষিখাত, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, খাদ্য নিরাপত্তা, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, পল্লী উন্নয়ন	৪৬-৫২
জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশঃ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা, বনভূমি ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবেলা	৫২-৫৪
ভৌত অবকাঠামোঃ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, পদ্মা সেতু, যানজট নিরসন, রেলপথ, নৌ-পরিবহন, বন্দর অবকাঠামো, বিমান পরিবহন	৫৪-৫৭
আবাসন ও সুপরিকল্পিত নগরায়নঃ পরিকল্পিত নগরায়ন, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ	৫৭-৫৮
ডিজিটাল বাংলাদেশঃ ডিজিটাল অবকাঠামো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৫৮-৫৯
শিল্পায়ন ও বাণিজ্যঃ শিল্পে বিকাশ, ন্যূনতম মজুরি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, পর্যটন শিল্প, বৈদেশিক কর্মসংস্থান	৫৯-৬২
সংস্কৃতি	৬২
ধর্ম	৬২-৬৩
ক্রীড়া	৬৩
মুক্তিযুদ্ধের চেতনাঃ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ	৬৪
অষ্টম অধ্যায়ঃ সংস্কার ও সুশাসন	
সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব খাত, আর্থিক খাত, বীমা খাত, পুঁজিবাজার, ব্যবসা পরিবেশ, বেতন ও চাকুরি কমিশন গঠন, সংসদীয় কার্যক্রম, আইনের শাসন, দুর্নীতি দমন, জনশৃংখলা, তথ্য অধিকার, পররাষ্ট্র নীতি, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা, সমুদ্রসীমা নির্ধারণ, জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা	৬৫-৭২
নবম অধ্যায়ঃ রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম	
আয়কর রিটার্ন ফরম সহজীকরণ, e-Payment System, e-TIN Registration System, e-TDS System, Tax Administration Retrival System, e-Filing, Tax Payers Service Centre, Transfer Pricing and Anti-money Laundering, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প বাস্তবায়ন, পেপারলেস শুল্ক ব্যবস্থাপনা চালুকরণ, WCO-এর প্রণীত মান ও পদ্ধতি অনুসরণ, বিকল্প	৭৩-৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) সেলের কর্মকান্ড, সেরা করদাতাদের সম্মাননা প্রদান, সেরা মূসক দাতাদের সম্মাননা প্রদান, আয়কর মেলা ও কর দিবস পালন	
প্রত্যক্ষ কর	
আয়করঃ সারণি-৮: ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা, সাধারণ ব্যক্তি শ্রেণির করহার, কোম্পানির আয়কর হার, কর অবকাশ, সারণি-৯: এলাকাভিত্তিক কর রেয়াত	৭৮-৮৫
আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক কর	৮৬
আমদানি পর্যায়ে সম্পুরক শুল্কঃ সারণি-১০: সম্পূরক শুল্ক পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য, আমদানি শুল্ক	৮৬-৯২
মূল্য সংযোজন করঃ সারণি-১১: সিগারেটের মূল্যস্তর ও করভার	৯২-৯৭
দশম অধ্যায়ঃ উপসংহার	
উপসংহার	৯৮-৯৯
পরিশিষ্ট ক	১০০-১৪৪
পরিশিষ্ট খ	১৪৫-১৬৩

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে

অগ্রগতির ধারাবাহিকতা
সম্ভাবনাময় আগামীর পথে বাংলাদেশ

মাননীয় স্পীকার

১। আমি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এ মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য আপনার সানুগ্রহ অনুমতি প্রার্থনা করছি।

প্রথম অধ্যায়

সূচনা ও প্রেক্ষাপট

২। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি নির্বাচিত সরকার পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব পালন শেষে আবারও পূর্ণ মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছে। জনগণের এ রায় আমাদের সরকারের ওপর তাঁদের বিপুল আস্থারই এক অনন্য নজির। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি সর্বদলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। অত্যন্ত দু:খের বিষয় যে, একটি বড় রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনকে অহেতুক বয়কট করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে। যাই হোক, আমরা মনে করি, সরকারের এ ধারাবাহিকতা দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে উচ্চতর এক সোপানে পৌঁছে দেবে।

৩। **শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ** দশম জাতীয় সংসদের প্রথম বাজেট অধিবেশনের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহকর্মী জাতীয় চার নেতাকে। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-বিরোধী অগণতান্ত্রিক উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তির হাতে নিহত অগণিত শহীদদের। তাঁদের এই আত্মত্যাগ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের পথে আমাদের অগ্রযাত্রায় চিরন্তন

অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের অসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে – যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

৪। **কৃতজ্ঞতাঃ** আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। পরিণত বয়সে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বারের মত সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আমার ওপর তাঁর এই অকুণ্ঠ আস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আমি এ গুরুদায়িত্ব পালনে আমার সকল প্রয়াস নিয়োজিত রাখব।

৫। বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে বরাবরের মত এবারও আমি কথা বলেছি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, পেশাজীবী, ব্যবসায়িক সংগঠন, এনজিও নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের সঙ্গে। এছাড়াও বাজেট বিষয়ে কৃষকের চিন্তাভাবনা জানতে আমি ঢাকার বাইরে সিলেটে একটি মতবিনিময় সভায় যোগ দিয়েছি। এসব সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তির কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি চেষ্টা করেছি প্রস্তাবিত বাজেটে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শগুলো যতটা সম্ভব প্রতিফলিত করতে। আমি আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বাজেট-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাজেট প্রণয়নের এই কষ্টসাধ্য কাজে আমাকে সহায়তা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিগত দিনের সফলতার আলোকে আগামীর পথ রচনা

মাননীয় স্পীকার

৬। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গত মেয়াদের শুরুতে আমরা প্রণয়ন করেছিলাম 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)'। এটাই ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রণীত প্রথম দীর্ঘমেয়াদি সুস্পষ্ট কর্মসূচি, যা আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করে আসছে। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই - 'রূপকল্প ২০২১' কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে উন্নয়নের যে অভিযাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম এ মেয়াদেও তা অব্যাহত থাকবে।

৭। গত মেয়াদে আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুদৃঢ় ভিত রচনা করা। সে লক্ষ্যে আমরা গুরুত্ব দিয়েছিলাম ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন এবং বেসরকারি খাতের বিকাশোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির ওপর। বিগত মেয়াদের শেষদিকে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা দেশের অর্থনীতিকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করলেও ২০০৯ সাল থেকে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কার ততদিনে দেশকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ফলে ক্ষতি সামলে নিয়ে নির্বাচনোত্তর সময়ে অর্থনীতি অতি দ্রুত তার গতি ফিরে পেয়েছে।

৮। এখন আমি গত মেয়াদে আমাদের অর্জনের একটি ফিরিস্তি এই মহান সংসদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমরা যেসব অঙ্গীকার করেছিলাম তার সব যে বাস্তবায়ন হয়েছে তা বলবো না, তাই পরিশিষ্টে তিনটি ছকে যেসব নীতি, কর্মসূচি বা কার্যক্রম সার্থকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, যেগুলো বাস্তবায়ন করা যায় নি এবং যেগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

৯। **মন্দা মোকাবেলাঃ** আমাদের সরকারের অন্যতম প্রধান সাফল্য দক্ষতার সাথে বিশ্ব মন্দার অভিঘাত মোকাবেলা করা। এ বিষয়ে আমাদের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর যথার্থতা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে জাতীয় আয়ের অব্যাহত প্রবৃদ্ধি (গড়ে ৬.২ শতাংশ), সহনীয় মূল্যস্ফীতি, সামষ্টিক

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, রপ্তানি খাতের সুদৃঢ় অবস্থান, চলতি হিসাবে অনুকূল ভারসাম্য, রেকর্ড অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতার মানদন্ড অক্ষুন্ন থাকা- এসবই মন্দা মোকাবেলায় আমাদের সাফল্যের উজ্জ্বল প্রমাণ।

১০। **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাঃ** আমরা জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারবর্গকে হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন, ১০ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারকাজ সম্পন্নকরণ এবং ইতোমধ্যে একজনের ফাঁসির রায় কার্যকর করার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পথেও আমরা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছি।

১১। **জীবনযাত্রার মানোন্নয়নঃ** মূল্যস্ফীতি প্রশমনের পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন স্কেল ও মহার্ঘ ভাতা প্রদান, আয়বর্ধক কর্মসৃজন, ন্যূনতম মজুরির হার বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে মানুষের প্রকৃত আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনের মত উন্নয়নের সামাজিক চালকসমূহেও লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে। ২০০৫-০৬ সালের ভিত্তি মূল্যে মাথাপিছু আয় ২০০৯ সালের ৮৪৩ ডলার থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ১ হাজার ১৯০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র ও চরম দারিদ্রের হার ২০০৯ সালের ৩৩.৪ ও ১৯.৩ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৩ সালে যথাক্রমে ২৬.৪ ও ১১.৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

১২। **বিদ্যুৎ ও জ্বালানিঃ** বিদ্যুৎ খাতে বিগত পাঁচ বছরে আমাদের নিরন্তর কর্মপ্রয়াসের সুফল জনগণের কাছে আজ দৃশ্যমান। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বর্তমানে ১০ হাজার ৩৪১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে, ২০০৯ সালে যা ছিল মাত্র ৪ হাজার ৯৩১ মেগাওয়াট। জনগণ লোডশেডিং এর দু:সহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তবে এখনও সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় দুর্বলতার ফলে এবং কিছু বহু পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যকরী উৎপাদন কমে যাওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এই দুরবস্থা থেকে আশু পরিত্রাণের জন্য আমরা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। একই সাথে জ্বালানি খাতেও আমরা পেয়েছি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দৈনিক ৮৯৫ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে।

১৩। **ডিজিটাল বাংলাদেশঃ** বিগত পাঁচ বছরে আমরা আইসিটি সহায়ক ব্যাপক অবকাঠামো ও পরিবেশ সৃজন করেছি। ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রযুক্তিনির্ভর

আধুনিক রাষ্ট্রের অবয়ব পেয়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠিত ৪ হাজার ৫২৬টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে ৪০ লক্ষ মানুষ ই-সেবা পাচ্ছে। দেশে টেলিডেনসিটি এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি যথাক্রমে ৭৭.৮ এবং ২৩.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট এবং ই-গভর্নেন্স এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত সফটওয়্যার এবং আইসিটি সার্ভিসেস যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের ৩০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে আরো ৪০টি জেলায় ল্যান্ড জোনিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৪। **কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তাঃ** কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য আমরা সারের মূল্য কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, কৃষিখাতে প্রণোদনা, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড, ১০ টাকায় কৃষকের নামে ব্যাংক একাউন্ট খোলা, ইউনিয়ন ও ব্লক পর্যায়ে বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সার বিতরণ ইত্যাদি বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করি। সমন্বিত এসকল কার্যক্রমের সফলতায় অনুমিত সময়ের পূর্বেই আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বাড়িয়েছি। প্রয়োজনমত টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, কাবিখা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিতরণ অব্যাহত রেখেছি। ফলে পৌন:পুনিক মঙ্গার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগণ। কৃষিখাতের অর্জনকে টেকসই করা, কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে আমরা প্রণয়ন করেছি 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩'।

১৫। **শিক্ষাঃ** নিরক্ষরতা দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষার প্রসার ও দক্ষ জনসম্পদ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে গত মেয়াদের গোড়াতেই আমরা প্রণয়ন করেছি 'শিক্ষানীতি ২০১০'। এছাড়াও আমরা দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য 'শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২' এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানে 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা- ২০১২' প্রণয়ন করেছি। আমাদের প্রচেষ্টায় প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শতভাগ শিক্ষার্থী প্রতিবছর বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। অব্যাহত আছে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম। অভিন্ন মানদন্ডে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই এর জন্য পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা প্রবর্তন করেছি। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৬ হাজার ১৯৩টি বিদ্যালয় সরকারিকরণ এবং একইসঙ্গে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭৭৬ জন শিক্ষককে আত্মীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া এই স্তরে ৩ হাজার ৯০১ জন প্রধান শিক্ষক, ৮৩ হাজার ৩৯২ জন সহকারী শিক্ষক

নিয়োগ করা হয়েছে। প্রথাগত কাঠামোর বাইরে ৭টি বিভাগীয় শহরে ৬ হাজার ৬৪৬টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার কর্মজীবী শিশুদের (১০-১৪ বছর) মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। বিপুলসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪৯ এ উন্নীত হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য ৩৭ হাজার ৬৭২টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় ছাড়াও উচ্চ শিক্ষার প্রসারে পর্যাপ্ত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু উপবৃত্তি প্রদানে নয় অবকাঠামো নির্মাণে এবং শিক্ষকদের অবস্থা উন্নয়নে আরো ব্যাপকভাবে ব্যক্তি উদ্যোগের জন্য আমি সবিশেষ আবেদন জানাচ্ছি।

১৬। **স্বাস্থ্যঃ** তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা নতুন হাসপাতাল নির্মাণ, বিদ্যমান হাসপাতালসমূহে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রায় ৪০ হাজার জনবল নিয়োগ করেছি। নির্মাণ করা হয়েছে ১২ হাজার ৫৭৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ৫টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ১২টি নার্সিং ইন্সটিটিউট, ৫টি নতুন ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এবং ১৪৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র। একই সাথে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার স্বাস্থ্যখাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। টেলিমেডিসিন ও ইন্টারনেট সংযোগের কল্যাণে ইউনিয়ন ও উপজেলা থেকেই বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু হার হাজারে ৪১ এবং জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর হার হাজারে ১.৯৪ এ নেমে এসেছে। দেশবাসীর অবগতির জন্য আমি আরো জানাতে চাই যে, বাংলাদেশে তৈরি ঔষধ দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগ মেটানো ছাড়াও বিশ্বের ৯১টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

১৭। **যোগাযোগঃ** যোগাযোগ খাত উন্নয়ন ও নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমরা প্রণয়ন করেছি 'জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা ২০১৩', ২০ বছর মেয়াদি 'রোড মাস্টার প্ল্যান' এবং 'ন্যাশনাল রোড সেইফটি স্ট্র্যাটেজিক এ্যাকশান প্ল্যান ২০১১-২০১৩'। আমাদের প্রচেষ্টায় বিগত পাঁচ বছরে যোগাযোগ খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিশ্বরোড-বিমানবন্দর সংযোগস্থলে ফ্লাইওভার, মিরপুর-বিমানবন্দর ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারসহ ঢাকা ও চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। বেগুনবাড়ি হাতিরঝিল প্রকল্পের বাস্তবায়ন যানজট কমানোর সাথে সাথে ঢাকা শহরের সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়কটি চার লেনে উন্নীত হয়েছে। দ্রুত এগিয়ে চলছে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীত করার

কাজ। এছাড়াও আমরা তিস্তা সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করার। ইতোমধ্যে এই সেতু নির্মাণের প্রারম্ভিক কাজ অনেকখানি এগিয়েছে। একই সাথে, নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে রেলপথের গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা পৃথক রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। নতুন ট্রেন চালু এবং বিদ্যমান সার্ভিস ও ট্রেনলাইন সম্প্রসারণ করেছি। এছাড়া, ঢাকার চারদিকে বৃত্তাকার নৌপথ তৈরি করে ওয়াটার বাসও চালু করা হয়েছে।

১৮। **সামাজিক সুরক্ষা:** দারিদ্র নিরসন, সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতাধীন বিভিন্ন ভাতার হার ও পরিধি সম্প্রসারণ করেছি। দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ চালানো হচ্ছে। পোশাক শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ন্যূনতম মজুরি দুই দফায় ১ হাজার ৬০০ টাকা হতে ৫ হাজার ৩০০ টাকায় পুনঃনির্ধারণসহ শ্রমনীতি সংশোধন করেছি। তবে বুঝতে হবে যে, এত গরীব দেশে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের আরও সময় লাগবে।

১৯। **নারী ও শিশু উন্নয়নঃ** নারী ও শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা প্রস্তুত করেছি 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' এবং 'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১'। এছাড়াও নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০'। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে মহিলাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে ৪০টি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অটিস্টিক শিশু-কিশোরদের কল্যাণে অটিজম ট্রাস্ট গঠনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশে উন্নীতকরণ এবং এসকল আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের সরকারের আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

২০। **প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থানঃ** বিগত পাঁচ বছরে দেশে ও বিদেশে প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। সরকারের সফল কুটনৈতিক তৎপরতায় ৬২টি নতুন দেশসহ মোট ১৫৯টি দেশে কর্মী প্রেরণ সম্ভব হচ্ছে; সৌদি আরবে বসবাসরত ৮ লক্ষাধিক বাংলাদেশি বৈধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। জি টু জি পদ্ধতিতে যৌক্তিক অভিবাসন ব্যয়ে বিভিন্ন দেশে আমরা শ্রমিক রপ্তানি করছি। অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশনের ফলে রেজিস্ট্রেশনসহ সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। আমরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ ও

সহজে রেমিট্যান্স প্রেরণ সুবিধা প্রদান করছি। অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্স বাতিল করে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩' প্রণয়ন করেছি।

২১। **জনপ্রশাসনঃ** জনপ্রশাসনকে আধুনিক ও সেবামুখী করতে আমরা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বাড়ানো, হাসপাতাল নির্মাণ, মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি, 'বেতন ও চাকুরি কমিশন, ২০১৩' গঠনসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছি। নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ ও বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল নির্ধারণের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক অঙ্গীকার পালন করেছি। গঠন করেছি স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন এবং তথ্য অধিকার কমিশন। প্রণয়ন করেছি তথ্য অধিকার আইন। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুত করেছি 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'। আমরা আশা করছি যে, বেতন ও সার্ভিস কমিশন প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিতে সক্ষম হবে। তাদের প্রতিবেদন পাওয়ার পরে এক্ষেত্রে আরো সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২২। **আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিঃ** বিগত পাঁচ বছরে আমাদের সরকারের গৃহীত কর্মকান্ডের সাফল্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার, ইউনেস্কো কালাচারাল ডাইভার্সিটি পদক, এফএও ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড এবং সাউথ সাউথ কো-অপারেশন অ্যাওয়ার্ড এ ভূষিত হয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার

২৩। **আমাদের লক্ষ্যঃ** এ মেয়াদে আমরা আমাদের আর্থ-সামাজিক অর্জনকে সুসংহত করতে চাই এবং পূর্বমেয়াদে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে চাই। আগামীর প্রত্যাশা মোটা দাগে এখানে আমি তুলে ধরতে চাই। আগামী ৫ বছরে আমরা সরকারি ব্যয়কে আরো বাড়াতে চাই এবং সেজন্য আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহ বাড়াতে হবে। বিগত ৫ বছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বেড়েছে জাতীয় আয়ের ১০.৭ শতাংশ থেকে ১৩.৩ শতাংশ। একইসঙ্গে সরকারি ব্যয় অর্থাৎ বাজেটের আকার বেড়েছে জাতীয় আয়ের ১৫.৭ শতাংশ থেকে ১৮.৩ শতাংশ। আগামী ৫ বছরের লক্ষ্যমাত্রা হবে সম্পদ আহরণকে ১৭ শতাংশে এবং জাতীয় বাজেটের আকারকে ২২ শতাংশে উন্নীত করা। পাশাপাশি মৌলিক

কাঠামোগত সংস্কার বিশেষ করে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার, সুশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের বাংলাদেশকে প্রকৃতই একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করাই হবে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। মানব-উন্নয়ন কার্যক্রম হবে এই মেয়াদে আমাদের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের সরকারের নীতি-কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা এবারের বাজেট বক্তৃতায় আমি তুলে ধরবো। আমি বিশ্বাস করি, প্রস্তাবিত বাজেট সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের পথে আমাদের অগ্রযাত্রায় একটি উজ্জ্বল মাইলফলক হয়ে থাকবে।

স্থানীয় সরকার পুনর্গঠন ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ

২৪। আমরা রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল স্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চাই। এ লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ আমাদের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। সংবিধানের নির্দেশনার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমাদের গত মেয়াদে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং পৌর কর্তৃপক্ষসমূহের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দেশের অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ মেয়াদে দায়িত্ব নেবার পরপরই ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সব কয়টি প্রধান রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি স্থানীয় সরকার নির্বাচনের এ ধারা অব্যাহত থাকবে এবং অদূর ভবিষ্যতে জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২৫। সর্বস্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে আমরা একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করব। পাশাপাশি চেষ্টা করে যাব রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার। সরকারের সকল কাজে নিশ্চিত করব স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা। এ কারণে আমরা বর্তমান কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর গণতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাস ও বিকেন্দ্রীকরণ করতে চাই। জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের কাছে অর্পণ করতে চাই অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব। ক্ষমতার অর্থবহ বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে আমরা বিদ্যমান স্থানীয় সরকার কাঠামো পুনর্গঠন করব। জনগণকে কার্যকর উপায়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা, স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন মৌলিক সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রম সুস্পষ্ট

স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে ন্যস্ত করব। স্বচ্ছতার স্বার্থে সর্বস্তরে সম্প্রসারণ করব ই-গভর্নেন্স।

প্রশাসনিক সংস্কার ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ

২৬। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে আমাদেরকে প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়েও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবে আমাদের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিকশিত হওয়ায় ব্যাপক সংস্কার ছাড়া একে বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থার উপযোগী করে তোলা দুরুহ হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে হলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কাছে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণের পাশাপাশি অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জনগণকে যাতে প্রত্যাশিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় সেজন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন হবে। সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে আমাদেরকে যে সকল বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সেগুলো হচ্ছেঃ

- কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন কাজ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে অর্পণ করা যায় তা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং এসকল কাজ পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে অর্পণের একটি পথ-নকশা প্রস্তুত করা;

- জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন সুনির্দিষ্ট করা;

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপযোগী বিশেষায়িত আমলাতন্ত্র সৃষ্টি এবং তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

- কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রাজস্ব ভাগাভাগির (revenue sharing) একটি ন্যায্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২৭। এসকল বিষয়ে আমার কিছু ধ্যান-ধারণা আমি ইতঃপূর্বে এই মহান সংসদে পেশ করেছি। এ বিষয়গুলো নিয়ে সংসদ এবং সংসদের বাইরে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন। একটি দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা সেদেশের সমাজ, ইতিহাস ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়। এ কারণে

প্রশাসনিক সংস্কার শুধু সময়সাধ্যই নয় দুরুহও বটে। তবে আমি আশাবাদী, অচিরেই জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, প্রশাসনিক সংস্কার এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার একটি গ্রহণযোগ্য রূপরেখা প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন শুরু করতে আমরা সক্ষম হব।

মাননীয় স্পীকার

২৮। **ভূমি মালিকানা সনদঃ** কৃষি ও শিল্প খাতে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। বলতে বাধা নেই আমরা এক্ষেত্রে এখনও অনেকটা পিছিয়ে রয়েছি। আমি বরাবর বলে এসেছি আমরা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দ্রুত শিল্পায়ন নিশ্চিত করতে চাই। এ লক্ষ্য হাসিলে আমাদের প্রধান কাজ হবে বিজ্ঞানসম্মত ভূমি ব্যবস্থাপনা চালু করা এবং দ্রুততার সঙ্গে দেশের সমস্ত জমির রেকর্ড ডিজিটাইজড করা। ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের সার্বিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হবে জনগণের দোরগোড়ায় ভূমি সংক্রান্ত সেবা পৌঁছে দেয়া এবং পুরো প্রক্রিয়াটিকে ব্যবসাবান্ধব করে তোলা। এ উদ্দেশ্যে আমরা ভূমি মালিকানা সনদ (Authoritative Land Records, ALR) প্রবর্তন করতে চাই। ইতোমধ্যে ০৩টি উপজেলায় ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে ভূমি মালিকানা সনদ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ক্রমান্বয়ে আমরা দেশব্যাপী এ কার্যক্রম বিস্তৃত করব। এই কাজটি দ্রুতগতিতে সম্পাদনের জন্য আমরা পিপিপি প্রক্রিয়া অবলম্বন করার চিন্তা-ভাবনা করছি।

২৯। **ভূমি জরিপ ও রেকর্ড সংরক্ষণঃ** আপনাদের জানা আছে গত মেয়াদে পাইলট প্রকল্প আকারে বিচ্ছিন্নভাবে আমরা ভূমি জরিপ ও রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজ করার কাজ শুরু করেছিলাম। ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ৫টি মৌজা ও নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ৪৮টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়নের কাজ চলছে। ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (DLMS) প্রবর্তন এবং জনগণকে ভূমির তথ্যাদি সম্পর্কিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০টি উপজেলায় ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র (Land Information Service Centre) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশন এর কাজ সম্পন্ন করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

৩০। **পল্লী অবকাঠামোঃ** গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গত মেয়াদে আমরা পল্লী অবকাঠামো নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। এ সময়ে আমরা প্রায় সাড়ে ২৫ হাজার কিলোমিটার সড়ক এবং ১ লক্ষ ৫১ হাজার মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করেছি। ৪৮ হাজার কিলোমিটারের অধিক বিদ্যমান পাকা-রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেছি। পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পুনঃখনন করেছি ১ হাজার ১৩৭ কিলোমিটার খাল । এর ফলে প্রায় ৯১ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে।

৩১। **বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনঃ** আমরা গ্রামাঞ্চলে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস স্থাপন করেছি। পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করেছি ৮৬টি গ্রামে। দেশের স্যানিটেশনের হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও আমাদের সফলতা ঈর্ষণীয়। আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় বর্তমানে দেশে স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৯৫ ভাগ অতিক্রম করেছে, যা সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ।

৩২। **গ্রোথ সেন্টারঃ** গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে আমরা প্রায় ১ হাজার ৪১৪টি গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজারের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করেছি। উপজেলা সড়কসহ অন্যান্য গ্রাম সড়কের মাধ্যমে প্রায় ৯৫ শতাংশ গ্রোথ সেন্টারকে জেলা সদরের সাথে সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে ভোক্তার নিকট পৌঁছে দিতে ইতোমধ্যে সারা দেশের ৪৮৪ টি সমবায় বাজার চালু করেছি। সমবায়ের মাধ্যমে দেশজ দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করেছি ০৯ টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র।

তৃতীয় অধ্যায়

২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটঃ সমন্বয় এবং সংশোধন

মাননীয় স্পীকার

৩৩। **রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ২০১৩-১৪ বাজেট সংশোধনঃ** এবারে আমি যে অর্থবছর এই মাসে শেষ হচ্ছে তার বাজেটে যে সমন্বয় ও সংশোধন করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোকপাত করতে চাই। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে দেশে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট জুলাই, ২০১৩ হতে জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে মোট ৪৫ দিন হরতাল-অবরোধ পালন করে। এবারের হরতাল-অবরোধ ১২ বা ২৪ ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, কোন কোন সময় এর কার্যকাল ছিল সপ্তাহব্যাপী। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়, বন্দরের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে এবং পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে কেনা-বেচা নেমে আসে প্রায় শূন্যের কোঠায় আর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সরাসরি সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের ওপর। এবারের হরতাল-অবরোধের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসের মহোৎসব। বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসিসহ সরকারি-বেসরকারি যানবাহন ছিল আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। একই সাথে বাদ পড়েনি সরকারি অফিস-আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ সময়ে ব্যাপক সম্পদ ধ্বংসের পাশাপাশি ঘটে অনেক প্রাণহানির ঘটনাও। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী রাজনৈতিক এই অস্থিরতার কারণে দেশের অর্থনীতিতে মোট ক্ষতির অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার কোটি টাকা যা জিডিপি'র প্রায় এক শতাংশের সমান।

৩৪। রাজনৈতিক অস্থিরতা সরকারের কর রাজস্ব সংগ্রহের ওপর যে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ২০১১-১২ অর্থবছরে মূল বাজেটে কর রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৫ হাজার ৭ শত ৮৫ কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটে ৫০০ কোটি বৃদ্ধি করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মূল বাজেটে কর রাজস্ব বাবদ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮২৪ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বাজেটে অপরিবর্তিত রাখা হয়। পক্ষান্তরে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কেবল মাত্র রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কর রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১১ হাজার কোটি টাকা হ্রাস করে সংশোধিত বাজেটে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ১৭৮ কোটি টাকায়

পুনঃনির্ধারণ করতে হয়েছে। এসব বিবেচনা করে সংশোধিত বাজেটটি যা দাঁড়াবে তা পৃথকভাবে **সারণি-১** এ পেশ করছি।

সারণি-১: সংশোধিত বাজেট ২০১৩-১৪

(কোটি টাকায়)

খাত	**সংশোধিত ২০১৩-১৪**	**বাজেট ২০১৩-১৪**	**হিসাব ২০১৩-১৪ (মার্চ পর্যন্ত)**
মোট রাজস্ব আয়	**১,৫৬,৬৭১**	**১,৬৭,৪৫৯**	**৯৮,৫৩১**
	(১৩.৩)	(১৪.১)	(৮.৩)
তন্মধ্যে,			
এনবিআর কর	১,২৫,০০০	১,৩৬,০৯০	৭৭,২৫৪
এনবিআর বহির্ভূত কর	৫,১৭৮	৫,১২৯	৩,১৩২
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২৬,৪৯৩	২৬,২৪০	১৮,১৪৫
মোট ব্যয়	**২,১৬,২২২**	**২,২২,৪৯১**	**১,১৫,১৮০**
	(১৮.৩)	(১৮.৭)	(৯.৮)
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,১৫,৯৯৮	১,১৩,৪৭১	৬৯,৮২৮
	(৯.৮)	(৯.৬)	(৫.৯)
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৬৫,১৪৫	৭২,২৭৫	২৫,৬৪২
	(৫.৫)	(৬.১)	(২.২)
তন্মধ্যে,			
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৬০,০০০	৬৫,৮৭০	২৪,৭৩৫
	(৫.১)	(৫.৫)	(২.১)
(গ) অন্যান্য ব্যয়	৩৫,০৭৯	৩৬,৭৪৫	১৯,৭১০
	(৩.০)	(৩.১)	(১.৭)
বাজেট ঘাটতি	-৫৯,৫৫১	-৫৫,০৩২	-১৬,৬৪৯
	(-৫.০)	(-৪.৬)	(-১.৪)
অর্থায়ন			
(ক) বৈদেশিক উৎস	১৮,৫৬৯	২১,০৬৮	১,৪২৬
	(১.৬)	(১.৮)	(০.১)
(খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	৪০,৯৮২	৩৩,৯৬৪	১৫,২৩১
	(৩.৫)	(২.৯)	(১.৩)
তন্মধ্যে ব্যাংকিং উৎস	২৯,৯৮২	২৫,৯৯৩	১৩,২৩৩
	(২.৫)	(২.২)	(১.১)
জিডিপি	**১,১৮১,০০০**	**১,১৮৮,৮০০**	**১,১৮১,০০০**

*বন্ধনীতে জিডিপি'র শতকরা হারে দেখানো হয়েছে

তবে এখানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সরকারের সার্বিক আয়-ব্যয় ও ঘাটতির একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরছি।

- **সংশোধিত রাজস্ব আয়ঃ** ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মূল বাজেটে সার্বিক রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৫৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৪.১ শতাংশ)। সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১০ হাজার ৭৮৮ কোটি টাকা হ্রাস করে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৭১ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। আশা করছি, চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের এ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি গত অর্থবছরের প্রকৃত আদায়ের তুলনায়ও রাজস্ব আয় (জিডিপি-র প্রায় ১.০ শতাংশ) বাড়ানো সম্ভব হবে।

- **সংশোধিত মোট ব্যয়ঃ** চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে সর্বমোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন ছিল ২ লক্ষ ২২ হাজার ৪৯১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.৭ শতাংশ)। সংশোধিত বাজেটে তা ৬ হাজার ২৬৯ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ২২২ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ১৮.৩ শতাংশ)। প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৬০ হাজার কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ব্যয় প্রাক্কলন ৩ হাজার ৭০৫ কোটি টাকাসহ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়াবে মোট ৬৩ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে রাজস্ব ও অন্যান্য ব্যয় খাতের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা, সরবরাহ ও সেবা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা, অবসর ও আনুতোষিক এবং নির্মাণ ও পূর্ত খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। পিপিপি, শেয়ার ও ইক্যুয়িটিতে বিনিয়োগ, রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অপ্রত্যাশিত খাত হতে স্থানান্তরের মাধ্যমে এ ব্যয়ের অর্থ সংস্থান করা হয়েছে।

- **বাজেট ঘাটতিঃ** মূল বাজেটে প্রাক্কলিত ঘাটতি ধরা হয়েছিল জিডিপি'র ৪.৬ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে তা' সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে জিডিপি'র ৫.০ শতাংশে। এ ঘাটতির মধ্যে জিডিপি'র ১.৬ শতাংশ

বৈদেশিক উৎস থেকে এবং বাকি ৩.৫ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মেটানো হবে। এর মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে আসবে ২.৫ শতাংশ।

- **সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নঃ** সরকার গঠনের পর থেকেই প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারে সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে আমরা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন জোরদার করতে সচেষ্ট হয়েছি। পরিকল্পনা কমিশন বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করছে। আমি নিজে বিভিন্ন সময়ে সবগুলো মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে বৈঠক করেছি। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে নিয়মিত ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যায় আক্রান্ত প্রকল্পসমূহের সরেজমিন পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ধীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পন্ন ৫০টি প্রকল্প চিহ্নিত করে সরেজমিন পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প মনিটরিং কমিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করছে। প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়াস আমরা অব্যাহত রাখবো। আমাদের সরকারের সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। ২০০৮-০৯ সালে যেখানে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রকৃত ব্যয় হয় ১৯ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.২ শতাংশ) এবার তা হচ্ছে ৬৩ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৪ শতাংশ)।

৩৫। আপনার মাধ্যমে আমি দেশবাসীকে জানাতে চাই যে – চলতি অর্থবছরের শুরুতে আমরা যে ব্যয় প্রাক্কলন করেছি বিরোধী দলের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সত্ত্বেও বছর শেষে তার সংশোধিত প্রাক্কলন মূল প্রাক্কলন হতে মাত্র শতকরা ২.৮ ভাগ কম। অর্থাৎ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আমাদের বাস্তবায়ন দক্ষতা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতাও একইসঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩৬। গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচন পরবর্তী সময়ে যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে তা অক্ষুন্ন থাকার ওপর সংশোধিত এ প্রাক্কলনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অনেকাংশে নির্ভর করবে। আমি এ মহান সংসদের মাধ্যমে সবার প্রতি আহ্বান

জানাতে চাই যে আসুন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন সকল কর্মকান্ডকে আমরা সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করি।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমাদের অর্থনীতি

৩৭। বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি নিয়ে এবার কিছু বলতে চাই।

৩৮। **বিশ্ব অর্থনীতির গতিধারাঃ মাননীয় স্পীকার,** আপনি জানেন, সহায়ক মুদ্রানীতি ও রাজস্ব সুসংহতকরণের কারণে গত বছরের শেষ ভাগ হতে বিশ্ব অর্থনীতিতে, বিশেষ করে, উন্নত দেশসমূহের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব দেশে সামগ্রিক চাহিদার উন্নতি হওয়ায় একদিকে যেমন বেকারত্ব কমেছে, তেমনি অন্যদিকে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে এসেছে। যার ফলে ভোগ ও বিনিয়োগে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতি পুনরায় সুদৃঢ় অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করেছে। যার প্রেক্ষিতে আইএমএফ এর সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৪ ও ২০১৫ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩.৬ ও ৩.৯ শতাংশে। উন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে এ প্রবৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ২.২ ও ২.৩ শতাংশ। অন্যদিকে, উন্নয়নশীল এশীয় দেশসমূহে প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে যথাক্রমে ৬.৭ ও ৬.৮ শতাংশে।

৩৯। **অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিঃ** বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথগতির মধ্যেও আমরা সন্তোষজনক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে পেরেছি। গত অর্থবছরের দ্বিতীয় ভাগে হরতাল অবরোধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও আমরা ৬.০১ শতাংশ (২০০৫-০৬ ভিত্তিবছর) জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এর পেছনে শিল্পখাতে প্রায় ১০.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে, প্রতিকূল আবহাওয়া ও শস্যমূল্য কম থাকায় কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কম হয়েছে। বনজ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হলেও শস্যখাতে অগ্রগতি হয়েছে তুলনামূলকভাবে কম। পাশাপাশি, হরতাল, অবরোধ ও রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ ছিল না। চাহিদার দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রবাস আয়ের কারণে ব্যক্তিখাতে ভোগব্যয় বাড়লেও বিনিয়োগ বেশি বাড়েনি। এ তুলনায় সরকারি খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। অপরদিকে, বৈদেশিক বাণিজ্যের বেলায় রপ্তানি বাড়লেও আমদানি ততটা বাড়েনি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থানটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সূচকের মাধ্যমে **সারণি-২** এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-২: বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক*

খাত	সূচক	একক/প্রবৃদ্ধি	২০০৯-১০ (প্রকৃত)	২০১০-১১ (প্রকৃত)	২০১১-১২ (প্রকৃত)	২০১২-১৩ (প্রকৃত)
প্রকৃত খাত	প্রকৃত জিডিপি	প্রবৃদ্ধি (%)	৬.০৭	৬.৭১	৬.২৩	৬.০৩
	কৃষি	প্রবৃদ্ধি (%)	৫.২৪	৫.১৩	৩.১১	২.১৭
	শিল্প	প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৪৯	৮.২০	৮.৯০	৮.৯৯
	সেবা	প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৪৭	৬.২২	৫.৯৬	৫.৭৩
	মোট বিনিয়োগ	জিডিপির %	২৪.৪১	২৫.১৫	২৬.৫৪	২৬.৮৪
	ব্যক্তিখাত	জিডিপির %	১৯.৪০	১৯.৫১	২০.০৪	১৮.৯৯
	সরকারি	জিডিপির %	৫.০১	৫.৬৪	৬.৫০	৭.৮৫
	মাথাপিছু আয়	মা. ডলার	৭৫১	৮১৬	৮৪০	৯২৩
	মূল্যস্ফীতি	প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৩	৮.৮	১০.৬	৭.৭
রাজস্ব খাত	রাজস্ব আয়	জিডিপির %	১০.৯	১১.৭	১২.৪	১২.৪
	কর রাজস্ব	জিডিপির %	৯.০	১০.০	১০.৪	১০.৪
	সরকারি ব্যয়	জিডিপির %	১৪.৬	১৬.১	১৬.৩	১৬.৮
	এডিপি ব্যয়	জিডিপির %	৩.৭	৪.২	৪.০	৪.৭
মুদ্রা খাত	মুদ্রা সরবরাহ	প্রবৃদ্ধি (%)	২২.৪	২১.৪	১৭.৪	১৬.৭
	অভ্যন্তরীণ ঋণ	প্রবৃদ্ধি (%)	১৭.৬	৩০.৮	১৮.৮	১১.০
	ব্যক্তিখাতে ঋণ	প্রবৃদ্ধি (%)	২৪.২	২৫.৮	১৯.৭	১০.৮
বহিঃখাত	প্রবাস আয়	বিলিয়ন মা.ডলার	১০.৯	১১.৬	১২.৮	১৪.৫
	রপ্তানি আয়	বিলিয়ন মা.ডলার	১৬.২	২২.৯	২৪.৩	২৭.০
	আমদানি সিএন্ডএফ	বিলিয়ন মা.ডলার	২৩.৭	৩৩.৬	৩৫.৫	৩৪.১
	মুদ্রা বিনিময় হার	টাকা/ডলার (গড়)	৬৯.১৮	৭১.১৭	৭৯.১০	৭৯.৯৩
	বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ	বিলিয়ন মা.ডলার	১০.৭	১০.৯	১০.৩	১৫.৩

সূত্র: বিবিএস, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থবিভাগ।

* ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত তথ্য ১৯৯৫-৯৬ ভিত্তি বছরের হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

৪০। আপনি জানেন, চলতি অর্থবছরের শুরুতে আমরা জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিলাম ৭.২ শতাংশ। কিন্তু, অর্থবছরের প্রথমভাগে আগের বছরের ধারাবাহিকতায় নাশকতামূলক কর্মকান্ড চলতে থাকায় অর্থনীতির বিভিন্ন

খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যার ফলে চলতি অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না। ইতোমধ্যে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসেব মতে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৬.১২ শতাংশে। আশার কথা যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর সময়ে রাজনৈতিক সুস্থিতি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে এনেছে। তাছাড়া, হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারের পরিপূরক নীতি সহায়তা বিনিয়োগ ও রপ্তানি খাতে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। ফলে শিল্প ও সেবা খাত বছরের প্রথম ভাগের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া, অনুকূল আবহাওয়া আর আমাদের ধারাবাহিক নীতি ও উপকরণ সহায়তার কারণে এবছর আউশ ও বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে যার ভিত্তিতে কৃষি খাতে ভালো প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছি।

৪১। **প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও অনুমানঃ** এবার আমি আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বলতে চাই। পূর্বাভাস অনুযায়ী সামনের বছরে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরো গতিশীল হওয়ার সাথে সাথে আমাদের রপ্তানি, বিনিয়োগ ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করছি। এ সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্য ও জ্বালানির মূল্য কিছুটা কমবে এরূপ অনুমান করা হচ্ছে। পাশাপাশি, উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ নির্বিঘ্ন রাখা হবে এবং বিনিয়োগ সহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বন্দর ও যোগাযোগ খাতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ থাকবে। রাজস্ব, আর্থিক খাত ও পুঁজিবাজারে সংস্কার কার্যক্রম চলবে। বিদেশি বিনিয়োগ ও সহায়তা বাড়বে। কৃষিতে ঋণ ও উপকরণ সহায়তা বজায় থাকবে। সর্বোপরি, আমি অনুকূল আবহাওয়া ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রত্যাশা করছি। এসব অনুমান ও প্রত্যাশার ভিত্তিতে আমরা আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭.৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি।

৪২। **মূল্যস্ফীতিঃ** জনজীবনে স্বস্তি বজায় রাখার জন্য মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে আমরা যথেষ্ট সফল হয়েছি। গত অর্থবছরের জুন শেষে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮.০ শতাংশ, যা চলতি অর্থবছরের এপ্রিল শেষে ৭.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি কমে ৫.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। চলতি অর্থবছরের শুরুতে হরতাল ও অবরোধ চলতে থাকায় পণ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। যার ফলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে। তবে

আমি আশা করছি, প্রতিবেশী দেশসহ বহির্বিশ্বে খাদ্যমূল্য কমতে থাকায় সামনের দিনগুলোতে খাদ্যপণ্যের মূল্য আরো কমবে। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য-জ্বালানি মূল্য হ্রাস এবং দেশীয় অর্থনীতিতে সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদন ও সহায়ক মুদ্রানীতির প্রভাবে বাংলাদেশের সাধারণ মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৪ নাগাদ ৭.০ শতাংশের কাছাকাছি এবং আগামী অর্থবছর শেষে মূল্যস্ফীতি আরো কমে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৪৩। **মুদ্রা ও ঋণঃ** আমরা ব্যাংকিং খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি, এর ফলে আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান কমে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে ৫.০ শতাংশের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। আমরা কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতসহ দেশের প্রবৃদ্ধি-বান্ধব খাতগুলোতে প্রয়োজনীয় ও অব্যাহত ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করতেও সচেষ্ট রয়েছি। কৃষি ও পল্লীঋণ খাতে মোট ১৪ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ৭৮.৪ শতাংশ বিতরণ করতে পেরেছি। ডিসেম্বর ২০১৩ নাগাদ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি ছিল গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪.৯ শতাংশ বেশি। অপরদিকে, শিল্পখাতে মেয়াদি ঋণ বিতরণ চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ৩.৭ শতাংশ বেড়েছে। সর্বশেষ মুদ্রানীতিতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৭.০ এবং ১৬.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রা সরবরাহ বার্ষিক ভিত্তিতে যথাক্রমে ১৫.৮ ও ১৩.৩ শতাংশ বেড়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রয়েছে। আমি মনে করি, বহিঃখাতের উন্নতির সাথে সাথে মুদ্রা ও ঋণ সরবরাহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। আগামী বছরে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে ব্যাপক মুদ্রা ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রসার হবে বলে আশা করছি।

৪৪। **আমদানি ও রপ্তানিঃ** চলতি অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত গত বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১৩.২ শতাংশ। অন্যদিকে, গত বছর পণ্য ও সেবার আমদানি ব্যয় হ্রাস পেলেও চলতি অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত তা বেড়েছে ১৭.৫ শতাংশ। বিশ্ব অর্থনীতির আশাব্যঞ্জক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সামনের বছরগুলোতে আমাদের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে আরো গতি সঞ্চার হবে। আমরা অনুমান করছি আগামী অর্থবছরে রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় দুটোই প্রায় ১৫ শতাংশ বাড়তে পারে।

৪৫। **প্রবাস আয় ও জনশক্তি রপ্তানিঃ** গত অর্থবছরে ১২.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাস আয় ৪.৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে আমি বলবো ২০১৩ সালে শুধু আমাদের ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বব্যাপী প্রবাস আয় কমেছে। বিশ্বব্যাংকের মতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ২০১৩ সালে প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ২.৩ শতাংশ। ভারতে তা ১.৭ শতাংশ। আমি ধারণা করছি, সৌদি আরবে কর্মরত শ্রমিকদের চাকরি বৈধকরণের পিছনে অনেক টাকা ব্যয় হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্য হতে আমাদের প্রবাস আয় কমেছে। জনশক্তি রপ্তানির চলমান ধারা বিবেচনায় নিয়ে এর রপ্তানি বাড়াতে একদিকে আমরা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছি। প্রচলিত বাজারসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং সম্ভাবনাময় বাজারসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা ও নতুন শ্রম উইং খোলা হচ্ছে। অন্যদিকে, জনশক্তি রপ্তানিতে আমরা আর্থিক সহায়তা প্রদান করছি। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও আমরা জি টু জি পদ্ধতিতে জনশক্তি রপ্তানি চালু করেছি। বেসরকারি চ্যানেলে জনশক্তি রপ্তানি যাতে নিরুৎসাহিত না হয় সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখছি আমরা। আমার বিশ্বাস আমাদের নেয়া পদক্ষেপের কারণে আগামী অর্থবছরে প্রবাস আয় স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসবে। আমাদের প্রবাসী শ্রমজীবীদের কাছে আমার আকুল আবেদন আপনারা বিদেশে অপরাধ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হবেন না। তাতে আপনাদের যথেষ্ট অসুবিধা তো হয়ই উপরন্তু দেশের ভাবমূর্তি বিপন্ন হয় এবং অধিকতর শ্রমিক রপ্তানি বিঘ্নিত হয়।

৪৬। **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মুদ্রা বিনিময় হারঃ** গত অর্থবছরের শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত বাণিজ্য ঘাটতি কমার সাথে সাথে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে অন্তঃপ্রবাহের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ ২৭ মে ২০১৪ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ ছিল ২০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে প্রায় ছয় মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। পাশাপাশি, মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানও স্থিতিশীল রয়েছে। বহির্বিশ্বে ও দেশীয় অর্থনীতিতে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে আগামী বছরে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়লেও প্রবাস আয়, ঋণ সহায়তা ও বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক পর্যায়ে থাকবে বলে আমরা আশা করছি। একই সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারও মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায়

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পীকার

৪৭। **মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোঃ** যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এই মাত্র বর্ণনা করলাম এবং একটু আগে আমাদের আগামীর পথরচনা নিয়ে যে বক্তব্য রেখেছি তারই আলোকে আমাদের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটের মূল লক্ষ্য হবে — বর্তমানে অনুসৃত রাজস্ব ও মুদ্রা নীতি-কৌশলের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। আপনাদের জানা আছে - ইতোমধ্যে আমরা রাজস্ব খাতে আইনগত, পদ্ধতিগত, কাঠামোগত ও জনশক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আগামী বাজেটে চলমান এসব সংস্কারের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমকে জোরদার করার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি অব্যাহত থাকবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজস্ব খাতের পরিসর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। এখানে বলে রাখা ভাল যে, বাজেট প্রণয়নে যেসব তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো ১৯৯৫-৯৬ সালের ভিত্তিমূল্যের উপর সাজানো। যদিও ২০০৫-০৬ সালের ভিত্তিমূল্যে বিবিএস ইতোমধ্যে সব তথ্যকে নতুনভাবে সাজিয়েছে। বাজেট প্রণয়নের কাজ আসলে প্রায় ৬ মাস আগে শুরু হয় এবং সেজন্য এখানে নতুন ভিত্তিমূল্যে প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা যায় নি। শুধুমাত্র সারণি-৪ এ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব ২০০৫-০৬ ভিত্তিমূল্যে উপস্থাপন করা হয়েছে যেহেতু বিবিএস এখনও তা পূর্ববর্তী ভিত্তিমূল্যে দিতে পারে নি। **সারণি-৩** এ বাজেট কাঠামোর একটি রূপরেখা দেয়া হয়েছে।

সারণি-৩: বাজেট কাঠামো

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৪-১৫	সংশোধিত ২০১৩-১৪	বাজেট ২০১৩-১৪	প্রকৃত ২০১২-১৩	প্রকৃত ২০১১-১২	প্রকৃত ২০১০-১১	প্রকৃত ২০০৯-১০
১	১	২	৩	৮	৯	১০	১১
মোট রাজস্ব আয়	**১,৮২,৯৫৪**	**১,৫৬,৬৭১**	**১,৬৭,৪৫৯**	**১,২৮,১২৮**	**১,১৪,৬৯৩**	**৯২,৯৯৩**	**৭৫,৯০৫**
	(১৩.৭)	**(১৩.৩)**	**(১৪.১)**	**(১২.৩)**	**(১২.৫)**	**(১১.৮)**	**(১১.০)**
তন্মধ্যে,							
এনবিআর কর	১৪৯৭২০	১২৫০০০	১৩৬০৯০	১,০৩,৩৩২	৯১,৫৯৫	৭৬,২২৫	৫৯,৭৪২
এনবিআর বহির্ভূত কর	৫৫৭২	৫১৭৮	৫১২৯	৪,১২০	৩,৬৩৩	৩,৩২৩	২,৭৪৩

খাত	বাজেট ২০১৪-১৫	সংশোধিত ২০১৩-১৪	বাজেট ২০১৩-১৪	প্রকৃত ২০১২-১৩	প্রকৃত ২০১১-১২	প্রকৃত ২০১০-১১	প্রকৃত ২০০৯-১০
১	১	২	৩	৮	৯	১০	১১
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২৭৬৬২	২৬৪৯৩	২৬২৪০	২০,৬৭৬	১৯,৪৬৫	১৩,৪৪৫	১৩,৪২০
মোট ব্যয়:	**২,৫০,৫০৬**	**২,১৬,২২২**	**২,২২,৪৯১**	**১,৭৪,০১৩**	**১,৫২,৪২৮**	**১,২৮,২৪৯**	**১,০২,৯৭৭**
	(১৮.৭)	(১৮.৩)	(১৮.৭)	(১৬.৮)	(১৬.৭)	(১৬.৩)	(১৪.৯)
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১২৮২৩১	১১৫৯৯৮	১১৩৪৭১	৯৯,৩৭৬	৮৯,২৯৯	৭৭,৪৮৮	৬৭,০১৩
	(৯.৫৭)	(৯.৮২)	(৯.৫৫)	(৯.৫৭)	(৯.৭৬)	(৯.৮৪)	(৯.৭০)
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৮৬৩৪৫	৬৫১৪৫	৭২২৭৫	৫৩,১৭২	৪০,৬৭২	৩৫,৭৩৪	২৮,১১৫
	(৬.৪)	(৫.৫)	(৬.১)	(৫.১)	(৪.৪)	(৪.৫)	(৪.১)
তন্মধ্যে,							
**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৮০,৩১৫	৬০,০০০	৬৫,৮৭০	৪৯,৪৭৪	৩৭,৫০৮	৩৩,২৮৪	২৫,৫৫৩
	(৬.০)	(৫.১)	(৫.৫)	(৪.৮)	(৪.১)	(৪.২)	(৩.৭)
(গ) অন্যান্য ব্যয়	৩৫৯৩০	৩৫০৭৯	৩৬৭৪৫	২১,৪৬৫	২২,৪৫৭	১৫,০২৭	৭,৮৪৯
	(২.৭)	(৩.০)	(৩.১)	(২.১)	(২.৫)	(১.৯)	(১.১)
বাজেট ঘাটতি	**-৬৭,৫৫২**	**-৫৯,৫৫১**	**-৫৫,০৩২**	**-৪৫,৮৮৫**	**-৩৭,৭৩৫**	**-৩৫,২৫৬**	**-২৭,০৭২**
	(-৫.০)	**(-৫.০)**	**(-৪.৬)**	**(-৪.৪)**	**(-৪.১)**	**(-৪.৫)**	**(-৩.৯)**
অর্থায়ন							
(ক) বৈদেশিক উৎস	২৪২৭৫	১৮৫৬৯	২১০৬৮	১২,৬৯১	৭,১৯৩	৫,০৭৯	৯,২৫৪
	(১.৮)	(১.৬)	(১.৮)	(১.২)	(০.৮)	(০.৬)	(১.৩)
(খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	৪৩২৭৭	৪০৯৮২	৩৩৯৬৪	৩৩,১৯৩	৩০,৫৪৩	৩০,২১১	১৫,৮২০
	(৩.২)	(৩.৫)	(২.৯)	(৩.২)	(৩.৩)	(৩.৮)	(২.৩)
তন্মধ্যে ব্যাংকিং উৎস	৩১২২১	২৯৯৮২	২৫৯৯৩	২৭৪৬৪	২৭১৯১	২৫২১০	-২০৯২
	(২.৩)	(২.৫)	(২.২)	(২.৬)	(৩.০)	(৩.২)	(-০.৩)
জিডিপি	**১,৩৩৯,৫০০**	**১,১৮১,০০০**	**১,১৮৮,৮০০**	**১,০৩৭,৯৮৭**	**৯১৪,৭৮৪**	**৭৮৭,৪৯৫**	**৬৯০,৫৭১**

*বন্ধনীতে জিডিপি'র শতকরা হারে দেখানো হয়েছে

** স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব তহবিল থেকে সংশোধিত বাজেটে অবদান হবে ৩,৭০৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার হবে ৬৩,৭০৫ কোটি টাকা।

৪৮। আগামী বছরের সারাটি বাজেট প্রস্তাবে (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে) খাতওয়ারি বিভাজন ও অগ্রাধিকার **সারণি-৪** এ তুলে ধরেছি।

সারণি-৪: সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বিভাজন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৪-১৫	সংশোধিত ২০১৩-১৪	বাজেট ২০১৩-১৪	হিসাব ২০১২-১৩	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) সামাজিক অবকাঠামো	৬৩,০৩৬	৫৪,৩২৯	৫১,৫৫৫	৪২,৯৭৪	৩৮,৬৭৭	৩৬,২১৯	৩০,৯৮৪
	(২৫.১৬)	(২৫.১৩)	(২৩.১৭)	(২৪.৭০)	(২৫.৩৭)	(২৮.২৪)	(৩০.৫২)
মানব সম্পদ							
১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৫,৫৪০	১৪৩৬৩	১৩,১৬৩	১১,৩৩৪	১০,৫৭৯	১০,০৭৯	৮,৭১২
	(৬.২০)	(৬.৬৪)	(৫.৯২)	(৬.৫১)	(৬.৯৪)	(৭.৮৬)	(৮.৫৮)
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৩,৬৭৩	১১,৯৬৪	১১,৯৩০	৯,৪১৩	৮,১৫৭	৮,৩০৪	৬,৮৩৮
	(৫.৪৬)	(৫.৫৩)	(৫.৩৬)	(৫.৪১)	(৫.৩৫)	(৬.৪৭)	(৬.৭৪)
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১,১৪৬	৯,৯৫৫	৯,৪৭০	৮,৫৪৯	৭,৬৬৭	৭,২৮৭	৬,২৭১
	(৪.৪৫)	(৪.৬০)	(৪.২৬)	(৪.৯১)	(৫.০৩)	(৫.৬৮)	(৬.১৮)
৪. অন্যান্য	১৩,৭০৬	১০,৪৬২	৯,০৫২	৭,৬২৬	৬,৮৬৯	৬,১১৮	৪,৯৮৭
	(৫.৪৭)	(৪.৮৪)	(৪.০৭)	(৪.৩৮)	(৪.৫১)	(৪.৭৭)	(৪.৯১)
উপ-মোট :	**৫৪,০৬৫**	**৪৬,৭৪৪**	**৪৩,৬১৫**	**৩৬,৯২২**	**৩৩,২৭২**	**৩১,৭৮৮**	**২৬,৮০৮**
	(২১.৫৮)	**(২১.৬২)**	**(১৯.৬০)**	**(২১.২২)**	**(২১.৮৩)**	**(২৪.৭৮)**	**(২৬.৪১)**
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	১,৬৮৫	১,২২৫	১,৪১৭	৮১৪	১,১২২	১,১৯৪	৩৫৩
	(০.৬৭)	(০.৫৭)	(০.৬৪)	(০.৪৭)	(০.৭৪)	(০.৯৩)	(০.৩৫)
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৭,২৮৬	৬,৩৬০	৬,৫২৩	৫,২৩৮	৪,২৮৩	৩,২৩৭	৩,৮২৩
	(২.৯১)	(২.৯৪)	(২.৯৩)	(৩.০১)	(২.৮১)	(২.৫২)	(৩.৭৭)
উপ-মোট :	**৮,৯৭১**	**৭,৫৮৫**	**৭,৯৪০**	**৬,০৫২**	**৫,৪০৫**	**৪,৪৩১**	**(৪,১৭৬)**
	(৩.৫৮)	**(৩.৫১)**	**(৩.৫৭)**	**(৩.৪৮)**	**(৩.৫৫)**	**(৩.৪৫)**	**(৪.১১)**
(খ) ভৌত অবকাঠামো	৭৫,৫৩৩	৬১,৭৬৮	৬৭,১৪৭	৫৮,৯৭৪	৪৪,৪৪৭	৩৮,৮১৪	৩১,০১৪
	(৩০.১৫)	(২৮.৫৭)	(৩০.১৮)	(৩৩.৮৯)	(২৯.১৬)	(৩০.২৬)	(৩০.৫৫)
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১২,৩৯০	১২২৭৯	১২,২৭০	১৪,৮২২	৯,৭৬০	৮,৪৩৮	৭,৩৫০
	(৪.৯৫)	(৫.৬৮)	(৫.৫১)	(৮.৫২)	(৬.৪০)	(৬.৫৮)	(৭.২৪)
৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩,৬১৯	২৭৭১	২,৫৯৩	২,৪৮১	২,১৩৪	২,০৪০	১,৮৩৮
	(১.৪৪)	(১.২৮)	(১.১৭)	(১.৪৩)	(১.৪০)	(১.৫৯)	(১.৮১)
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৫,৪৬৪	১৩৩২২	১২,৯৬১	১২,৩১৪	৯,৪৪২	৯,০৩৭	৭,৬৫৩
	(৬.১৭)	(৬.১৬)	(৫.৮৩)	(৭.০৮)	(৬.১৯)	(৭.০৫)	(৭.৫৪)
১০. অন্যান্য	৫,৩৩৭	৪৭২২	৪,৪৪৮	৪,২১৭	৪,৩৮৫	৩,৬৪৮	২,৭৬৬
	(২.১৩)	(২.১৮)	(২.০০)	(২.৪২)	(২.৮৮)	(২.৮৪)	(২.৭২)
উপ-মোট :	**৩৬,৮১০**	**৩৩,০৯৪**	**৩২,২৭২**	**৩৩,৮৩৪**	**২৫,৭২১**	**২৩,১৬৩**	**১৯,৬০৭**
	(১৪.৬৯)	**(১৫.৩১)**	**(১৪.৫০)**	**(১৯.৪৪)**	**(১৬.৮৭)**	**(১৮.০৬)**	**(১৯.৩১)**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৪-১৫	সংশোধিত ২০১৩-১৪	বাজেট ২০১৩-১৪	হিসাব ২০১২-১৩	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১১,৫৪০	৯,৯০২	১১,৩৫১	১০,২৮০	৭,৯৬৯	৭,২৩৩	৩,৪৬৯
	(৪.৬১)	(৪.৫৮)	(৫.১০)	(৫.৯১)	(৫.২৩)	(৫.৬৪)	(৩.৪২)
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক বিভাগ	৬,৮৫৮	৫,৭৪১	৫,৫৫০	৫,৩৬৯	৭,২৭৮	৫,৫৮৪	৪,৮২৮
	(২.৭৪)	(২.৬৬)	(২.৪৯)	(৩.০৯)	(৪.৭৭)	(৪.৩৫)	৪.৭৬
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৬,৩৫৯	৫,২৫৮	৫,৫৮৯	৪,৫৫৭	১	০	০
	(২.৫৪)	(২.৪৩)	(২.৫১)	(২.৬২)	(০.০০)	(০.০০)	(০.০০)
১৩. সেতু বিভাগ	৮,৭৩৭	২,০৯০	৭,০০০	৭৮৪	৪১৮	৩৮৫	৩৩১
	(৩.৪৯)	(০.৯৭)	(৩.১৫)	(০.৪৫)	(০.২৭)	(০.৩০)	(০.৩৩)
১৪. অন্যান্য	১,১৮২	১,১৩৭	১,১২১	৭৯৭	৫৫৮	৫০৩	৮৯০
	(০.৪৭)	(০.৫৩)	(০.৫০)	(০.৪৬)	(০.৩৭)	(০.৩৯)	(০.৮৮)
উপ-মোট :	**২৩,১৩৬**	**১৪,২২৬**	**১৯,২৬০**	**১১,৫০৭**	**৮,২৫৫**	**৬,৪৭২**	**৬,০৪৯**
	(৯.২৪)	**(৬.৫৮)**	**(৮.৬৬)**	**(৬.৬১)**	**(৫.৪১)**	**(৫.০৫)**	**(৫.৯৬)**
১৫. অন্যান্য সেক্টর	৪,০৪৭	৪,৫৪৬	৪,২৬৪	৩,৩৫৩	২,৫০২	১,৯৪৬	১,৮৮৯
	(১.৬২)	(২.১০)	(১.৯২)	(১.৯৩)	(১.৬৪)	(১.৫২)	(১.৮৬)
(গ) সাধারণ সেবা	৫৯,০৫৮	৪৯,৪৮৯	৪৯,৯৪৭	২৭,৪০৯	২৬,৯৯৫	২৫,১৬০	২০,৫৯০
	(২৩.৫৮)	(২২.৮৯)	(২২.৪৫)	(১৫.৭৫)	(১৭.৭১)	(১৯.৬২০	(২০.২৮)
জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	১২,৫৫৭	১২,০২৭	১০,৫৩৭	৯,৬৫৫	৮,৭৩৭	৭,৮১৯	৬,৫৮২
	(৫.০১)	(৫.৫৬)	(৪.৭৪)	(৫.৫৫)	(৫.৭৩)	(৬.১০)	(৬.৪৮)
১৬. অন্যান্য	৪৬,৫১০	৩৭,৪৬২	৩৯,৪১০	১৭,৭১৭	১৮,২৫৮	১৭,৩৪১	১৪,০০৮
	(১৮.৫৭)	(১৭.৩৩)	(১৭.৭১)	(১০.১৮)	(১১.৯৮)	(১৩.৫২)	(১৩.৮০)
মোট :	**১৯৭,৬২৭**	**১৬৫,৫৮৬**	**১৬৮,৬৪৯**	**১২৯,৩৫৭**	**১১০,১১৯**	**১০০,১৯৩**	**৮২,৫৮৮**
	(৭৮.৯)	**(৭৬.৬)**	**(৭৫.৮)**	**(৭৪.৩)**	**(৭২.২)**	**(৭৮.১)**	**(৮১.৪)**
(ঘ) সুদ পরিশোধ	৩১,০৪৩	২৬,৫৪০	২৭৭৪৩	২৩,৯১৫	২০,৩৫১	১৫,৬২২	১৪,৯০৪
	(১২.৩৯)	(১২.২৭)	(১২.৪৭)	(১৩.৭৪)	(১৩.৩৫)	(১২.১৮)	(১৪.৬৮)
(ঙ) পিপিপি, ভর্তুকি ও দায়	৮,৪৪৭	৪,৮৬৮	৭৩১৮	২,৪১৭	৫,২১১	১,৮৯৯	৩,১৯৯
	(৩.৩৭)	(২.২৫)	(৩.২৯)	(১.৩৯)	(৩.৪২)	(১.৪৮)	(৩.১৫)
(চ) নিট ঋণ দান ও অন্যান্য ব্যয়	১৩,৩৮৯	১৯,২২৮	১৮৭৮১	১৮,৩২৪	১৬,৭৫৯	১০,৫৫৪	৮২৫
	(৫.৩৪)	(৮.৮৯)	(৮.৪৪)	(১০.৫৩)	(১০.৯৯)	(৮.২৩)	(০.৮১)
মোট বাজেটঃ	**২৫০,৫০৬**	**২১৬,২২২**	**২২২,৪৯১**	**১৭৪,০১৩**	**১৫২,৪৪৮**	**১২৮,২৬৮**	**১০১,৫২১**

*বন্ধনীতে বাজেটের শতকরা হারে দেখানো হয়েছে

৪৯। **রাজস্ব আয় প্রাক্কলনঃ** ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৫৪ কোটি টাকা - যা জিডিপি'র ১৩.৭ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭২০ কোটি টাকার কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে (জিডিপি'র ১১.২ শতাংশ)। এনবিআর-বহির্ভূত সূত্র থেকে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫ হাজার ৫৭২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ)। এছাড়া, কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরিত হবে ২৭ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.১ শতাংশ)।

৫০। **ব্যয় প্রাক্কলনঃ** ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাজেটের মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.৭ শতাংশ)। এবারে বাজেটে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ১৯১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.৭ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৮০ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.০ শতাংশ)।

৫১। **বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নঃ** সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ৬৭ হাজার ৫৫২ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র থেকে ২৪ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৮ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে ৪৩ হাজার ২৭৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.২ শতাংশ) সংগ্রহ করা হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত হবে ৩১ হাজার ২২১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৩ শতাংশ) এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য ব্যাংক-বহির্ভূত খাত থেকে ১২ হাজার ৫৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৯ শতাংশ)।

৫২। **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিঃ** বরাবরের মত আমরা আঞ্চলিক সমতা, উন্নত অবকাঠামো এবং গুণগত ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ করেছি। প্রাধান্য দিয়েছি দেশের সার্বিক উন্নয়নকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ **সারণি-৫** এ তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানবসম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৪.৩ শতাংশ; সার্বিক কৃষিখাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পানিসম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) ২৫.৮ শতাংশ; বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৪.৩ শতাংশ; যোগাযোগ (সড়ক, রেল, সেতু এবং যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৩.৩ শতাংশ এবং অন্যান্য খাতে ১২.২৫ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সারণি-৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৪-১৫	সংশোধিত ২০১৩-১৪	বাজেট ২০১৩-১৪	হিসাব ২০১২-১৩	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) মানব সম্পদ							
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫,৭৭৮	৪,৫২৯	৫,২৭৮	৩,৬৮৩	২,৪০৮	৩,১৫১	২,৭০০
	(৭.২)	(৭.৫)	(৮.০)	(৭.৪)	(৬.৪)	(৯.৫)	(১০.৬)
২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪,৩৪৯	৩,৮১৬	৩,৬০২	৩,৩১৬	২,৬১২	২,৫৫১	২,৪৬৮
	(৫.৪)	(৬.৪)	(৫.৫)	(৬.৭)	(৭.০)	(৭.৭)	(৯.৭)
৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩,৬৪৭	৩,১৪৮	৩,১০০	২,২০৬	১,৮৬৭	১,৫৯৮	১,৩৫২
	(৪.৫)	(৫.২)	(৪.৭)	(৪.৫)	(৫.০)	(৪.৮)	(৫.৩)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৪-১৫	সংশোধিত ২০১৩-১৪	বাজেট ২০১৩-১৪	হিসাব ২০১২-১৩	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪.অন্যান্য	৫,৭৪৫	৩,৯৪৮	৩,১৬০	২,২০৫	১,৬৮৩	১,২৩৬	৭৯০
	(৭.২)	(৬.৬)	(৪.৮)	(৪.৫)	(৪.৫)	(৩.৭)	(৩.১)
উপ-মোট :	**১৯,৫১৯**	**১৫,৪৪১**	**১৫,১৪০**	**১১,৪১০**	**৮,৫৭০**	**৮,৫৩৬**	**৭,৩১০**
	(২৪.৩)	**(২৫.৭)**	**(২৩.০)**	**(২৩.১)**	**(২২.৮)**	**(২৫.৬)**	**(২৮.৬)**
(খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৩,৪৬৭	১১,৪০৫	১১,১৯৫	১০,৪২৫	৭,৯৮৯	৭,৫৭৩	৬,৪৪৪
	(১৬.৮)	(১৯.০)	(১৭.০)	(২১.১)	(২১.৩)	(২২.৮)	(২৫.২)
৬. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২,৮৩১	২,০২৫	১,৮৫০	১,৭৫৬	১,৪৪২	১,৩৪৯	১,১৩৮
	(৩.৫)	(৩.৪)	(২.৮)	(৩.৫)	(৩.৮)	(৪.১)	(৪.৫)
৭.কৃষি মন্ত্রণালয়	১,৫২৪	১,৩৩২	১,৩৬৪	১,১১১	৯৯৭	১,০২৫	৯০৫
	(১.৯)	(২.২)	(২.১)	(২.২)	(২.৭)	(৩.১)	(৩.৫)
৮.অন্যান্য	২,৯২৪	২৪০৫	২৩২৩	১,৯৬৮	১,৮৮২	১২৪৬	৮০৭
	(৩.৬)	(৪.০)	(৩.৫)	(৪.০)	(৫.০)	(৩.৭)	(৩.২)
উপ-মোট :	**২০,৭৪৬**	**১৭,১৬৭**	**১৬,৭৩২**	**১৫,২৬০**	**১২,৩১০**	**১১,১৯৩**	**৯,২৯৪**
	(২৫.৮)	**(২৮.৬)**	**(২৫.৪)**	**(৩০.৮)**	**(৩২.৮)**	**(৩৩.৬)**	**(৩৬.৪)**
(গ) জ্বালানি অবকাঠামো							
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	৯,২৭৩	৭,৯৫১	৯,০৫৩	৮,৮৪০	৭,২৪৮	৬,০২৮	২,০৯৮
	(১১.৫)	(১৩.৩)	(১৩.৭)	(১৭.৯)	(১৯.৩)	(১৮.১)	(৮.২)
১০. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	২,২২৩	১,৯০৯	২,২৫৫	১,২৯৫	৬৭৯	৯৮৭	১,২৬০
	(২.৮)	(৩.২)	(৩.৪)	(২.৬)	(১.৮)	(৩.০)	(৪.৯)
উপ-মোট :	**১১,৪৯৬**	**৯,৮৬০**	**১১,৩০৮**	**১০,১৩৫**	**৭,৯২৭**	**৭,০১৫**	**৩,৩৫৮**
	(১৪.৩)	**(১৬.৪)**	**(১৭.২)**	**(২০.৫)**	**(২১.১)**	**(২১.১)**	**(১৩.১)**
(ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৪,৪৮৫	৩,৫৪৯	৩,৮৭৮	২,৯৯৩	০	০	০
	(৫.৬)	(৫.৯)	(৫.৯)	(৬.০)	(০.০)	(০.০)	(০.০)
১২. সড়ক বিভাগ	৪,৬০৮	৩,৬৪৬	৩,৪৫৭	৩,৬০৫	৪,৪৭৫	২,৯৫২	২,৫৪৬
	(৫.৭)	(৬.১)	(৫.২)	(৭.৩)	(১১.৯)	(৮.৯)	(১০.০)
১৩. সেতু বিভাগ	৮,৭৩৫	২,০৯০	৭,০০০	৭৮৫	৪১৮	৩৮৪	৩৩১
	(১০.৯)	(৩.৫)	(১০.৬)	(১.৬)	(১.১)	(১.২)	(১.৩)
১৪.অন্যান্য	৮৮৪	৮৫৭	৮৮১	৫৩২	২৮৬	২৯৫	১৭৬
	(১.১)	(১.৪)	(১.৩)	(১.১)	(০.৮)	(০.৯)	(০.৭)
উপ-মোট :	**১৮,৭১২**	**১০,১৪২**	**১৫,২১৬**	**৭,৯১৫**	**৫,১৭৯**	**৩,৬৩১**	**৩,০৫৩**
	(২৩.৩)	**(১৬.৯)**	**(২৩.১)**	**(১৬.০)**	**(১৩.৮)**	**(১০.৯)**	**(১১.৯)**
মোট :	**৭০,৪৭৩**	**৫২,৬১০**	**৫৮,৩৯৬**	**৪৪,৭২০**	**৩৩,৯৮৬**	**৩০,৩৭৫**	**২৩,০১৫**
	(৮৭.৭)	**(৮৭.৭)**	**(৮৮.৭)**	**(৯০.৪)**	**(৯০.৬)**	**(৯১.৩)**	**(৯০.১)**
১৫. অন্যান্য	৯,৮৪২	৭,৩৯০	৭,৪৭৪	৪,৭৫৪	৩,৫২২	২,৯০৯	২,৫৩৮
	(১২.২৫)	(১২.৩২)	(১১.৩৫)	(৯.৬১)	(৯.৩৯)	(৮.৭৪)	(৯.৯৩)
***মোট এডিপি**	**৮০,৩১৫**	**৬০,০০০**	**৬৫,৮৭০**	**৪৯,৪৭৪**	**৩৭,৫০৮**	**৩৩,২৮৪**	**২৫,৫৫৩**

বন্ধনীতে বাজেটের শতকরা হারে দেখানো হয়েছে

** স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব তহবিল থেকে এই বাজেটে অবদান হবে ৫,৬৮৫কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার হবে ৮৬,০০০ কোটি টাকা।

৫৩। **সামগ্রিক ব্যয় কাঠামোঃ** এ পর্যায়ে আমি প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামোর (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) একটি রূপরেখা প্রদান করছি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কাজগুলোকে আমরা ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করেছি। এগুলো হলো সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৫.১৬ শতাংশ, যার মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ২১.৫৮ শতাংশ। ভৌত অবকাঠামো খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ৩০.১৫ শতাংশ, যার মধ্যে রয়েছে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৪.৬৯ শতাংশ; বৃহত্তর যোগাযোগ খাতে ৯.২৪ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৪.৬১ শতাংশ। সাধারণ সেবা খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৩.৫৮ শতাংশ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগজনিত ব্যয় বাবদ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৩.৪ শতাংশ; সুদ পরিশোধ বাবদ প্রস্তাব করা হয়েছে ১২.৩৯ শতাংশ; নিট ঋণদান (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাতে ব্যয়িত হবে অবশিষ্ট ৫.৩৪ শতাংশ। আমি আশা করছি — বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার নিরিখে যে বাজেট কাঠামোটি আমরা আগামী অর্থবছরে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি তা' যেমন প্রবৃদ্ধি সহায়ক হবে তেমনি তা মূল্যস্ফীতিকে সংযত রাখবে। জনগণ এতে তাঁদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি-কৌশল

মাননীয় স্পীকার

৫৪। আমরা উন্নয়নকে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাপকাঠিতে বিচার করিনা। এ কারণে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা সম্পদের সুষম বন্টন, দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও লিঙ্গ-বৈষম্য নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করছি। আমরা মনে করি প্রবৃদ্ধি হওয়া উচিত অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive)। উন্নয়নের ফসল সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার মাঝেই আমাদের প্রকৃত সাফল্য নিহিত।

সার্বিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল

৫৫। আপনাদের জানা আছে 'রূপকল্প ২০২১' এর আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। একটু আগেই বলেছি আমরা আগামী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি ৭.৩ শতাংশ, ২০২১ সালে যা হবে ১০ শতাংশ। এবার আমি এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের নীতি-কৌশলের একটা রূপরেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

- পূর্বের ধারাবাহিকতায় আমরা বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং বন্দর উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করব। বিদ্যুতের বর্তমান উৎপাদন ১০ হাজার মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে উন্নীত করব ২৪ হাজার মেগাওয়াটে এবং প্রকৃত সরবরাহ যাতে উৎপাদনের ৮০ শতাংশের নীচে না হয় তা নিশ্চিত করবো;

- আমরা সার্বিক জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে শিল্পের হিস্যা ২৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা এখনো ধরে রাখছি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অধিক গুরুত্ব দেব। শিল্পখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ নেব;

- অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) প্রকল্প বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করব;

- ইতোমধ্যে পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ছয়টি খাতে ৩৪টি প্রকল্প নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে; যার মধ্যে ৩৩টি প্রকল্পে পরামর্শক নিযুক্ত হয়েছেন। এই পদক্ষেপই প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ। যে সমস্ত পিপিপি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে তাদের একটি তালিকা **সারণি-৬** এ দেয়া হলো। আমি আশা করছি যে, পিপিপি বিষয়ক আইন অবিলম্বে সংসদে উপস্থাপন করবো:

সারণি-৬: অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্পের তালিকা

৩৪টি পিপিপি প্রকল্পের তালিকা এবং সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১	২	৩	৪
১	পরিবহন	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	১২০০
২	পরিবহন	পিপিপি এর মাধ্যমে মংলা বন্দরে দু'টি জেটি নির্মাণ	৫০
৩	স্বাস্থ্য	চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ৪০ বেডের হোমোডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন	২
৪	স্বাস্থ্য	ঢাকার কিডনি হাসপাতালে কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন	১
৫	আই টি	কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক স্থাপন	-
৬	আই টি	মহাখালিতে আই টি পার্ক স্থাপন	২০
৭	আই টি	সিলেটে হাইটেক পার্ক স্থাপন	২০
৮	স্বাস্থ্য	বয়স্ক নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও হসপিটালিটি কমপ্লেক্স নির্মাণ	৬
৯	পরিবহন	হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে মাল্টি মোড সার্ভেইলেন্স সিস্টেম স্থাপন	২৫
১০	পরিবহন	শান্তিনগর- মাওয়া ফ্লাইওভার নির্মাণ	৩০০
১১	পরিবহন	ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রসওয়ে	১৫০০
১২	পরিবহন	ঢাকা বাইপাসকে ৪ লেনে উন্নীতকরণ (জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর)	১০০
১৩	অসামরিক আবাসন	মিরপুর স্যাটেলাইট হাউজিং স্থাপন	৬০

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১	২	৩	৪
১৪	অসামরিক আবাসন	পিপিপি এর আওতায় বিএসএস ভবন নির্মাণ	৬
১৫	পরিবহন	বঙ্গবন্ধু ব্রিজে ডুয়াল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ	১০০০
১৬	পরিবহন	ফুলছড়ি- বাহাদুরাবাদ এমজি রেলওয়ে ব্রিজ	১৫০০
১৭	পরিবহন	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদের জন্য পিপিপি প্রকল্প	২
১৮	পরিবহন	হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ পিপিপি সড়ক	৮৫
১৯	পরিবহন	ঢাকা- চট্টগ্রাম এক্সেস কন্ট্রোল্ড হাইওয়ে	১৫০০
২০	পরিবহন	যাত্রাবাড়ি-সুলতানা কামাল ব্রিজ-তারাবো পিপিপি রোড	৫০
২১	পরিবহন	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ	৬০
২২	পর্যটন	কক্সবাজারে পর্যটন ও বিনোদনকেন্দ্র নির্মাণ	১৫০
২৩	শিক্ষা	কমলাপুর রেলওয়ে হসপিটাল এর আধুনিকায়ন এবং মেডিক্যাল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউ স্থাপন	১০০
২৪	পর্যটন	চট্টগ্রামের জাকির হোসেন রোডে পাঁচ তারকা হটেল নির্মাণ	১০০
২৫	শিক্ষা	চট্টগ্রাম সিআরবি রেলওয়ে হসপিটাল এর আধুনিকায়ন এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন	৭৫
২৬	পরিবহন	ধীরাশ্রমে নতুন আইসিডি নির্মাণ	২০০
২৭	অসামরিক আবাসন	কুমিল্লায় রেলওয়ের অব্যবহৃত জমিতে শপিংমলসহ হোটেল কাম গেস্ট হাউজ নির্মাণ	৩৫
২৮	অসামরিক আবাসন	চট্টগ্রামে রেলওয়ের অব্যবহৃত জমিতে শপিংমলসহ হোটেল কাম গেস্ট হাউজ নির্মাণ	১২
২৯	পরিবহন	খানপুরে আইসিটি নির্মাণ ও পরিচালনা	৩০
৩০	স্বাস্থ্য	সৈয়দপুর রেলওয়ে হসপিটাল এর আধুনিকায়ন এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন	৭৫
৩১	স্বাস্থ্য	পাকশি রেলওয়ে হসপিটাল এর আধুনিকায়ন এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন	৭৫
৩২	স্বাস্থ্য	খুলনায় অব্যবহৃত জমিতে নতুন আধুনিক মেডিক্যাল এবং ২৫০ বেডের হাসপাতাল নির্মাণ	১০০
৩৩	পরিবহন	পাটুরিয়া- গোয়ালন্দ -তে ২য় পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রিজ	১৫০০
৩৪	পরিবহন	৩য় সমুদ্র বন্দর	১২০০
		মোট	**১১,১৩৮**

- আমরা বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করব। ব্যবসা-ব্যয় হ্রাসের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অব্যাহত রাখব। কার্যকর পদক্ষেপ

নেব ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুদের হার কমানোর;

- শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে জমির অপ্রতুলতা একটি বড় সংকট। আগামী অর্থবছরে এজন্য বৃহৎ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে;

- রপ্তানি খাতকে গতিশীল করার জন্য তৈরি পোশাক, ঔষধ, জাহাজ, চামড়া এবং আইটি খাতে অতিরিক্ত প্রণোদনা প্রদানসহ নানামুখী ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নতুন বাজার সৃষ্টি এবং নতুন পণ্য রপ্তানির প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে;

- আমরা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত রাখব। উদ্যোগ নেব দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির;

- আমরা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেব। অব্যাহত রাখব দক্ষ শ্রমিক রপ্তানির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় (রেমিট্যান্স) বৃদ্ধির প্রক্রিয়া;

- শ্রমিক দক্ষতা উন্নয়নে আমাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য অন্যতম উদ্যোগ হচ্ছে ৫০ কোটি টাকা দিয়ে একটি তহবিল গঠন;

- গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে গ্রামীণ অবকাঠামো, পল্লী আবাসন, স্যানিটেশন, ভূমি ও পানি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং গ্রামাঞ্চলে অকৃষি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) বিকাশকে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় এনে গত কয়েক বছর হতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ খাতগুলোকে আরও গতিশীল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব আমরা;

- হাওর এলাকার সমস্যা একটু ভিন্ন প্রকৃতির, সেখানে জীবন রক্ষাও একটি বড় দায়িত্ব এবং যোগাযোগ সমস্যা তো সবাই জানেন। এই এলাকার উন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রকল্পের বাইরে ৫০ কোটি টাকার একটি থোক বরাদ্দ এবারের বাজেটে রাখছি;

- চরাঞ্চল শুধু উপকূলীয় এলাকায় নয় দেশের অভ্যন্তরেও অনেক আছে। চরাঞ্চলে চাষবাস শুরু হওয়ার পরে তাদের প্রধান সমস্যা হয় যোগাযোগের

অভাবে উৎপাদন বাজারজাতকরণ। এইসব এলাকার জন্যও ৫০ কোটি টাকার একটি থোক বরাদ্দ দেবার প্রস্তাব করছি।

দারিদ্র ও বৈষম্য নিরসনের গতিধারা, লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল

৫৬। **দারিদ্র ও অসমতাঃ** আমরা ইতোমধ্যেই একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ নির্মাণের সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছি। দারিদ্র বিমোচনে আমাদের সাফল্য দেশীয় পরিমন্ডলের বাইরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সুনাম কুড়িয়েছে। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে - ২০০৯ সালে মহাজোট সরকারের দায়িত্ব গ্রহণকালে দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি, যার মধ্যে চরম দারিদ্রে নিপতিত ছিল প্রায় ২ কোটি ৮৮ লাখ মানুষ। আমাদের পূর্ববর্তী মেয়াদে গড়পড়তায় ১.১৬ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বাড়লেও দরিদ্র ও চরম দরিদ্র জনসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে প্রায় ৩ কোটি ৮৫ লাখ এবং ১ কোটি ৫৭ লাখে। লক্ষ্যণীয় যে, বিগত ২২ বছরে মোট যে জনসংখ্যা দারিদ্রসীমা অতিক্রম করেছে তার শতকরা ৪৫ ভাগই অতিক্রম করেছে গত ৫ বছরে।

৫৭। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার ১৩.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিলাম। আমাদের অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ইনশাআল্লাহ ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র ১০.২ শতাংশে নেমে আসবে। শুধু তাই নয় ২০১৮ সালের পরে এদেশ থেকে চরম দারিদ্র সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হবে। অতি-দারিদ্র নিরসনে আমার বাজেট প্রস্তাবে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। লক্ষ্য করা যায় যে, দারিদ্র কমার সাথে সাথে আমাদের সরকারের মেয়াদকালে দেশে দারিদ্র ব্যবধানও হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। মোট জাতীয় আয়ে যেমন দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর আয়ের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি কমেছে সর্বাপেক্ষা ধনী জনগোষ্ঠীর আয়ের অংশ। অঞ্চলভিত্তিক অসমতা কমেছে, কমেছে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান।

৫৮। দারিদ্র বিমোচন ও বৈষম্য দূরীকরণে আমাদের সাফল্যের মূলে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়ক (Inclusive growth) নীতিকৌশল। মুক্তবাজার ব্যবস্থায় দেশের অর্থনীতির সিংহভাগই থাকে ব্যক্তিখাতের নিয়ন্ত্রণে। তাই দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে একদিকে আমরা ব্যক্তিখাতের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছি, অন্যদিকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় নিশ্চিত করেছি সম্পদের

সুষম পুনর্বন্টন। সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা মূলত ৪টি স্তরে বিন্যস্ত করে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছিঃ

- বিশেষ ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র মোকাবেলায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা সৃষ্টি;
- ক্ষুদ্রঋণ বা তহবিল প্রদানের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান বা কর্মসৃজন;
- বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে হতদরিদ্রের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র মোকাবেলায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বৃদ্ধি;

৫৯। **সামাজিক সুরক্ষা বলয়ঃ** ২০১০ সালে পরিচালিত এক খানা জরিপে দেখা গিয়েছে দেশের শতকরা ২৪.৫৭ ভাগ পরিবার সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের সুবিধা ভোগ করছে। আর গ্রামাঞ্চলে এধরণের সুবিধাভোগী পরিবার শতকরা ৩০.১২ ভাগ। আমরা বিগত ৫ বছরে শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, টি আর, জি আর, দুস্থ মাতাদের জন্য খাদ্য সহায়তা (ভিজিডি) ও চর জীবিকায়নসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার হিজড়া, দলিত, হরিজন, বেদে জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করার জন্য বিশেষ ভাতা, কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করছি। খাদ্য সহায়তার ব্যবস্থা করেছি দারিদ্রের শিকার চা-শ্রমিকদের জন্য।

৬০। এছাড়াও সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আবাসিক সমস্যা সমাধানে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। গরীব, বঞ্চিত, অবহেলিত ও পরিত্যক্ত গোষ্ঠীর জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভাগীয় ও জেলা শহরে আবাসনসহ উপযুক্ত কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে এবারের বাজেটে ৫০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬১। **সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ** আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই দারিদ্র হ্রাসে সরকারের এ উদ্যোগ আগামীতেও চলমান থাকবে। তবে দ্রুততার সঙ্গে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আমরা এ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোকে আরও লক্ষ্যভিত্তিক করব। এ উদ্দেশ্যে আমরা একটি সমন্বিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Protection Strategy-NSPS) প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত করে এনেছি। একই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী সঠিক ও কার্যকরভাবে বাছাইয়ের লক্ষ্যে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (National Population Register) ও অতি দরিদ্রদের তালিকা (Hard Core Poor Listing) তৈরিরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আমরা।

৬২। **দারিদ্র বিমোচনের নীতি-কৌশলঃ** আমি এ পর্যন্ত দারিদ্র ও বৈষম্য নিরসনে আমাদের নেয়া নীতিকৌশল ও কর্মসূচিগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। বর্তমানে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি যথেষ্ট ব্যাপক। মূলত আমাদের প্রতিটি নীতি-কৌশল যেমন প্রবৃদ্ধি সহায়ক তেমনি দরিদ্র-বান্ধব। আমরা বিশ্বাস করি শুধু সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকরভাবে দারিদ্র ও সামাজিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সফলতার জন্য প্রয়োজন দরিদ্র জনগণের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা। আমাদের কাজ হবে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে একদিকে দরিদ্র জনগণ তাদের সক্ষমতা ব্যবহার করে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি ঘটাবে অন্যদিকে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য থাকবে শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। এবার আমি দারিদ্র ও বৈষম্য দূর করার জন্য আমাদের আরো কিছু পরিকল্পনা এই মহান সংসদে তুলে ধরতে চাইঃ

- দরিদ্র-বান্ধব প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা অনুকূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখব। উদ্যোগ নেব প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের। অতীতের ধারাবাহিকতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথা সার্বিক মানবসম্পদ খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করব;

- শিল্প ও সেবাখাতে পর্যাপ্ত কর্মসৃজন এবং শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। পাশাপাশি আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করব;

- আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে আরো উদ্যোগী হব। এলক্ষ্যে উন্নত রাস্তাঘাট ও টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ অব্যাহত গতিতে চলবে। এছাড়াও আমরা প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে পরিকল্পিত পল্লী জনপদ হিসেবে আর উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্প কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই;

- আমরা দারিদ্রপ্রবণ এলাকায় অধিকহারে শ্রমঘন ও কৃষিনির্ভর শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেব। ইতোমধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং সার, বীজ, সেচ সুবিধা, বিদ্যুৎ এবং পল্লী অবকাঠামো সহজলভ্য করা হয়েছে, ভবিষ্যতেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে;

- পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও তাঁদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখার লক্ষ্যে এ অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেব;

- আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেব। এ লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনকে অধিদপ্তরে রূপান্তরের কাজ দ্রততার সাথে সমাপ্ত করব। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভাতার হার ও পরিধি সম্প্রসারণ করব। ইতোমধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ জন ও ভাতাভোগী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ হাজার জনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে;

- এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীদের জন্য গঠিত ট্রাস্ট-এ ২০ কোটি টাকা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে ৫ কোটি টাকা তহবিল প্রদানের প্রস্তাব করছি;

- সর্বোপরি ঝুঁকিতে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলব।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল

মাননীয় স্পীকার

৬৩। আমাদের কর্মসংস্থান নীতির মূল লক্ষ্য হলো উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠিকে আধা-দক্ষ ও দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরিত করা। আমি একটু আগেই বিনিয়োগ ও জাতীয় আয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেছি, বিশেষজ্ঞদের মতে তা পূরণের পথে প্রধান অন্তরায় তিনটিঃ (১) অনুন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো, (২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির স্বল্পতা এবং (৩) দক্ষ জনশক্তির অভাব।

৬৪। **দক্ষতা উন্নয়নঃ** আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। পদ্মা সেতুসহ অন্যান্য সড়ক, রেল, নৌ ও বন্দর অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রমও এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। এই মাসেই নির্বাচিত ঠিকাদারের সঙ্গে পদ্মা সেতু নির্মাণের মূল চুক্তিটি সম্পাদিত হবে বলে আমি নিশ্চিত। এখন নজর দেয়া প্রয়োজন দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার ওপর। তাই এবারে মানবসম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে আমাদের প্রধান অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম। আমি আনন্দের সাথে এই মহান সংসদকে অবহিত করতে চাই যে, দক্ষতা উন্নয়নে আমরা উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা, শিল্প সংগঠন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে দশ বছর মেয়াদি একটি যুগান্তকারী কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

৬৫। **দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ** প্রথম পর্যায়ে আগামী তিন বছরে তিনটি মন্ত্রণালয়ের ৩২ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ডিপার্টমেন্ট, পিকেএসএফ এবং নয়টি শিল্প সংগঠনের মাধ্যমে মোট ২ লক্ষ ৬০ হাজার জনকে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্য থেকে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে চাকুরির নিশ্চয়তা দেয়া হবে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ কর্মীকে। চাহিদা বিবেচনায় প্রথম পর্যায়ে প্রশিক্ষণের জন্য আমরা ছয়টি অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করেছি। এর মধ্যে রয়েছে (১) পোশাক শিল্প, (২) নির্মাণ খাত, (৩) তথ্য প্রযুক্তি, (৪) হালকা প্রকৌশল, (৫) চামড়া ও পাদুকা শিল্প এবং (৬) জাহাজ নির্মাণ।

৬৬। আমরা আগামী দশ বছরে দেশে প্রায় ১৫ লক্ষ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দেশের

প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশেও দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি রেমিটেন্স আয় ১০ বছরে প্রায় তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা যাবে।

নারী ক্ষমতায়ন ও শিশু কল্যাণের কৌশল

মাননীয় স্পীকার

৬৭। আমরা বিশ্বাস করি যে, দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী অর্থাৎ নারীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আমরা গত মেয়াদে বেশ ক'টি যুগান্তকারী আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। আগের ধারাবাহিকতায় আমরা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি রোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধে সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগ করব। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আমরা শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। পাশাপাশি ধর্মের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীবিদ্বেষী প্রচারণা ও সামাজিক বিধি-নিষেধ আরোপের বিরুদ্ধে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত প্রতিরোধ গড়ে তুলব। নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করব, অব্যাহত রাখব নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের কার্যক্রম। এবারেও নারী উন্নয়নের জন্য ১০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ অব্যাহত থাকবে।

৬৮। **নারীর ক্ষমতায়নঃ** আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে দশম সংসদের মাননীয় স্পীকার, সংসদ নেতা ও প্রধান মন্ত্রী ও বিরোধীদলের নেতা ৩ জন স্বনামধন্য নারী। আমাদের গত মেয়াদে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৫০ এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, ২০১৩ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে ৭ম। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, গত মেয়াদে প্রশাসনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে আমরা অধিক সংখ্যায় নারীদের নিয়োগ দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

৬৯। **নারী উন্নয়ন নীতিঃ** নারীর ক্ষমতায়ন তথা তাঁদের সার্বিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ হবে আমাদের নির্দেশনা দলিল। আমাদের সরকার তার গত মেয়াদের শেষভাগে একাজের জন্য একটা ভিত্তি তৈরি করে গিয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়ন করেছে। এ কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের করণীয় নির্দেশ করা হয়েছে। তাদের বাজেট পরিকল্পনাতেও এ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৭০। আমরা মনে করি বর্তমান সময়ে নারী উন্নয়নকে রাষ্ট্র ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন থেকে আলাদা করে দেখার কোন সুযোগ নেই। বরং আধুনিক বিশ্বে প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী অধিকারের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা হয়। আমরা প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিমালাকে নারীর প্রতি সংবেদনশীল (Gender Responsive) করার উদ্যোগ নেব। এর ফলে মন্ত্রণালয়গুলো মধ্যমেয়াদি বাজেট সীমার মধ্যেই নারীর কল্যাণে বেশীর ভাগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে। এছাড়া আগের মত এবারেও ৪০টি মন্ত্রণালয়ের জন্য জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭১। **শিশুর কল্যাণঃ** শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত। আমরা তাদের সার্বিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা শিশু-কিশোরদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা, ক্রীড়া, বিনোদন ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ বাড়াব। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুসরণে হালনাগাদ করব জাতীয় শিশুনীতি। পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ক্রমান্বয়ে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শিশুদের প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা বন্ধে নেয়া হবে যথাযথ উদ্যোগ। এখানে একটি বিষয়ে আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, গত নির্বাচনের প্রাক্কালে কতিপয় ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ও বিরোধী রাজনৈতিক শিবির কোমলমতি শিশুদের রাজনৈতিক হানাহানি, নাশকতা ও সহিংসতার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, আমরা সহিংস কাজে শিশুদের ব্যবহার করার ঘোর বিরোধী এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের যেকোন কর্মকান্ড আমরা কঠোর হাতে দমন করব।

৭২। স্বতন্ত্র শিশু বাজেট প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে। এজন্য কেউ কেউ বেশ কার্যকরী পরামর্শও দিয়েছেন। ২০১৬ অর্থবছর থেকে আমরা

পরীক্ষামূলকভাবে শিশু বাজেটও উপস্থাপন করার আশা রাখি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য শিশুদের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৫০ কোটি টাকার একটি বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

সপ্তম অধ্যায়

অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে সম্পদ সঞ্চালন

মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা

মাননীয় স্পীকার

৭৩। **শিক্ষানীতি বাস্তবায়নঃ** শিক্ষা খাতে ২০০৯-২০১৩ কালপর্বে অনুসৃত নীতি ও সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখাই হচ্ছে আমাদের প্রধান অঙ্গীকার। ইনশাআল্লাহ এ মেয়াদেই আমরা জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এর অধিকাংশ বাস্তবায়ন করব। এলক্ষ্যে আমরা শিক্ষার মানোন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব। বেগবান করব আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদান পদ্ধতি ও অবকাঠামো নির্মাণের চলমান কার্যক্রম। উদ্যোগ নেব প্রাথমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল স্তরে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনার। মূলধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করব। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করব তথ্যপ্রযুক্তির ওপর কোর্স ও অনার্স কোর্স।

৭৪। **কারিগরি শিক্ষার প্রসারঃ** বর্তমান বাজার অর্থনীতির যুগে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা। আমরা এ লক্ষ্য অর্জনে উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেব। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেব। প্রত্যেক উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করব। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ভোকেশনাল ট্রেনিং কোর্স চালু করব।

৭৫। **শিক্ষার পরিবেশঃ** আমরা যে কোন মূল্যে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে চাই। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, অপরাজনীতি, দলীয়করণ ও সেশনজট দূর করতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আরো চেষ্টা থাকবে স্কুল ও কলেজের পরিচালন

ব্যবস্থাকে দলাদলিমুক্ত, অধিকতর গণতান্ত্রিক, অংশগ্রহণমূলক, দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার।

৭৬। **সৃজনশীল মেধা অন্বেষণঃ** আমরা ইতোমধ্যে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মৌলিক চিন্তার বিকাশকে উৎসাহিত করার কাজ শুরু করেছি। যদিও এ কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন, তবুও শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা তা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। আমাদের লক্ষ্য ক্রমান্বয়ে সবগুলো বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র চালু করা। এর পাশাপাশি গতবছর দেশে প্রথমবারের মত "সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ" কার্যক্রম আয়োজন করে আমরা 'সেরা প্রতিভাদের' স্বীকৃতি দিয়েছি। এ ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

৭৭। **উচ্চশিক্ষাঃ** নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা উচ্চশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রাখব। একই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করব।

মাননীয় স্পীকার

৭৮। **নিরক্ষরতা দূরীকরণঃ** আমরা ইতোমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করেছি। আমাদের এবারের লক্ষ্য হবে বাংলাদেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমরা বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, যার মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং উপজেলা ও মহানগর শিক্ষা কমিটি পুনর্গঠন, এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন। সারা দেশে মৌলিক সাক্ষরতা কার্যক্রমের আওতায় আমরা ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর কিশোর ও ১৫-৪৫ বছরের ব্যক্তিদের মৌলিক সাক্ষরতা ও জীবনদক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করব।

৭৯। **অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাঃ** আমরা জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে ৭৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ এবং ৭ম শ্রেণি চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্য সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালু করা হবে।

৮০। **প্রাক-প্রাথমিক এবং একীভূত শিক্ষাঃ** আমরা সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত কারিকলাম প্রণয়ন এবং বই মুদ্রণ করা হয়েছে। এছাড়াও সকল প্রতিবন্ধী শিশু এবং দুর্গম এলাকাবাসীদের কথা চিন্তা করে আমরা একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) ম্যানুয়েল প্রণয়ন করেছি এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

৮১। **কমিউনিটি ক্লিনিকঃ** স্বাস্থ্যখাতে গত মেয়াদে আমাদের অর্জন ইতোমধ্যে দেশে ও বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ খাতের উন্নয়নে আমাদের প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমরা প্রতি ৬ হাজার জনের জন্য ১টি হিসেবে ১৩ হাজার ৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে ১২ হাজার ৫৫৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হয়েছে, নির্মাণাধীন রয়েছে ৯৪৩টি। আমরা এ ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে প্রসূতিদেরও চিকিৎসাসেবা প্রদান করছি। আমাদের উদ্দেশ্য – এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৪৩ এ নামিয়ে আনা। শিশুমৃত্যু হার কমানোর ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও আমরা এ হার আরো কমিয়ে আনতে চাই।

৮২। **টেলিমেডিসিন ও স্বাস্থ্যবীমাঃ** আমরা ২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ু ৭২ বছরে উন্নীত করব, জন্মহার হ্রাসের লক্ষ্যে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। এবারে দায়িত্ব গ্রহণ করেই আমরা মাঠ পর্যায়ে ডাক্তারের উপস্থিতি নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। এর পাশাপাশি টেলিমেডিসিন সেবা আরো সম্প্রসারণের কাজ হাতে নিয়েছি। চিকিৎসা সেবার খরচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালে আনতে আমরা যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা চালুর উদ্যোগ নেব। আনুষ্ঠানিক খাতে (Formal sector) কর্মরত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক স্বাস্থ্যবীমা চালুর প্রাথমিক উদ্যোগও নিয়েছি আমরা।

৮৩। **চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়নঃ** সরকারের সহায়ক নীতি-পরিবেশের কারণে ইতোমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে বেশ ক'টি সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ইন্সটিটিউট ও মেডিকেল টেকনলজি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত শিক্ষা সম্প্রসারণের পাশাপাশি এর মানোন্নয়নের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এ

লক্ষ্যে আমরা চিকিৎসা ও চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেব। আমরা ইউনানি, আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথিসহ দেশজ চিকিৎসার উন্নয়নে কাজ করব। উদ্যোগী হব ভেষজ ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ইতোমধ্যে আমরা জাতীয় ঔষধনীতি-২০০৫ যুগোপযোগীকরণের কাজ চূড়ান্ত করে এনেছি। কাজ চলছে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি আধুনিকায়নের।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

মাননীয় স্পীকার

৮৪। **বিদ্যুৎ:** বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের অগ্রগতির ধারা এ মেয়াদেও অব্যাহত থাকবে। আমাদের নেয়া মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হলে ইনশাআল্লাহ আগামী পাঁচ বছরে দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। আপানাদের জানা আছে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিলাম। ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও আমাদের সক্ষমতার প্রেক্ষাপটে এ লক্ষ্যমাত্রা বর্তমানে ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে। সংশোধিত এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা বিভিন্ন মেয়াদে বেশ ক'টি মাইল ফলক স্থির করেছি; ২০১৭ সালের হিসাব দিয়েছি এজন্য যে যেসব কেন্দ্রের জন্য চুক্তি হয়েছে সেগুলো ঐ সময়ের মধ্যে উৎপাদনে যাবে:

- অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিবেশী ভারত, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টনের উদ্যোগ নেয়া;
- ২০১৭ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৮ হাজার ১৬২ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;
- বর্তমানে দেশের প্রায় ৭৮ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। ২০১৭ সাল এর মধ্যে ১ হাজার ৪২৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন;
- রূপপুর এ ২ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ;

- ২০১৫ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য একটি বিশেষ তহবিল ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই তহবিলে এই বছরের বরাদ্দ নিয়ে মোট ৪০০ কোটি টাকার কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে;
- বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০ হাজার এর অধিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন।

৮৫। **জ্বালানিঃ** আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসের যুক্তিসঙ্গত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করব। দেশীয় সংস্থা বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। জোর দেব নতুন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র অনুসন্ধানে। জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে সমুদ্র উপকূল ও গভীর সমুদ্রে গ্যাস ও তেল অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করব। পাশাপাশি উদ্যোগ নেব ২০১৫-১৬ সাল নাগাদ মোট ২১টি কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির।

৮৬। আমরা গ্যাস ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপচয় হ্রাসের উদ্যোগ নেব। এছাড়াও বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানির প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকবে। এজন্য মহেশখালি দ্বীপে এলএনজি টার্মিনালসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

৮৭। উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের হালচিত্র নিয়ে মহান সংসদে একটি পৃথক পুস্তিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

কৃষি, পানিসম্পদ এবং পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

৮৮। **কৃষি খাত:** আমাদের গত মেয়াদে বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল। আমরা ভবিষ্যতেও এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই। আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে আমরা একটি বড় কৃষি রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হব। আমি কৃষি-সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বলে আশ্বস্ত করতে চাই – এদেশের কৃষি খাতকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের নেয়া নীতি-

কৌশলগুলো যে কোন মূল্যে আমরা অব্যাহত রাখব। এবার আমি ক্রমান্বয়ে এ খাতে আমাদের প্রধান প্রধান কর্মকৌশলের একটা ফিরিস্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি:

- উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে বরাবরের মত সার, বীজ, সেচসহ কৃষি উপকরণে সহায়তা প্রদান করা হবে। আমি এ খাতে আগামী অর্থবছরে ৯ হাজার কোটি টাকা সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করছি;

- পূর্বের ধারাবাহিকতায় ব্যাংক এর মাধ্যমে বর্গা চাষীদের জামানত ছাড়া কৃষি ঋণ প্রদান করব। কৃষি ঋণ বিতরণ ও সহায়তা প্রদানে কার্ড এর ব্যবহারও অব্যাহত থাকবে। এছাড়া আমরা কৃষকের সকল তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ তৈরি করব;

- বিগত আমলের মত আগামীতেও কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা এবং প্রণোদনা অব্যাহত রাখবো;

- কৃষকদের মাঝে উন্নত জাতের বীজ সরবরাহের পরিমাণ ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করব;

- আমরা জৈবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক প্রকৌশলের উদ্ভাবন ও ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব দেব;

- প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করব;

- বরাবরের মতো এবারও কৃষি গবেষণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাটের মতো অনাবিষ্কৃত অন্যান্য অর্থকরী ফসলের জীবনরহস্য আবিষ্কার এবং খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের সূচিত ধারাকে আরও বেগবান করা হবে। কৃষি গবেষণায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহনশীল রাখার জন্য সবিশেষ সচেতন থাকতে হবে এবং এজন্য দ্রুত প্রযুক্তিগত আবিষ্কারে জোর দিতে হবে।

৮৯। **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ:** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রাণিজ আমিষ- এর চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জনগণের পুষ্টিহীনতা দূর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনসহ জিডিপি-তেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। আবার রপ্তানি বাণিজ্যেও এখাতের অবদান

উল্লেখ্যযোগ্য। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করছি এবং ভবিষ্যতেও আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আমরা এক্ষেত্রে যেসব নীতি-কার্যক্রম গ্রহণ করব তার উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটির ওপর এখানে আলোকপাত করতে চাই :

- আমরা মাছ , দুধ, ডিম, মুরগী, গবাদি পশুর বাণিজ্যিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নেব;

- জাতীয় মাছ ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম আগের মতোই আগামীতে অব্যাহত থাকবে;

- জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪ প্রণয়নের কাজ যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করব;

- বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অর্জিত অতিরিক্ত ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেয়া হবে। এলক্ষ্যে আমরা ফিসিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্য সম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণের মাত্রা নির্ণয় করার উদ্যোগ নেব;

- আমরা প্রকৃত মৎস্যজীবীদেরকে সনাক্ত করে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান করব;

- জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী ও মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত সমবায়ভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করব;

- ইতোমধ্যে আমরা গবাদি পশু-পাখির টিকা উৎপাদন, চিকিৎসা সেবা প্রদান, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন এবং খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চালু করেছি ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখব।

মাননীয় স্পীকার

৯০। **খাদ্য নিরাপত্তা:** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর আমরা বরাবরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। জাতীয় খাদ্যনীতি এবং বাংলাদেশ খাদ্য বিনিয়োগ পরিকল্পনা, ২০০৯ (Bangladesh Country Investment Plan, CIP 2009) এর আওতায় এখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দও প্রদান করেছি। দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে আমাদের গত মেয়াদে বাজারে খাদ্য সরবরাহ সন্তোষজনক ছিল, খাদ্যমূল্য ছিল জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে। খাদ্য ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির এ প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এ মেয়াদে আমাদের লক্ষ্য সকলের জন্য পুষ্টি মানসম্মত সুষম ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা। গত অক্টোবরে 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে এর আওতায় বিধিমালা ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করার এই প্রক্রিয়ায় আমরা আপনাদের সবার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি।

৯১। খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি আমরা কৃষকের উৎপাদিত শস্যের ন্যায্যমূল্যও নিশ্চিত করেছি। প্রণোদনা মূল্যে কৃষকের নিকট থেকে খাদ্য সংগ্রহের এই প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আপদকালীন সময়ের কথা বিবেচনা করে গত মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা ২০১৫ সালের মধ্যে ২০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। ইতোমধ্যে সরকারি খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণ ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টনে। ইনশাআল্লাহ ২০২০ সাল নাগাদ আমরা সরকারি খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণ ক্ষমতা ২৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করতে সক্ষম হব।

মাননীয় স্পীকার

৯২। **পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা:** নদীমাতৃক কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। বড় বড় নদীগুলোর ভাটিতে অবস্থান করায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিও আমাদের বেশি। অস্তিত্বের স্বার্থেই পানি-ব্যবস্থাপনা আমাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। ইতোমধ্যে আমরা পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদী খননসহ নাব্যতা বৃদ্ধি, পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ-সুবিধা সম্প্রসারণ, লবণাক্ততা রোধ এবং সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধারে অসংখ্য প্রকল্প গ্রহণ করেছি। ভবিষ্যতেও আমাদের এ

প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এবারে পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন হাসিলের লক্ষ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার একটা বিবরণ দেব।

- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত অভিন্ন ৫৪টি নদ-নদীর পানি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আমরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যাব। ইতোমধ্যেই তিস্তা ও ফেনী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় যৌথভাবে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের মূল্যবান ভূ-খন্ড, বিওপি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষায় আগের ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত আরো প্রায় ৫২ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে;

- আমরা আগামী ৫ অর্থবছরে আরও ১.৬৩ লক্ষ হেক্টর এলাকাকে বন্যামুক্ত করে ৫৪ হাজার হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করব;

- ১৯২ কি.মি. সেচ খাল খনন ও ২ হাজার ১১১ কি.মি. পুন:খনন, ৬ হাজার ৭০৯ কি.মি. নিষ্কাশন খাল খনন/পুন:খনন, ২০৪ টি সেচ স্ট্রাকচার নির্মাণ এবং ২৭৯ টি মেরামতের উদ্যোগ নেব;

- এছাড়া ১ হাজার ২০৯ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ, ১৫ হাজার ৩৫৮ কি.মি. বাঁধ মেরামত, ৪ হাজার ৫৪০টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ অথবা মেরামত, ১ হাজার ৪৪৩ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ নতুন ও মেরামত কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি;

- দেশের প্রধান প্রধান নদী গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা'তে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হবে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, পুংলি ও ধলেশ্বরী নদীতে চলমান ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;

- আমরা সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধারের জন্য সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রস-ড্যাম নির্মাণ, চর আলেকজেন্ডারের চারিদিকে বেড়িবাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ, চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মন্তাজ ক্রস-ড্যাম নির্মাণসহ লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধের ব্যবস্থা নেব। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে

উপকূলীয় এলাকায় আড়ি বাঁধ নির্মাণ করে ২০ হাজার হেক্টর ভূমি উদ্ধারের ব্যবস্থা নেব আমরা;

- আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্তমানে ৩৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদান করা হচ্ছে। আগামীতে তা ৭ দিনে উন্নীত করা হবে ও বন্যাবার্তা জনগণের নিকট দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে;

- গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয়ে আমাদের নেয়া উদ্যোগ চলমান থাকবে;

- বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় হাওর উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। মাছের উৎপাদন, ফসলের সেচ সুবিধা, জনগণ ও জেলেদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিং এর মাধ্যমে বাঁওড়ের তলার গভীরতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেব।

৯৩। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ২০১১-২০২৫ প্রণয়ন করেছিলাম। আমাদের অনুমোদিত প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হলে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৮ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩ শতাংশে উন্নীত হবে। এছাড়াও ভূ-গর্ভস্থ উৎসের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে ভূ-উপরিস্থ উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মাননীয় স্পীকার

৯৪। **পল্লী উন্নয়ন:** আমাদের সরকার সুষম উন্নয়নে বিশ্বাসী। গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে আনার মাধ্যমে আমরা গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের হার গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনতে চাই। এলক্ষ্যে আমরা গ্রামাঞ্চলে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করব, বৃদ্ধি করব নাগরিক সুযোগ সুবিধা। আমরা প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে পরিকল্পিত পল্লী জনপদ হিসেবে গড়ে তুলব। ২০১৫ সালের মধ্যে ২ হাজার ৫১টি গ্রোথ সেন্টারের সব কটিকে জেলা সদরের সাথে সংযুক্ত করব। আবাসন, শিক্ষা ও কৃষিনির্ভর শিল্পের প্রসার ঘটাব। চিকিৎসাসেবা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্প কেন্দ্রগুলোকে গড়ে তুলব আধুনিক শহর-উপশহর হিসেবে।

৯৫। নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া ওপরের এই প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা ২০২১ সাল মেয়াদি একটি মাস্টার প্ল্যান অনুসরণ করে গ্রামীণ সড়ক

নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। আগামী অর্থবছরে ৫ হাজার কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ১০ হাজার কিলোমিটার পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, ৩০ হাজার মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। আশা করছি, এর ফলে দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক কভারেজ ৩২.১৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩.৮০ শতাংশে উন্নীত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ

মাননীয় স্পীকার

৯৬। **জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা:** বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে আন্তর্জাতিক ফোরামে স্বল্পোন্নত দেশের হয়ে আমরা নেতৃত্ব দিচ্ছি। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবেলা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমরা গত মেয়াদে যেসব কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিলাম এবারও তা অব্যাহত থাকবে।

৯৭। প্রয়োজনের নিরিখে আমরা বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009) মূল্যায়ন ও হালনাগাদ করারও উদ্যোগ নেব। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে গত পাঁচ অর্থবছরে আমরা সর্বমোট ২,৫৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছি। ভবিষ্যতে এ বরাদ্দ কমতে থাকবে এবং পরিবর্তে উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের অর্থায়নে গঠিত বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড বৃদ্ধির উদ্যোগ জোরদার করা হবে। উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ এ ফান্ডে ১৮৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি, আমরা জাতীয় জলবায়ু সংক্রান্ত অভিযোজন পরিকল্পনার পথ নকশা (Road Map for National Adaptation Plan, NAP) ও জাতীয় জলবায়ু বিপর্যয় পরিকল্পনার পথ নকশা (Road Map for Nationally Appropriate Mitigation Actions, NAMA) প্রণয়নের কাজ শুরু করেছি। জলবায়ু বিষয়ক সরকারি ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা একটি সমন্বিত ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করেছি।

৯৮। শিল্প বর্জ্য ও শহরের পয়ঃপ্রণালী হতে সৃষ্ট বর্জ্যে দেশের প্রধান প্রধান নদীগুলোর পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে। ঢাকা শহরের চারদিকে ঘিরে থাকা নদীগুলোতে এ দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। দূষণ হতে রক্ষার জন্য বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদী-কে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে এসব নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য দূষণকারীদের ওপর ইকো-ট্যাক্স আরোপ করা হবে। হাজারীবাগে চামড়া শিল্পকে আগামী মার্চের মধ্যে সাভারে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে।

৯৯। আমরা সারাদেশের সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা শহরের পৌর বর্জ্য পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কম্পোস্ট সারে (জৈব সার) রূপান্তর এবং বিদ্যমান ইটভাটাসমূহকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিবেশ বান্ধব উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটায় রূপান্তরের কাজ অব্যাহত রাখব। বায়ু দূষণ কমানোর লক্ষ্যে ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন এর মাধ্যমে নিয়মিত বায়ুমান পরীক্ষার কাজ চলমান থাকবে।

১০০। **বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** বরাবরের মত এ মেয়াদেও আমরা বিদ্যমান বনভূমি সংরক্ষণ, নতুন বন সৃষ্টি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্ব দেব। উপকূল ও চরাঞ্চলে টেকসই বনায়নের ওপরও গুরুত্ব দেব। চরাঞ্চলের সমস্যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও কৃষিপণ্য ভান্ডারের অভাব প্রকট। এছাড়াও অন্যান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধা চরাঞ্চলে খুবই কম। এই অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমি একটু আগেই ৫০ কোটি টাকার একটি থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করেছি। আমরা জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ২০২০ (National Biodiversity Strategy & Action Plan, 2020) জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের আওতায় গৃহীত কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগ নিয়েছি।

১০১। **দুর্যোগ মোকাবেলা:** গত মেয়াদে আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে জোর দেয়ার পাশাপাশি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সহায়তা প্রদান কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলাম। এর আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘর ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। গ্রামীণ ও টেলিটক কোম্পানির সহায়তায় বন্যাপ্রবণ সিরাজগঞ্জ এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ কক্সবাজার জেলায় অবস্থানরত সকলকে মুঠোফোনে সতর্কবার্তা পাঠানো হচ্ছে। Interactive Voice Response

(IVR) এর মাধ্যমে যে কোন অপারেটর হতে জানা যাচ্ছে আবহাওয়ার সর্বশেষ তথ্য।

১০২। আমরা ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি কেনার কাজ শুরু করেছি। এছাড়াও দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপণ এবং ঝুঁকিহ্রাসে স্থানীয় কর্মপরিকল্পনা ও ব্যবহারিক গাইড প্রণয়নের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র। আমরা ভূমিকম্পে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য কন্টিনজেন্সি প্ল্যান প্রস্তুত করেছি।

ভৌত অবকাঠামো

মাননীয় স্পীকার

১০৩। **যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণঃ** আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিগত পাঁচ বছরে দেশের অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সড়ক, রেল ও জলপথে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা। বিদ্যমান সড়ক অবকাঠামো ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যমান সড়কগুলোর মেরামত, সংরক্ষণ, মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রাখব। এ মেয়াদে আমাদের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছেঃ

- পদ্মা সেতু যার নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত চুক্তি এই মাসেই সম্পন্ন হবে এবং এর পর চার বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০১৮ সালে সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হবে;
- চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ করা;
- পর্যায়ক্রমে দেশের প্রধান প্রধান মহাসড়কগুলো চার-লেনে উন্নীত করা;
- রেলখাত সংস্কারের মাধ্যমে এর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা;
- ঢাকা মহানগরীকে ঘিরে সার্কুলার রেলপথ নির্মাণ করা;

- পটুয়াখালীতে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রা নির্মাণ করা;

- মহেশখালীতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এবং এলএনজি টার্মিনাল প্রতিষ্ঠা করা;

- যাত্রী পরিবহণ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা।

১০৪। **পদ্মা সেতুঃ** পদ্মা সেতু আমাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। এ সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলার সাথে ঢাকাসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধি শতকরা আরো ১.২ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। আমি আনন্দের সাথে এই মহান সংসদকে জানাতে চাই – শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে আমরা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজে এগিয়ে চলেছি। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। দুদিক থেকে এপ্রোচ রাস্তা নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলছে। আমি আবারও দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই এই মাসেই মূল সেতু এবং জুলাই-আগষ্ট মাসে নদী শাসনের কাজের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করা সম্ভব হবে।

১০৫। **যানজট নিরসনঃ** ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ফ্লাইওভার নির্মাণসহ আমাদের নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে আমি বক্তৃতার শুরুতেই আপনাদের জানিয়েছি। এবার আমি আরো দু'একটি বিষয় আপনাদের অবহিত করতে চাই। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (DTCA) এর অধীন উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত MRT Line-6 বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা মেট্রোরেল আইন, ২০১৪ নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের জন্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ছাড়া পিপিপি'র আওতায় হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে চন্দ্রা পর্যন্ত ৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ 'ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে' নির্মাণের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ে কোথাও আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে এবং সেখানে দ্রুতগতিতে যোগাযোগের জন্য শান্তিনগর থেকে বুড়িগঙ্গার ওপারে উড়াল রাস্তা নির্মাণে পিপিপি প্রক্রিয়ার অধীনে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

১০৬। **রেলপথ:** আমরা সুলভ, নিরাপদ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী যোগাযোগ মাধ্যম রেলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও আমরা তা অব্যাহত রাখব। সাম্প্রতিককালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিরোধী একটি চক্র জনগণের অর্থে চালিত জাতীয় এ সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। আমরা এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছি। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই – জাতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের সবার। জনগণের সম্পদ রক্ষায় আমরা ভবিষ্যতে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে পিছপা হবনা।

১০৭। রেল অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে মোট প্রায় ৪৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রেললাইন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা রেলপথে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের যোগাযোগ সময় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজও চলছে। পাশাপাশি ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস রেল সেতু নির্মাণের কাজ চলমান আছে। ঢাকা-সিলেট রেল সংযোগ খুবই নাজুক অবস্থায় আছে এবং এ থেকে পরিত্রাণের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। চাহিদার জরিপ সম্পন্ন করে শায়েস্তাগঞ্জ অথবা শ্রীমঙ্গলে একটি কন্টেইনার টার্মিনালের সম্ভাব্যতা বিচার করা হবে। এক্ষেত্রে ভারতের ত্রিপুরা ও করিমগঞ্জ এলাকায় ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের বিষয়টিও বিবেচনায় আসবে। আমরা ঢাকা-মংলা রেলপথও নির্মাণ করব।

১০৮। বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিকভাবে সফল করার সাথে সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য রেলের জমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে রেলের অব্যহৃত ভূমিতে মেডিক্যাল কলেজ, ফাইভ স্টার হোটেল, শপিংমল ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা আছে আমাদের। পিপিপি এর আওতায় আমরা ধীরাশ্রমের কাছে আইসিডি নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

১০৯। **নৌ-পরিবহন:** গত মেয়াদে আমরা অবলুপ্ত নদী ও নৌ-পথ উদ্ধার এবং বিভিন্ন নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছি। অবৈধ দখল, নদী দূষণরোধ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধ করে নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে আমরা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর আওতায় গঠন করেছি নদী রক্ষা কমিশন। নৌ-পরিবহণ উন্নয়নে আমাদের কার্যক্রমের ফল আমরা পেয়েছি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবরোধের সময়। নৌ-পথ ব্যবহারের কারণে এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। আমরা এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখব।

১১০। **বন্দর অবকাঠামো:** ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর এবং স্থল-বন্দরগুলোয় চলমান উন্নয়ন কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। বিগত সময়ে আমি কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়ায় পিপিপি এর আওতায় একটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেছিলাম। বেসরকারি খাত থেকে প্রত্যাশিত সাড়া না পাওয়ায় এ প্রকল্পটি গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট (G to G) পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পটুয়াখালী জেলায় পায়রা বন্দর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩।

১১১। **বিমান পরিবহন**: ২০১৪ সালের প্রথমভাগে ২টি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ সংগ্রহ করা হয়েছে। যাত্রীসেবা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে আরও ২টি বোয়িং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ সংগ্রহের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশা করছি - ২০১৯ সালের মধ্যে আরো ৪টি বোয়িং ৭৮৭-৮ উড়োজাহাজ বিমান বহরে যুক্ত হবে। তবে বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্যিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং লোকসান বন্ধ করার যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ অন্যান্য বিমান বন্দরের সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশনের কাজ চলমান থাকবে। ইতোমধ্যে আমরা শাহজালাল বিমানবন্দরে দ্বিতীয় রানওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। শিগগিরি আমরা কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করব।

আবাসন ও সুপরিকল্পিত নগরায়ন

মাননীয় স্পীকার

১১২। **পরিকল্পিত নগরায়ন:** ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত নগরায়ন আমাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা গত মেয়াদে ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান এবং সিলেট, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের স্ট্রাকচারাল প্ল্যান প্রণয়ন করেছিলাম। এবারে ঢাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) পরিমার্জন করে আরো বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী করব। এ লক্ষ্যে আমরা ড্যাপ (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়নের কাজ শুরু করেছি। নগরায়ন সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় হবে দেশের গ্রামীণ এলাকায় উন্নত বা ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামকে কেন্দ্র করে পল্লী জনবসতি কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং

ন্যাশনাল হাইওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে টাউনশিপ নির্মাণ করা। চলমান গ্রোথসেন্টার স্থাপনের প্রকল্পকে একইসঙ্গে জোরদার করতে হবে।

১১৩। **নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থাঃ** আমরা শহরাঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ উৎসের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে ভূ-উপরিস্থ উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সম্প্রতি সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে। ফলে দৈনিক আরও ২২.৫ কোটি লিটার বিশুদ্ধ পানি ঢাকা ওয়াসার সিস্টেমে যোগ হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার মোট পানি উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে ২৪২ কোটি লিটারে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি ঢাকা ওয়াসা পদ্মা (জশলদিয়া) পানিশোধনাগার ও সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের (তৃতীয় পর্যায়) বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। ভবিষ্যতে এর ফলে ভূ-উপরিস্থ উৎস থেকে ৭০ শতাংশ এবং ভূ-গর্ভস্থ উৎস থেকে ৩০ শতাংশ পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহীতে চলমান পানি সরবরাহ বৃদ্ধির প্রকল্পগুলোতে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের দিকে সবিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

১১৪। **আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণঃ** আমরা 'সকলের জন্যে আবাসন' নিশ্চিত করতে চাই। এ লক্ষ্যে আমরা রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও বিভিন্ন জেলা, উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪৪ হাজার ৩১৬টি প্লট উন্নয়ন ও ৩২ হাজার ২৫৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছি। আশা করছি, অদূর ভবিষ্যতে সারাদেশের জন্য একটি সমন্বিত জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারব। পাশাপাশি পরিকল্পিত নগরায়ন ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আমরা যানজট নিরসন, নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরি করব।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পীকার

১১৫। **ডিজিটাল অবকাঠামো:** বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই আমি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় আমাদের অঙ্গীকারের কথা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছি। আমাদের বর্তমান মেয়াদে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইসিটি ইনকিউবেটর এবং কম্পিউটার ভিলেজসহ অন্যান্য অবকাঠামো তৈরির কার্যক্রমসমূহ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে ৮ হাজার টি ডাকঘর এবং ৫০০ টি উপজেলা ডাকঘরকে e-center- এ রূপান্তরে কাজ চলছে।

আমরা ২য় সাবমেরিন কেবল্ কনসোর্টিয়াম এর সদস্য হয়েছি। শিগগিরি এর সাথে আমরা যুক্ত হতে যাচ্ছি। শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ছাড়াও প্রশাসন, ব্যাংকিং, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং গণযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে আমাদের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা এই মহান সংসদে পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১১৬। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি:** বিজ্ঞান চর্চা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আমরা অনুদান প্রদান করে থাকি। আগামী অর্থবছরগুলোতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। আমরা সমুদ্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার লক্ষ্যে কক্সবাজারের রামুতে একটি আন্তর্জাতিক মানের মেরিন এ্যাকুরিয়ামসহ জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। তবে, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জোরদার করা।

শিল্পায়ন ও বাণিজ্য

মাননীয় স্পীকার

১১৭। **শিল্পে বিকাশ:** ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। বিগত ৫ বছরের ন্যায় আগামী ৫ বছরও সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য যেসব কর্মকৌশল অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করবো নিচে তার একটা ফিরিস্তি তুলে ধরছিঃ

- ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;
- আইন ও বিধি সহজ করা;
- ওয়ান-স্টপ সার্ভিস কার্যকর করা;
- বিনিয়োগবান্ধব রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি;
- রপ্তানি পণ্য বহুমুখী করা;

- বিনিয়োগকারীদের যুক্তিসঙ্গত রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান;

- খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, জাহাজ নির্মাণ, হালকা প্রকৌশল, ঔষধ, প্লাস্টিক, খেলনা, গৃহস্থালি সহায়ক সামগ্রী, আইটি, চামড়া ও রাসায়নিক শিল্পের মত সম্ভাবনাময় শিল্প উদ্যোক্তাদের শুল্ক-কর ও আর্থিক সহায়তা প্রদান। একইসঙ্গে দেশের সিটি কর্পোরেশনের বাইরে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সবিশেষ কর সুবিধা প্রদান;

- প্লাস্টিক-নির্ভর শিল্পের ব্যাপক বিকাশের সম্ভাবনা বিবেচনা করে প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজির জন্য একটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠায় ১০ কোটি টাকার অনুদান।

১১৮। **ন্যূনতম মজুরি:** জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমাজে সুবিধাবঞ্চিত কৃষক ও শ্রমিকদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে গেছে। দেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অবদান এবং বর্তমান সময়ে জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনা করে আমরা ইতোমধ্যে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করে ৫ হাজার ৩০০ টাকায় পুন:নির্ধারণ করেছি। জীবনধারণের ব্যয়, মূল্যস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও দেশের তৈরি-পোশাক শিল্প কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষ সম্মিলিতভাবে একটি ত্রি-পক্ষীয় কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। এবিষয়ে আইএলওর উদ্যোগে বুয়েট, ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্যোগে Accord এবং পশ্চিম গোলার্ধের পোশাক আমদানিকারকদের উদ্যোগে Alliance ত্রুটিপূর্ণ কারখানা শনাক্ত করতে আমাদের সাহায্য করছে। আমরা কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করেছি এবং এই উদ্যোগটিকে আরো এগিয়ে নিতে হবে।

১১৯। **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পঃ** শ্রমঘন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ ও পুনঃঅর্থায়নের সুযোগ অব্যাহত থাকবে। আমরা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ সহায়তা সুবিধা সম্প্রসারণ করব। পাশাপাশি এ শিল্পের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করব।

১২০। **বাণিজ্য সম্প্রসারণঃ** প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে আমরা বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। ইতোমধ্যে ভারত তামাক ও মদ জাতীয় ২৫টি পণ্য ব্যতীত আমাদের সব পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশের সুবিধা দিয়েছে।

সম্প্রতি ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত TPS-OIC–তে আমরা ৪৭৬টি পণ্যের অফার লিস্ট প্রেরণ করেছি। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ OIC সদস্য দেশসমূহে রপ্তানি বাড়াতে সক্ষম হবে। এছাড়াও এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (APTA) এর আওতায় ৪র্থ রাউন্ড ট্যারিফ নেগোসিয়েশন চূড়ান্ত করেছি আমরা।

১২১। **পর্যটন শিল্প:** পর্যটন শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করছি। পিপিপি'র আওতায় কক্সবাজারে এক্সক্লুসিভ ট্যুরিষ্ট জোন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন নিয়ে চলমান কার্যক্রম ও আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত একটি পুস্তিকা মহান সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

১২২। **বৈদেশিক কর্মসংস্থানঃ** দারিদ্র বিমোচনের মূল চালিকা শক্তি হ'ল কর্মসংস্থান সৃষ্টি। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে ২৪.৫ লক্ষ কর্মীর। শ্রম বাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় ২৭ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ০৫ টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপনের কাজ চলছে। অভিবাসন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট (G to G) পদ্ধতিতে জনশক্তি প্রেরণে বাংলাদেশের মডেল ইতোমধ্যে অন্যান্য দেশে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

১২৩। বিদেশগামী কর্মীদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজড করেছি। এ লক্ষ্যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অনলাইনে ভিসা যাচাই, প্রতারিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০০৬' সংশোধনপূর্বক সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৪' এর খসড়া প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

১২৪। শ্রম বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। বিগত জোট সরকারের সময়ে বিশ্বের ৯৭ টি দেশে কর্মী প্রেরণ করা হ'ত। শ্রম কূটনীতির সাফল্যের কারণে বর্তমানে বিশ্বের ১৫৯ টি দেশে বাংলাদেশ থেকে কর্মী প্রেরিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৮৭ লক্ষাধিক বাংলাদেশী কর্মী বিদেশে কর্মরত

রয়েছে। শ্রম বাজার সম্প্রসারণ ও প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা ১২ টি নতুন শ্রম উইং খুলেছি। খুব তাড়াতাড়ি আরো ১১টি দেশে এ কার্যক্রম শুরু করতে পারব বলে আশা করছি।

সংস্কৃতি

মাননীয় স্পীকার

১২৫। আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক, উদার ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্য পূরণে আমরা বরাবরই আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে পৃষ্ঠপোষকতা করেছি এবং ভবিষ্যতেও করে যাব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, চারু ও কারুকলা, সংগীত, যাত্রা, নাটক, চলচ্চিত্র, লোকশিল্প এবং সৃজনশীল প্রকাশনা শিল্পসহ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগসমূহকে উৎসাহিত করার নীতি অব্যাহত থাকবে। আমাদের গৌরবময় ইতিহাস বিশ্বের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনসমূহের সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা হবে। বর্তমানে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির ও মহাস্থানগড়ে সংস্কার ও সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিদেশে কতিপয় নির্দিষ্ট মহানগরে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শিল্প ও সাহিত্য কর্মের পরিচিতির জন্য আমরা আগামীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। আমি সংস্কৃতি খাতে নানা উন্নয়ন কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারের জন্য আবারো ১০০ কোটি টাকার একটি থোক বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

ধর্ম

মাননীয় স্পীকার

১২৬। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা সকল ধর্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল। সকলের সহযোগিতায় আমরা যেকোন মূল্যে দেশের অভ্যন্তরে জঙ্গিবাদ নির্মূলের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে সামনে এগিয়ে যাব। এক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির সাথে সাথে প্রয়োজনীয় আইনগত রক্ষাকবচের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করব। একটি বিজ্ঞানমনস্ক ও উদার মানবিক সমাজ

গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা প্রসার, বিভিন্ন ধর্মীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, বিভিন্ন ধর্মের ঐতিহ্য বহনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া অব্যাহত রাখব। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী আল কোরআন ডিজিটাল ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। আমরা হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার চালু করেছি। সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনার কারণে সৌদি সরকার বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করে অভিনন্দনপত্র দিয়েছে। ইনশাআল্লাহ এ বছর ১ লক্ষ ১ হাজার ৭৫৮ জন হজ্জব্রত পালনের জন্য সৌদি আরবে যেতে পারবেন।

ক্রীড়া

মাননীয় স্পীকার

১২৭। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন ও ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্বকাপ ক্রিকেট-২০১১ আয়োজনের ধারাবাহিকতায় এবার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই সফলভাবে এশিয়া কাপ ক্রিকেট-২০১৪ ও আইসিসি টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ-২০১৪ আয়োজন করেছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের বড় বড় টুর্নামেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে একটি ক্রীড়ামনস্ক সুস্থ জাতি গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। আমরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখার জন্য খেলোয়াড়দের মানোন্নয়নে বিশেষ মনযোগ দেব। নিয়োগ দেব দক্ষ প্রশিক্ষক। খেলাধুলা প্রসারে বিভিন্ন জেলায় খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রদান, মাঠ সংস্কার ও স্টেডিয়াম সংস্কার ও নির্মাণের কাজ চলমান থাকবে। এছাড়াও আমরা ক্রীড়া সংগঠনগুলোতে দলাদলি, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেব। উপজেলা পর্যায়ে খেলার মাঠ নির্দিষ্ট করার কাজে হাত দেয়া হবে, তবে ব্যয়বহুল স্টেডিয়াম নির্মাণ পরিহার করতে হবে। এজন্য ৫০ কোটি টাকার একটি থোক বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মাননীয় স্পীকার

১২৮। **মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ:** আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধরে রাখতে চাই। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি এই চেতনার প্রধান বাহক এবং ধারক। অতিরিক্ত প্রয়াস হিসাবে আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছি। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যেখান থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক স্থানে একটি গ্লাস টাওয়ারের নির্মাণ সম্পন্ন করেছি। এ মেয়াদে আমাদের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছেঃ

- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্র, বধ্যভূমি, গণকবর চিহ্নিত ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

- মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে যাদুঘর ও পাঠাগার গড়ে তোলা;

১২৯। আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার হার বৃদ্ধি করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী আগামী জুলাই, ২০১৪ থেকে ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের কল্যাণে মুক্তিযোদ্ধা, তাদের পুত্র কন্যা এবং পুত্র-কন্যাদের পুত্র কন্যার জন্য সরকারি সুবিধাদি বর্ধিত করেছি। পাশাপাশি দেশব্যাপী আমরা ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিচ্ছি।

অষ্টম অধ্যায়

সংস্কার ও সুশাসন

মাননীয় স্পীকার

১৩০। **সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা:** আমাদের সুচিন্তিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে গত মেয়াদে রাজস্ব সংগ্রহ এবং সরকারি ব্যয় উভয়ই বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ক্রমান্বয়ে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমরা আর্থিক-ব্যবস্থাপনা সংস্কারের কাজ অব্যাহত রেখেছি। আমি বাজেট বক্তৃতার এ অংশে সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলতে চাই।

১৩১। বাজেট ব্যবস্থাপনাকে কর্মকৃতিমুখী এবং সরকারের নীতি-কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য আমরা ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি চালু করেছি। সুষ্ঠুভাবে বাজেট বাস্তবায়নের স্বার্থে পদক্ষেপ নিয়েছি সরকারি ব্যয় এবং ক্রয় সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরির। আমার বিশ্বাস এর ফলে সরকারি ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত হবে এবং অর্থবছরের শেষে তড়িঘড়ি করে ব্যয়ের প্রবণতা হ্রাস পাবে। আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের বাজেট ও হিসাবের শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ শেষে আগামী অর্থবছরে এ পদ্ধতি চালু করা হবে।

১৩২। আমরা ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ব-অর্থায়নে নেয়া প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করে চলেছি। বাজেট প্রণয়নে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য সব সূত্রে প্রাপ্ত সরকারি অর্থের হিসাব রাখার উদ্দেশ্য থেকেই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়। আমরা লক্ষ্য করছি যে, বেশ কিছু স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে সরকারকে দেয় না। এই রীতিটি আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং এই প্রবণতাকে বন্ধ করার জন্য আমরা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতিতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরেই সংস্কার সাধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

১৩৩। **রাজস্ব খাত:** রাজস্ব সংগ্রহের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সংস্কারের কাজ অব্যাহত রয়েছে। কর প্রশাসনের অটোমেশন ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং করদাতাবান্ধব

কার্যক্রম ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে রাজস্ব বিশেষতঃ আয়কর সংগ্রহে উল্লেখ্যযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। রাজস্ব প্রস্তাব উত্থাপনকালে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করবো।

১৩৪। **আর্থিক খাত:** দেশে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ভূমিকা শক্তিশালী করেছি। ব্যাংক কোম্পানিসমূহের কর্মকান্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ সংশোধন করে ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জারি করা হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালক নির্বাচন স্বচ্ছ ও প্রতিনিধিত্বমূলক করতে আমরা গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ এর অধীনে প্রয়োজনীয় বিধিমালা জারি করেছি।

১৩৫। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মালিকানায় ৩টি সহ মোট ৯টি নতুন বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে সব ক'টি ব্যাংক তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ব্যাংকগুলো সারাদেশে ৭১টি শাখা স্থাপন করেছে। কৃষিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট ঋণের শতকরা ৫ ভাগ এ খাতে বিনিয়োগের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১৩৬। আমরা আর্থিকখাতে দরিদ্র জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মোবাইল ব্যাংকিং (Mobile Banking) কার্যক্রম শুরু করেছি। এ বছরের শুরুতে বাংলাদেশের মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থা ফিন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) এর স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমরা ঝুঁকিযুক্ত ধূসর দেশের তালিকা থেকে পরিণত হয়েছি একটি ঝুঁকিমুক্ত দেশে।

১৩৭। **বীমা খাত:** আমরা বিদ্যমান বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে একটি ব্যবসা বান্ধব বীমা খাত গড়ে তুলতে চাই। এ লক্ষ্যে আমরা একটি যুগোপযোগী বীমানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। বীমা খাতের আইন ও কাঠামোগত সংস্কারের লক্ষ্যে গঠন করেছি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

১৩৮। **পুঁজিবাজার:** ২০১০-১১ সালে পুঁজিবাজারে একটি বড় ধরনের ধস নামে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা তাতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে এবং ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়। একটি নতুন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তারা দুই বছরে পুঁজিবাজারের

আইন ও বিধিমালা সংস্কার করে সুশাসন নিশ্চিত করেন। সর্বোপরি তাদের উদ্যোগে এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সহযোগিতায় 'এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচুয়্যালাইজেশন আইন-২০১৩' অনুযায়ী এক্সচেঞ্জ এর সিকিউরিটিজ লেনদেনের অধিকার (Trading Right) থেকে এর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা পৃথকীকরণের কাজ প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে গত ২০১৩ সালের শুরু থেকে ডিএসই'র মূল্যসূচক এবং বাজার মূলধন মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থায় আছে।

১৩৯। **ব্যবসা পরিবেশ:** ব্যবসা-বাণিজ্যে আইনি জটিলতা দূর করতে আমরা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, আয়কর, ভ্যাট ও কাস্টমস্ আইনে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান সংযোজন এবং দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধনের কাজ করছি। বিচার ব্যবস্থা এবং আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আনতে আমরা অটোমেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি 'অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০' এর আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার।

১৪০। **বেতন ও চাকুরি কমিশন গঠন:** দ্রব্যমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথোপযুক্ত জীবনমান নিশ্চিত করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য বেতন ও চাকুরি কমিশন, ২০১৩ গঠন করা হয়েছে। আশা করছি চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কমিশন তাদের প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আমরা ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতেই নতুন বেতন কাঠামো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করব। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর জন্যও স্বতন্ত্র বেতন-ভাতা প্রবর্তনের বিষয়টিও বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নতুন স্কেলে বেতন-ভাতা নির্ধারিত হওয়ার পর সব বেতন-ভাতার উপর আয়কর আরোপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

১৪১। **সংসদীয় কার্যক্রম:** আমরা জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। সংসদকে কার্যকর করতে আমরা প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। স্থাপন করেছি আধুনিক ডাটা সেন্টার এবং চালু করেছি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশ্নের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণের পদ্ধতি। এছাড়া দর্শনার্থী ফি'র বিনিময়ে বিদেশীদের জন্য এবং ফি ব্যতীত দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দের জন্য সংসদ কার্যক্রম, লাইব্রেরি ও ভবনের স্থাপত্য নির্মাণ শৈলী পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১২ বছরের নীচে শিশুদের জন্য চালু করা হয়েছে শিশু গ্যালারি। আশা করা যায় এর মাধ্যমে এদেশের সাধারণ জনগণ জাতীয় সংসদ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

১৪২। সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাজেট প্রণয়নে জাতীয় সংসদের নজরদারির সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে তিনটি পৃথক ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে আমরা ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (Management Information System, MIS) উন্নয়নের কাজ করছি। এছাড়াও সংসদের কার্যক্রম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে একটি আইটি কৌশলপত্র প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আমরা।

মাননীয় স্পীকার

১৪৩। **আইনের শাসন:** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে আমরা সব সময়ই আন্তরিক। মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল গঠন, প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারের লক্ষ্যে আমাদের নেয়া উদ্যোগ এ মেয়াদেও চলমান থাকবে। আমরা ইতোমধ্যেই বিচারকদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি করেছি।

১৪৪। আমরা সাইবার ক্রাইম দূর করতে সাইবার ক্রাইম এ্যাক্ট-২০১৩ পাস করেছি। এর আওতায় ঢাকায় স্থাপন করেছি ০১টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল। চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড একচেঞ্জ কমিশনের জন্য ০১টি স্পেশাল ট্রাইব্যুনালও সৃষ্টি করা হয়েছে। বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগের জন্য এ সংক্রান্ত বিধিমালা চূড়ান্ত করেছি, যা সুপ্রীম

কোর্ট রুলস কমিটি কর্তৃক জারির অপেক্ষায় রয়েছে। অন্যদিকে একই বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন বিলও মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

১৪৫। **দুর্নীতি দমন:** আমরা দুর্নীতি দমনে বরাবরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। তবে আমরা মনে করি, শুধু আইন প্রণয়ন করে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন জোরালো আইনি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। আমরা ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছি। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জনগণের মাঝে দুর্নীতি বিরোধী গণসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সমাজের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মহানগর, জেলা ও উপজেলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সততা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ উন্নয়নের মাধ্যমে ছাত্র-সমাজকে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পর্যন্ত গঠন করা হয়েছে ২০ হাজার ৮৮৬টি সততা সংঘ। জনগণের মাঝে দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কিত পোষ্টার, বিলবোর্ড প্রদর্শনের ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। সর্বোপরি সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনার জন্য আমরা সরকারি দপ্তর সমূহে ক্রমান্বয়ে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াচ্ছি।

১৪৬। **জনশৃঙ্খলা:** আমরা জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এ লক্ষ্যে আমরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সকল শাখাকে অধিকতর শক্তিশালী ও দক্ষ করে গড়ে তুলেছি। তাদের সজ্জিত করেছি আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে। ভবিষ্যতে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও উন্নত করা হবে। আমরা ইতোমধ্যেই তাদের আর্থিক সুবিধা আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির এ ধারা প্রয়োজনের নিরিখে ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

১৪৭। আমরা পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রেখে আরও গণসম্পৃক্ত করতে চাই। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে পুলিশ বাহিনীর প্রতিসংক্রমের উদ্যোগও নেব আমরা। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় আমরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের প্রশিক্ষিত করে তুলছি। সেইসাথে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজ করছি। বিডিআর বিদ্রোহের মর্মান্তিক অধ্যায়কে

পেছনে ফেলে নতুন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সৃষ্টি করেছি। চেষ্টা চালাচ্ছি তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিরও। এছাড়া আমরা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, আনসার, ভিডিপি, কারারক্ষী ও কোস্টগার্ড এর দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

মাননীয় স্পীকার

১৪৮। **তথ্য অধিকার:** আমরা বিশ্বাস করি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং তথ্যে অবাধ প্রবাহ যেকোন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা ইতঃপূর্বে তথ্য কমিশন গঠন করেছিলাম। আমরা একে আরো কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে চাই। এজন্য অব্যাহতভাবে এবিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতেও তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করেছি। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের অবহিত করার জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে আইনটি প্রকাশ করেছি।

১৪৯। এবিষয়ে সবাই একমত হবেন যে আমাদের সরকারের মেয়াদেই সর্বোচ্চসংখ্যক বেতার, টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্র তথ্য পরিবেশনের কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও আমাদের মেয়াদে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে অনলাইন পত্রিকা ও সামাজিক গণমাধ্যমের ব্যবহারও আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধারা ভবিষ্যতে আরো বেগবান হবে, ইনশাআল্লাহ। তবে তথ্যপ্রযুক্তির এই অবাধ প্রবাহ যেন অন্যের স্বাধীনতা এবং সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনাশের কারণ না হয়ে ওঠে সেদিকেও আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখব।

মাননীয় স্পীকার

১৫০। **পররাষ্ট্র নীতি:** গত মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে পররাষ্ট্র নীতি পুনঃপ্রবর্তন করেছি। বাংলাদেশ যেকোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের ঘোর বিরোধী। আমরা মনে করি সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, সহযোগিতা ও উন্নয়ন অংশীদারিত্বের ভিত্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে গত মেয়াদে আমরা নির্মোহভাবে এ নীতি অনুসরণ করেছি এবং ভবিষ্যতেও করে যাব।

১৫১। **আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা**: আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। যেমন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে আমাদের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট

বিষয়, ভারত হতে বিদ্যুৎ আমদানি ও ভারতের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা গত মেয়াদে দৃশ্যমান সফলতা অর্জন করেছি। আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে দ্রুততার সাথে ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদীর পানি বন্টন, স্থল সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও ছিটমহল সংক্রান্ত সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হওয়া। আমরা মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও নতুনভাবে তাদের অনুপ্রবেশ রোধে কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখব।

১৫২। **সমুদ্রসীমা নির্ধারণ:** আমরা বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে চলমান সালিশে আমাদের অবস্থান গুরুত্বের সাথে তুলে ধরব। ইন্ডিয়ান ওশান রীম এসোসিয়েশন (আইওআরএ)-এ কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমুন্নত রাখব ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশের স্বার্থ। এছাড়া বিসিআইএম (বাংলাদেশ, চায়না, ইন্ডিয়া মিয়ানমার) ইকোনমিক করিডোর সৃষ্টির উদ্যোগেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করব আমরা।

১৫৩। **জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল:** ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংক্রান্ত দরকষাকষি এবং ২০১৫ সাল-পরবর্তী বিশ্বজনীন উন্নয়ন আলোচনায় আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক মহলে সমাদৃত হয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল'। আমাদের লক্ষ্য হবে ২০১৫ সাল-পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে দারিদ্র দূরীকরণ, আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে এ মডেলটির প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। পাশাপাশি আমরা মুসলিম উম্মাহ, ডি-৮ ও ইসলামি সহযোগিতা সংস্থায় (ওআইসি) আমাদের নিবিড় অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখব।

মাননীয় স্পীকার

১৫৪। **রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা:** একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম একটি শক্তিশালী ও আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা ইতোমধ্যে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম যোগ করেছি। সম্প্রসারণ করেছি বাহিনীসমূহের প্রশিক্ষণ সুবিধা। সশস্ত্রবাহিনী আধুনিকায়নের এ প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আমি আনন্দের সঙ্গে এই মহান সংসদে জানাতে চাই - আমাদের নৌবহরে এই প্রথমবারের মত দেশে তৈরি যুদ্ধজাহাজ যুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বর্তমানে দেশে এবং দেশের বাইরে

অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছে। সংখ্যার বিচারে জাতিসংঘ মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে প্রথম।

নবম অধ্যায়

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

১৫৫। শুরুতেই বলেছি যে, সরকারি কার্যক্রমকে শক্তিশালী এবং বর্ধিত করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এতক্ষণ যে কার্যক্রমের বিবরণ দিলাম তার অর্থায়ন কেমন করে হবে এদিকে এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো।

১৫৬। রাজস্ব আদায়কে জাতীয় আয়ের ১৩.৫ শতাংশ থেকে আগামী পাঁচ বছরে ১৭ শতাংশে নিতে চাই। এজন্য রাজস্ব বৃদ্ধির যথাযথ কৌশল যেমন দরকার তেমনি দরকার আদায়ের জন্য জনবল বৃদ্ধি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনবল বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে ৯ হাজারের মত নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব পদে নিযুক্তি ব্যয়সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ। এখন এই প্রক্রিয়াটি চলমান। গতবার আমরা রাজস্ব সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন (মূল্য সংযোজন কর আইন) পাস করেছি, যা চূড়ান্তভাবে কার্যকর হবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে। আয়কর আইনের খসড়াও বহুদিন ধরে ওয়েবসাইটে আছে। আয়কর আইন এবং শুল্ক আইনের সংস্কার এই মেয়াদে চূড়ান্ত করা আমাদের লক্ষ্য। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ২০১৪ এর খসড়া ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন কর আদায়ে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে আমরা সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছি। এজন্য প্রতিটি রাজস্ব খাতে অটোমেশন প্রচলন আমাদের লক্ষ্য।

১৫৭। দেশে সংগৃহীত মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদের সিংহভাগ সংগ্রহ করলেও প্রায় ২৪ হাজার কর্মকর্তা/ কর্মচারী সমৃদ্ধ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব কোন প্রশাসনিক ভবন নেই। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রায় ৩৪ বছর পর আগারগাঁওস্থ রাজস্ব ভবনের জন্য বরাদ্দকৃত জমি অবৈধ দখলদারদের কবল থেকে সম্প্রতি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রায় ২ একর জমির উপর ১৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত ১২ তলাবিশিষ্ট রাজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

১৫৮। আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭২০ কোটি টাকা। ৪ ধরনের কর ও শুল্কের মাধ্যমে যে রাজস্ব আদায় হবে তা **সারণি-৭**-তে দেখানো হলো। এই অর্থ আদায় হবে কর ও শুল্কের নিম্নোক্ত সূত্র থেকেঃ

সারণি-৭

(কোটি টাকায়)

আয় ও কর্পোরেট কর				আবগারী, আমদানি ও স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর ও টার্ণওভার কর				
আয়কর	কর্পোরেট কর	ভ্রমণ কর	মোট	আবগারী শুল্ক	আমদানি মূসক	স্থানীয় মূসক	টার্ণওভার কর	মোট
২৫,৪৮০	৩১,১২০	৯০০	৫৭,৫০০	১১৫০	১৬,৮৫০	৩৭,৫৭০	১০	৫৫,৫৮০

আমদানি শুল্ক	সম্পূরক শুল্ক			সর্বমোট
	আমদানি সম্পূরক শুল্ক	স্থানীয় সম্পূরক শুল্ক	মোট	
১৪,৫৮০	৪২৭৫	১৭৭৮৫	২২,০৬০	১,৪৯,৭২০

১৫৯। এই লক্ষ্যমাত্রার ৩৮.৪০ শতাংশ আয়কর খাত থেকে, ৩৭.৭৪ শতাংশ মূসক খাত থেকে এবং বাকী ২৩.৮৬ শতাংশ শুল্ক খাত থেকে সংগৃহীত হবে। বাংলাদেশে মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে ৮ লক্ষ। অন্যদিকে দেশে প্রায় ১৮ লক্ষ নিবন্ধিত আয়কর দাতা থাকলেও নিয়মিত করদাতা মাত্র ১২ লক্ষ। সম্ভাব্য করদাতার সংখ্যা এর কয়েক গুণ হওয়া উচিত বলে অনেকে মনে করেন। তাই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান দানের জন্য আমরা করদাতা ও কর আদায়কারীদের মৌলিক কর-শিক্ষা প্রদান, সচেতনতা সৃষ্টি, কর বিভাগকে একটি ব্যবসা-বান্ধব ও কর-বান্ধব বিভাগ হিসেবে গড়ে তোলা এবং সনাতনী নিরীক্ষা পদ্ধতির উপর নির্ভর না করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং এর উপর গুরুত্ব প্রদান করছি। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সাহায্যপুষ্ট ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের আওতায় করদাতাদের জন্য একটি কর-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপক কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি, রাজস্ব বিভাগের অটোমেশনের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং এতে এনবিআর -এর আওতাধীন তিনটি বিভাগ- শুল্ক, আয়কর ও মূসক এর কাজে সমন্বয় ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়া হবে। এর ফলে আগামী বছরগুলোর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

১৬০। একটি করদাতা-বান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তুলতে হলে করদাতাদের কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি কর আদায়কারীদের সেবাধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি চর্চা করা প্রয়োজন। চলমান বাণিজ্য উদারীকরণ কর্মসূচির আওতায় শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের ফলে আমদানি-নির্ভর রাজস্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও প্রত্যক্ষ করের গুরুত্ব বাড়ছে। এ অবস্থায় প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে একটি আধুনিক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের কাজ চলছে। আমি এখন একটি আধুনিক রাজস্ব

প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ মহান সংসদে তুলে ধরছিঃ

(ক) **আয়কর রিটার্ন ফরম সহজীকরণঃ** কর প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণের উদ্দেশ্যে দুই পৃষ্ঠার সহজবোধ্য আয়কর রিটার্ন ফরম চালু করা হয়েছে। রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে এটি সহজেই ডাউনলোড করা যায়।

(খ) **e-Payment System:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের e-Payment প্ল্যাটফর্মের আওতায় Q-Cash নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আয়কর, শুল্ক ও মূসক পরিশোধ করা যায়। এই পদ্ধতিকে আরও গতিশীল করতে সম্প্রতি করদাতার ব্যাংক একাউন্ট হতে অনলাইনে কর পরিশোধের ব্যবস্থা সংযোজিত হয়েছে।

(গ) **e-TIN Registration System:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব উদ্যোগে এবং আইএফসি'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় গত ১ জুলাই ২০১৩ থেকে করদাতাদের সুবিধার্থে অনলাইনে TIN নিবন্ধন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২ লাখের বেশি করদাতা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে করদাতা হিসাবে নিজেদের নিবন্ধন করেছেন।

(ঘ) **e-TDS System:** অধিকতর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে আইএফসি'র আর্থিক সহযোগিতায় e-TDS (Electronic Tax Deduction at Source) ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ পদ্ধতি চালু হলে উৎসে কর্তিত কর ব্যবস্থাপনায় অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

(ঙ) **Tax Administration Retrival System:** Tax Administration Capacity and Tax Payers Service (TACTS) প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চলে Tax Information Retrival System তৈরি করা হচ্ছে। এটি কার্যকর হলে বিআরটিএ, ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিসসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিস হতে তথ্য সংগ্রহ করে করের পরিধি বিস্তৃত করা এবং কর ফাঁকি রোধ করা সহজতর হবে।

(চ) **e-Filing:** এডিবি'র আর্থিক সহযোগিতায় Strengthening Governance Management Project (SGMP) প্রকল্পের মাধ্যমে e-Filing (Electronic Return Filing and Return Digitalization)-সহ আয়কর অনুবিভাগের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশনের লক্ষ্যে সফট্ওয়্যার,

হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্কিং, সার্ভার ইত্যাদি স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন যা ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হবে।

(ছ) **Tax Payers Service Centre:** করদাতাদের উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বপরিপালন (Self Compliance) বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, কুমিল্লা ও রাজশাহীতে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই রংপুর, বগুড়া ও বরিশালে আরো ৩টি সেবা কেন্দ্র চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ স্থানে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হবে।

(জ) **Transfer Pricing and Anti-money Laundering:** আগামী ১ জুলাই ২০১৪ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল কার্যক্রম শুরু করবে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও কর অপরাধ দমনে এই সেল কার্যকর হবে।

(ঝ) **ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প বাস্তবায়নঃ** আগামী ১ জুলাই ২০১৫ থেকে মূল্য সংযোজন আইন ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে আইএমএফ-এর সহযোগিতায় একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার আওতায় ৫৫১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের প্রায় ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক ও আইএমএফ-এর কারিগরি সহযোগিতা থাকছে। প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম চলছে।

(ঞ) **পেপারলেস শুল্ক ব্যবস্থাপনা চালুকরণঃ** দেশের প্রধান প্রধান শুল্ক স্টেশন যেমন, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম, কাস্টম হাউস, ঢাকা, আইসিডি, কমলাপুরে ASYCUDA World ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তা সকল শুল্ক স্টেশনে চালু করা হবে। আশা করা যায়, এ বছরের শেষ নাগাদ সারাদেশে পেপারলেস শুল্ক ব্যবস্থাপনা চালু করা যাবে।

(ট) **WCO-এর প্রণীত মান ও পদ্ধতি অনুসরণঃ** আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ কাস্টমস্ ডব্লিউটিও-তে এখন আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ WCO-এর International Convention on Simplification and Harmonization of Customs Procedure বা Revised Kyoto Convention (RKC) এ স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ কাস্টমস্

WCO-এর প্রণীত মান ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণ করবে। এজন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৪ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র তৈরি করেছে।

(ঠ) **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) সেলের কর্মকান্ড:** ১ জুলাই ২০১২ থেকে এডিআর সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্যন্ত ২৯৫টি মামলা এডিআর সেলে এসেছে, যার সাথে ৮৭৮ কোটি টাকার রাজস্ব সংশ্লিষ্ট ছিল। এ মামলাগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে ৬০১ কোটি টাকার ২৫১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

(ড) **সেরা করদাতাদের সম্মাননা প্রদান:** দেশের শীর্ষ আয়করদাতাদের স্বীকৃতি ও উৎসাহিত করার জন্য ২০০৯-১০ সাল থেকে জাতীয়ভাবে ১০ জন ব্যক্তি ও ১০টি কোম্পানি করদাতাকে ট্যাক্স কার্ডসহ সিআইপি মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও জেলা পর্যায়ের ৩ জন সেরা করদাতা এবং ৩ জন দীর্ঘমেয়াদি করদাতাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে।

(ঢ) **সেরা মূসক দাতাদের সম্মাননা প্রদান:** প্রতিবছর দেশের শীর্ষ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে একটি সম্মাননাপত্রসহ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ সম্মাননা জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন খাতে ৩টি, সেবা খাতে ৩টি এবং ব্যবসা খাতে ৩টি করে মোট ৯টি প্রতিষ্ঠানকে এবং জেলা পর্যায়ে উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসা খাতে একটি করে মোট ৩টি পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

(ণ) **আয়কর মেলা ও কর দিবস পালন:** প্রতিবছর ১৬-২২ সেপ্টেম্বর সময়ে দেশের সর্বত্র আয়কর মেলা এবং ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে আয়কর দিবস প্রতিপালিত হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিবছর ১০ জুলাই তারিখে দেশে মূসক দিবস এবং ২৬ জানুয়ারি তারিখে আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস পালিত হচ্ছে।

১৬১। বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণ দীর্ঘদিন আমদানি শুল্ক নির্ভর ছিল। এই নির্ভরতা ক্রমে ক্রমেই কমছে। তাছাড়া, ভবিষ্যতে আমাদের বিশ্ববাজারটি হবে মুক্তবাজার, তাই আমদানি শুল্ক সূত্রে আর রাজস্ব আসবে না। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য যেসব প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে আমদানি শুল্কের পরিমাণ হচ্ছে ২৩.৮৬ শতাংশ এবং আমদানি পণ্যের উপরে প্রস্তাবিত মূসকের হিস্যা হবে মাত্র ১৩ শতাংশ। তাই বলা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষ কর এবারের বাজেট প্রস্তাবে রাজস্ব খাতে শীর্ষে স্থান পাবে। এখন আমি একে একে প্রত্যক্ষ কর, আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী পেশ করবো।

প্রত্যক্ষ কর

আয়কর

মাননীয় স্পীকার

১৬২। প্রথমে আমি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা এবং প্রযোজ্য আয়কর হার সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। **সারণি-৮-**এ আয়কর ও কর্পোরেট কর ব্যক্তি এবং কোম্পানির উপর যে হারে আগামী অর্থবছরে আরোপিত হবে সেই প্রস্তাব নিম্নে দেয়া হলো:

সারণি-৮ t প্রস্তাব

(ক) ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা

করদাতা	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
সাধারণ করদাতা	২ লক্ষ ২০ হাজার	২ লক্ষ ২০ হাজার
মহিলা ও ৬৫ বছর উর্ধ্ব করদাতা	২ লক্ষ ৫০ হাজার	২ লক্ষ ৭৫ হাজার
প্রতিবন্ধী করদাতা	৩ লক্ষ	৩ লক্ষ ৫০ হাজার
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	২ লক্ষ ২০ হাজার	৪ লক্ষ

(খ) সাধারণ ব্যক্তি শ্রেণির করহারঃ

মোট আয়	কর হার
প্রথম ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	শূন্য
পরবর্তী ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	১০ শতাংশ
পরবর্তী ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	১৫ শতাংশ
পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	২০ শতাংশ
পরবর্তী ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	২৫ শতাংশ
অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	৩০ শতাংশ

(গ) কোম্পানির আয়কর হারঃ

বিবরণ	বিদ্যমান হার	প্রস্তাবিত হার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	২৭.৫ শতাংশ	২৭.৫ শতাংশ
নন-পাবলিকলি ট্রেডেড	৩৭.৫ শতাংশ	৩৫ শতাংশ
ব্যাংক, বীমা ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৪২.৫ শতাংশ	৪২.৫ শতাংশ
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫ শতাংশ	৩৭.৫ শতাংশ
সিগারেট প্রস্তুতকারীঃ		

(ক) পাবলিকলি ট্রেডেড (খ) নন-পাবলিকলি ট্রেডেড	৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ	৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ
মোবাইল ফোনঃ (ক) পাবলিকলি ট্রেডেড (খ) নন-পাবলিকলি ট্রেডেড	 ৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ	 ৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ
লভ্যাংশ আয়	২০ শতাংশ	২০ শতাংশ
ব্যবসায়িক টার্নওভারের উপর প্রদেয় ন্যূনতম কর	০.৫০ শতাংশ	০.৩০ শতাংশ

১৬৩। এতে নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

- সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং ধনী গরীবের বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে করের ন্যায্যতা ও প্রগতিশীলতার নীতি অনুসরণ করে উচ্চ আয় অর্জনকারী করদাতার ৪৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকার অধিক আয়ের উপর প্রযোজ্য করের হার ২৫ শতাংশের স্থলে ৩০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

- নারীর ক্ষমতায়ন এবং মহিলাগণকে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত হতে প্রণোদনা প্রদানের জন্য এবং সিনিয়র সিটিজেনগণের করদায় কমানোর লক্ষ্যে মহিলা করদাতা ও ৬৫ বছর উর্ধ্ব সিনিয়র সিটিজেনদের করমুক্ত আয় সীমা ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করছি। প্রতিবন্ধী করদাতাদের প্রতি সমাজের এবং রাষ্ট্রের পালনীয় ভূমিকা বিবেচনায় প্রতিবন্ধী করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা ৩ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ৪ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

- দেশের কর্মক্ষম সকল জনগণের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কর্পোরেট (নন-লিস্টেড) করের হার ৩৭.৫০ শতাংশ এর স্থলে ৩৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, কোম্পানী ও অংশীদারী ব্যবসার টার্নওভারের উপর প্রদেয় ন্যূনতম করের হার ০.৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.৩০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৬৪। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই পদক্ষেপগুলো নিতে জাতিকে উৎসাহ দিতে এবং উদ্বুদ্ধ করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেবার প্রস্তাব করছি। এগুলোকে তিন হিসাবে পেশ করা যায়: যথা- কর অবকাশ, কর রেয়াতি অথবা করহার পরিবর্তন এবং বিবিধ।

কর অবকাশ

- নারী-শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষাকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার অনুমোদিত গার্লস-স্কুল বা কলেজ এবং ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রদত্ত অনুদানকে সম্পূর্ণ করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

- দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী করতে হলে গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানোর কোন বিকল্প নেই। আইন দ্বারা সৃষ্ট জাতীয় পর্যায়ের কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা কাজের জন্য ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রদত্ত অনুদানকেও সম্পূর্ণ করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে আমরা এ সুবিধা আরো বিস্তৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তাই বিদ্যমান কর অবকাশ সুবিধার সময়সীমা জুন, ২০১৫ থেকে বৃদ্ধি করে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। নতুন শিল্পের উদ্যোক্তাগণকে কর অবকাশ সুবিধার বিকল্প হিসাবে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতার বিধান পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাব করছি।

- পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ এর সম্প্রসারণ ও উত্তরোত্তর শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ডিমিউচ্যুয়ালাইজড স্টক এক্সচেঞ্জসমূহকে ক্রমহ্রাসমান হারে ৫ বছরের জন্য কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, করমুক্ত লভ্যাংশ আয় সীমা ১০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

- দেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ নজর দেয়া জরুরী। তাই Hybrid Hoffmann Kiln

(HHK) পদ্ধতির দূষণমুক্ত আধুনিক ব্রিক ফিল্ডকে কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

- কৃষিতে গত পাঁচ বছরে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছি। এ সাফল্যের অন্যতম অংশীদার বাংলাদেশের কৃষক সমাজ। তাদের এ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে কৃষি খাতে করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করছি।

১৬৫। বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে দেশে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রণোদনা প্রদানের বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে, দেশের জনগণের নাগরিক সুযোগ-সুবিধায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে টেকসই শিল্পায়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ দেশের সিটি কর্পোরেশনসমূহের বাইরে শিল্পায়ন হলে দেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এ লক্ষ্যে দেশের সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহের বাইরে সরকার কর্তৃক শিল্প হিসাবে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নিম্নরূপ কর অবকাশ ও কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি:

সারণি-৯ t এলাকাভিত্তিক কর রেয়াত

(ক) অনগ্রসর এলাকায় কর রেয়াত সুবিধাঃ		
শিল্প প্রতিষ্ঠান	**প্রস্তাবিত কর রেয়াত**	**প্রস্তাবিত কর রেয়াতের মেয়াদ**
অনগ্রসর এলাকায় স্থাপিত কর অবকাশ যোগ্য শিল্প নয় এমন বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর রেয়াত প্রদান	১০ শতাংশ	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত
কর অবকাশ যোগ্য শিল্প নয় ১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ সময় কালের মধ্যে অনগ্রসর এলাকায় স্থাপিত এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর রেয়াত প্রদান	২০ শতাংশ	বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরবর্তী ১০ বছর।
১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ সময়কালের মধ্যে অনগ্রসর এলাকায় স্থানান্তরিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর রেয়াত প্রদান	২০ শতাংশ	স্থানান্তর পরবর্তী বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরবর্তী ১০ বছর।

(খ) অনগ্রসর এলাকায় কর অবকাশ সুবিধা বৃদ্ধিঃ		
শিল্প প্রতিষ্ঠান	**কর অবকাশ সুবিধা**	
	বিদ্যমান	**প্রস্তাবিত**
অনগ্রসর এলাকায় বিদ্যমান কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্পের কর অবকাশ সুবিধার মেয়াদ বৃদ্ধি	৭ বছর	১০ বছর
অনগ্রসর এলাকায় ১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ সময়কালের মধ্যে কর অবকাশ যোগ্য শিল্প স্থাপিত হলে ১০ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদান	৭ বছর	১০ বছর

মাননীয় স্পীকার

১৬৬। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশজ উৎপাদনকে সহায়তা দিতে অথবা জনগণের সুবিধার্থে কর রেয়াতি প্রদান করা হয়েছে। এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা হলো নিম্নোক্ত:

- রপ্তানী খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নগদ সহায়তার উপর উৎসে. কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রপ্তানি খাতকে আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকতর প্রতিযোগী করার জন্য তৈরি পোশাক শিল্প খাতের রপ্তানির উপর অগ্রিম আয়কর ০.৮০ শতাংশ কমিয়ে ০.৩০ শতাংশ এবং অন্যান্য সকল রপ্তানির ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর সম্প্রতি ০.৮০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.৬০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। রপ্তানি খাতের আলোচ্য সুবিধা ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

- পেনশনধারী ব্যক্তিদের অবসরোত্তর জীবন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ওয়েজ আর্নারদের অবদানের বিষয়টি বিবেচনা করে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা। এ লক্ষ্যে পেনশনার সঞ্চয়পত্র ও ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড ক্রয়ে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ হতে অর্জিত সুদ আয়করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি।

- কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাকে (CSR) উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা। আমি বিদ্যমান সুবিধাকে আরো বিস্তৃত করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা কবলিত জনসাধারণের কল্যাণার্থে গঠিত এবং সরকার অনুমোদিত তহবিলে অনুদান প্রদান করাকে সিএসআর এর আওতাভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, কোম্পানীর মোট আয়ের ২০ শতাংশের শর্ত বহাল রেখে ৮ কোটি টাকার পরিবর্তে ১২ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয়সীমা বৃদ্ধি করতে চাচ্ছি।

১৬৭। এছাড়া অন্যান্য কিছু পদ্ধতিগত সংস্কারেরও প্রস্তাব এই বাজেটে করা হয়েছে:

- কর-জাল বৃদ্ধিসহ কর ফাঁকি রোধে বাড়ি ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়ন করার লক্ষ্যে ব্যাংকের মাধ্যমে বাড়ি ভাড়া পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য আয়কর আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। এতে বাড়ি ভাড়া বলতে ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ দুটিই অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মাসিক ভাড়া ২৫ হাজার টাকার অধিক হলে ব্যাংকের মাধ্যমে বাড়িভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

- প্রকৃত বাজার মূল্য অপেক্ষা অনেক কমমূল্যে জমি রেজিস্ট্রেশন হওয়ার কারণে ব্যাপক রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা এবং অভিজাত আবাসিক এলাকায় রেজিস্ট্রেশন মূল্য নির্বিশেষে কাঠা প্রতি অগ্রিম আয়কর নির্ধারণ করার লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও অভিজাত আবাসিক এলাকার জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দলিলমূল্যের ৩ শতাংশের পরিবর্তে কাঠাপ্রতি অগ্রিম নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়কর আরোপ করার প্রস্তাব করছি। একইভাবে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক/ব্যবসায়িক/ অন্যান্য স্থাপনা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বর্গফুট আয়তন ভিত্তিক নির্দিষ্ট কর (specific tax) আরোপের প্রস্তাব করছি।

- মূলধনী মুনাফার পরিমাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে রাজউক ও সিডিএ অধিক্ষেত্রাধীন অন্যান্য এলাকায় উৎসে কর কর্তনের হার দলিল মূল্যের ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪ শতাংশ আরোপ করার প্রস্তাব

করছি। এছাড়া, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং জেলা সদর দপ্তরের পৌরসভায় রেজিস্ট্রেশন মূল্যের উপর ৩ শতাংশ, অন্যান্য পৌরসভার ক্ষেত্রে ২ শতাংশ এবং পৌরসভার বাইরের সকল জমির ক্ষেত্রে ১ শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

- দেশের ব্যবসায়ী সংগঠন FBCCI এবং অন্যান্য সমিতির মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে লোকাল এলসি ও অনুমিত কমিশনের উপর উৎসে কর হার বিদ্যমান ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ লক্ষ টাকার অধিক এলসি'র ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ পুনঃনির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। অধিকন্তু, কতিপয় নিত্য প্রয়োজনীয় ভোজ্য সামগ্রী যেমন-আলু, পিঁয়াজ, রসুন, ছোলা, বুট, ডাল, আদা, হলুদ, মরিচ, চাল, গম, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্য তেল, চিনি, ইত্যাদিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লোকাল এলসি উৎসে কর কর্তনের আওতা বহির্ভূত রাখার প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, অনুমিত কমিশনের উপর কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

- বিদ্যমান বিধানে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মূল বেতন ব্যতীত অন্যান্য ভাতাদি করমুক্ত রয়েছে। অন্যদিকে আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন ব্যতীত অন্যান্য ভাতাদি করমুক্ত নয়। এ অবস্থায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আয়কর সংক্রান্ত বিধানে সমতা আনয়ন করা প্রয়োজন বলে মনে করি। বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন কাঠামো বিবেচনার জন্য জাতীয় বেতন কমিশন কাজ করছে। আশা করছি, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়নকালে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাদের আয়কর নির্ধারণের বিষয়ে যে অসঙ্গতি রয়েছে, তা দূর করা হবে।

- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জনসেবা প্রদান থেকে অর্জিত আয় ব্যতীত অন্যান্য সকল আয়ের উপর বর্তমানে ৩৭.৫ শতাংশ হারে কর প্রযোজ্য। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কেবল মুনাফা অর্জন নয় বরং

তুলনামূলকভাবে কম মূল্যে সাধারণ জনগণকে অপরিহার্য সেবা প্রদান করা। এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা, রাজশাহী ওয়াসা, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনসহ সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর বিদ্যমান করহার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি করতে করদাতা এবং কর প্রশাসনের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক দৃঢ় করা অত্যন্ত জরুরী। এ লক্ষ্যে করদাতাদের মধ্যে স্ব-প্রণোদিত পরিপালন (Voluntary Compliance) বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে (১) কতিপয় শর্ত পূরণ করে সর্বশেষ নিরুপিত আয়ের ২০ শতাংশ আয় বৃদ্ধি করে সার্বজনীন স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল করলে কর বিভাগ কর্তৃক উক্ত রিটার্ন অডিট না করার বিধান করার প্রস্তাব করছি; এবং (২) অযৌক্তিকভাবে বারবার নিরীক্ষার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে হয়রানি পরিহার করার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ অনিয়মের অভিযোগ না থাকলে প্রত্যেক করদাতার ফার্ম/কোম্পানী প্রতি তিন বছরে একবারের বেশি নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা যাবে না। নিরীক্ষার জন্য আলোচ্য নির্বাচন বিধান মূসক এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

- যেসব প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের ক্ষুদ্রঋণ হিসাব থেকে প্রাপ্তব্য সুদের উপরে কোন কর আদায় করা হয় না। এই ব্যবস্থাটি অব্যাহত থাকবে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্রঋণের সঙ্গে অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে যান এবং সেইসব হিসাবে যে সুদ পাওয়া যায় সেটি করমুক্ত নয়। এই বিষয়ে আইনে কিছু অস্পষ্টতা বিরাজ করে, তাই ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ আইনে ৬ষ্ঠ তফসিলে অনুচ্ছেদ-১ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব করছি।

আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক

মাননীয় স্পীকার

১৬৮। আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও কর হার এবং দক্ষ শুল্ক ব্যবস্থাপনা দেশের ভোগ্য পণ্য সরবরাহ, বিনিয়োগ, শিল্প বাণিজ্যের প্রসারসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বিবেচনা থেকে ও চলমান বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিগত সময়ে সরকার আমদানি শুল্ক ও কর ব্যবস্থার ক্রমাগত উদারীকরণ ও যৌক্তিকীকরণ করে আসছে। এর ফলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ক্রমশই উন্নতি এবং অগ্র ও পশ্চাৎমুখী সংযোগের দিকে যাচ্ছে। বিগত দিনের উল্লিখিত নীতির ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে অনুসরণীয় নীতি ও কৌশল সম্পর্কে আমাদের সরকারের প্রস্তাবাবলী আমি এখন মহান সংসদে তুলে ধরবো।

আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক

মাননীয় স্পীকার

১৬৯। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ আগামী ১ জুলাই, ২০১৫ হতে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত আইনে সম্পূরক শুল্কের খাত ও হার সম্পর্কে যে বিধান করা হয়েছে তার আলোকে এবং স্থানীয় শিল্পের সহনীয় ক্ষমতা বিবেচনায় রেখে অসম ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে আমদানি পর্যায়ে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হারসমূহ হ্রাস করা প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহারসমূহ পর্যায়ক্রমে সহনীয় মাত্রায় (সংলাগ-১ অনুযায়ী) কমিয়ে আনার প্রস্তাব করা হচ্ছে। বিদ্যমান ১০ -স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক হারকে ১২ -স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক হারে রূপান্তর করা হবে। নীচের **সারণি-১০** থেকে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে মোট ৭৭০টি পণ্যের সম্পূরক শুল্ক পরিবর্তনের প্রস্তাব আছে। এসকল প্রস্তাবে মূলতঃ বর্তমান স্তর থেকে নিকটতম নিম্ন স্তরে শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার কারণে আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হবে।

সারণি-১০ t সম্পূরক শুল্ক পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক নং	সম্পূরক শুল্ক হার	বিদ্যমান পণ্য সংখ্যা	প্রস্তাবিত পণ্য সংখ্যা
০১	১০%	৭	৫১
০২	১৫%	০	৪২১
০৩	২০%	৬৪৮	৫২১

ক্রমিক নং	সম্পূরক শুল্ক হার	বিদ্যমান পণ্য সংখ্যা	প্রস্তাবিত পণ্য সংখ্যা
০৪	৩০%	২৬৮	২১৫
০৫	৪৫%	১৭৭	৯১
০৬	৬০%	২৭১	৯১
০৭	১০০%	৩৩	২৯
০৮	১৫০%	৭	৭
০৯	২০০%	০	৯
১০	২৫০%	১৩	৩
১১	৩৫০%	২৪	২৪
১২	৫০০%	৭	৭

আমদানি শুল্ক

মাননীয় স্পীকার

১৭০। এখন আমি আমদানি শুল্ক সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ **'সংলাগ-২, সংলাগ-৩, সংলাগ-৪, সংলাগ-৫ এবং সংলাগ-৬'** মহান সংসদে পেশ করছি। এইসবের কোথাও রেগুলেটরি ডিউটি বাদ দেয়া হয়েছে অথবা কোথাও তা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং একইভাবে ক্ষেত্রবিশেষে কর মওকুফ, হ্রাস, বৃদ্ধি অথবা সমঞ্জস করা হয়েছে। সেখান থেকে কতিপয় বিষয়ের দিকে মহান সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(ক) ব্যাপকভাবে বিকশিত ঔষধ শিল্প খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাৎমুখী শিল্পের অধিকতর বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির অনুরোধ ও ঔষধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সুপারিশে **'সংলাগ-৩'** এ উল্লিখিত ৪০টি মৌলিক কাঁচামালের উপর বিদ্যমান শুল্ক ১০ ও ২৫ শতাংশ শুল্ককে হ্রাস করে ৫ শতাংশ রেয়াতি হারে ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালের রেয়াতি বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত থাকবে।

(খ) ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহার্য ঔষধ তৈরির ১৪টি কাঁচামালের বিদ্যমান শুল্কহার সম্পূর্ণ মওকুফ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। থ্যালাসিমিয়া রোগিদের জন্য অত্যাবশ্যক ইনফিউশন পাম্প এর আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।

(গ) একইভাবে আয়ুর্বেদিক ঔষধ শিল্পে ব্যবহার্য ও **'সংলাগ-৪'** এ বর্ণিত ৪১টি অত্যাবশ্যক কাঁচামালে ১০ থেকে ২৫ শতাংশ হারে বিদ্যমান শুল্ক ৫ শতাংশ হারে ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(ঘ) হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশু খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে **'সংলাগ-৫'** এ উল্লিখিত উপকরণ ও কাঁচামালের শুল্ক-কর প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ মোতাবেক সম্পূর্ণ মওকুফের প্রস্তাব করছি।

(ঙ) দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ বিবেচনায় এবং আমদানির সাথে প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত শুল্ক ও কর মওকুফ/রেয়াত সুবিধা ও প্রতিরক্ষণ ব্যবস্থায় ক্রমবিকাশমান দেশীয় কাগজ শিল্প, গ্লাস ও সিরামিক শিল্প, রাবার শিল্প, ফার্ণিচার শিল্প, রং শিল্প, ইলেকট্রিক্যাল শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প কর্তৃক ব্যবহার্য ও বর্তমানে ১০ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ হারে প্রযোজ্য শুল্ক এবং **'সংলাগ-৬'** এ বর্ণিত কাঁচামালের আমদানি শুল্কহার যথাক্রমে ১০ শতাংশ ও ৫ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

(চ) গণপরিবহন বিশেষতঃ রেলখাতের দ্রুত উন্নয়ন বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত অন্যান্য উন্নয়নমুখী পদক্ষেপের পরিপূরক হিসেবে উক্ত খাতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও উপকরণের বিদ্যমান ১০ শতাংশ শুল্কহার হ্রাস করে ৫ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

(ছ) ১৫-১৬ ইঞ্চি রিম সাইজের বাসের টায়ার দেশে উৎপন্ন হচ্ছে বিধায় এর আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক ও করের সাথে অতিরিক্ত হিসেবে ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরি ডিউটি প্রয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই বিবেচনায় বাইসাইকেল টিউবের আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

(জ) জ্বালানি তেলের ট্যারিফ মূল্য বাড়ানোর প্রস্তাব করা হচ্ছে। কারণ প্রায় দীর্ঘ ১০ বছর এর মূল্য একই অবস্থানে আছে। ক্রুড পেট্রোলিয়াম অয়েলের ব্যারেল প্রতি ট্যারিফ মূল্য ৩২ মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৪০ মার্কিন ডলারে নির্ধারণের প্রস্তাব করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম প্রডাক্টের ট্যারিফ মূল্য লিটার প্রতি ৩১ সেন্ট থেকে ৪০ সেন্টে নির্ধারণের প্রস্তাব করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, এসব পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রকৃত আন্তর্জাতিক ক্রয়মূল্য অনেক বেশি।

(ঝ) জাহাজ প্রস্তুত শিল্পের প্রণোদনার জন্য এ শিল্পে ব্যবহার্য বেশ কিছু উপকরণ আমদানিতে বর্তমানে বিশেষ রেয়াতি সুবিধা কার্যকর আছে। এ শিল্পের সম্ভাবনা বিবেচনায় আরো কিছু উপকরণের ক্ষেত্রে আলোচ্য সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করছি। এর আওতায় নেভিগেশন লাইট, ব্রডকাষ্টিং যন্ত্রপাতি ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতির আমদানি শুল্ক হার ৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

(ঞ) ডাম্প ট্রাক নির্মাণ খাতে ব্যবহৃত হয়। এটিতে বর্তমানে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রদেয় আছে। নির্মাণ খাতে এর গুরুত্ব বিবেচনা করে এতে মূলধনী যন্ত্রপাতিতে প্রযোজ্য রেয়াতী সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

(ট) আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পখাত কর্তৃক আমদানিয় প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিংয়ের কাঁচামাল কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে শুল্কমুক্তভাবে আমদানির সুযোগ দানের প্রস্তাব করা হলো। পোশাক শিল্পের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও অধিকতর পরিপালন নিশ্চিতকল্পে ফায়ার রেসিসটেন্ট ডোর, ইর্মাজেন্সি লাইট, স্প্রিংকলার সিস্টেম ইত্যাদির আমদানি শুল্কহার সম্পূর্ণরুপে মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।

(ঠ) বস্ত্রখাতের উন্নয়নে বিগত সময়ের প্রদত্ত সুবিধা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি কতিপয় কাঁচামালে প্রযোজ্য ১০ শতাংশ শুল্কহার অধিকতর হ্রাস করে ৫ শতাংশে ধার্যের প্রস্তাব করছি। ফ্লাক্স ফাইবার বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল, যা কাপড়ের রং উজ্জ্বল করতে ব্যবহৃত হয়। বস্ত্র শিল্পের দাবী অনুযায়ী এর আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ হ্রাস করে ৫ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি। একইভাবে কৃত্রিম স্টাপল ফাইবার এর আমদানি শুল্কহার বিদ্যমান ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

(ড) বর্তমানে মোটর গাড়ির মোট ৬টি শুল্ক/কর স্ল্যাব আছে। এগুলোকে আরো যৌক্তিকীকরণ করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন স্ল্যাবে শুল্কহারে কিছু পরিবর্তনও করা হচ্ছে।

(ড)(১) ১৫০১ থেকে ১৭৫০ ও ১৭৫১ থেকে ২০০০ সিসি পর্যন্ত মোটরকার/গাড়ীর বর্তমান দুই স্তরকে একীভূত করে ১৫০১ থেকে ২০০০সিসি পর্যন্ত গাড়ীতে ১০০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করা

হয়েছে। অন্যান্য শুল্ক এবং কর অপরিবর্তিত থাকবে। একইভাবে ২০০১ থেকে ২৭৫০সিসি পর্যন্ত মোটরকার/গাড়ীর সম্পূরক শুল্ক হার ২৫০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২০০ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি। রিকন্ডিশন্ড গাড়ীতে প্রযোজ্য বছরভিত্তিক অবচয় হার অব্যাহত থাকছে।

(ড)(২) ১৫০০ সিসি হতে ২৫০০সিসি ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন হাইব্রিড গাড়ীর আমদানিতে বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই সুযোগটি কিছু সীমিত করা এবং গাড়ী আমদানিতে সার্বিক ব্যবস্থাপনা সুষম করার লক্ষ্যে হাইব্রিড গাড়ী আমদানির উপর ৬০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। এ প্রস্তাবের ফলে গুণগত মানসম্পন্ন পরিবেশ-বান্ধব গাড়ী আমদানি বাড়বে এবং রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে।

(ড)(৩) মোটরগাড়িতে সিকেডি আমদানিতে সুযোগ নেয়া হয় প্রগ্রেসিভ ম্যানুফ্যাকচারের জন্য। কিন্তু প্রগ্রেসিভ ম্যানুফ্যাকচারের সত্যিকার পদক্ষেপ নেয়া হয় না। এই বাস্তবতা বিবেচনা করে ২০০০ সিসি'র উর্ধ্বে সিকেডি জীপ গাড়ির আমদানিতে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ৪৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৬০ শতাংশে ধার্যের প্রস্তাব করছি।

(ড)(৪) দেশে মাইক্রোবাস এবং ডবল কেবিন পিকআপ আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এজন্য এই ধরনের যানবাহন আমদানিতে কিছু লাগাম টানা প্রয়োজন। সে কারণে ১৫০১ থেকে ১৮০০সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাসের সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান ৩০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫ শতাংশে এবং ১৮০১সিসি থেকে ২০০০সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাসে বর্তমানে প্রযোজ্য ৬০ শতাংশ পর্যন্ত সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি। এইচএস কোড ৮৭০২.১০.৪০ এর আওতাধীন সর্বোচ্চ ১৫ আসনবিশিষ্ট গাড়ীর উপর নতুনভাবে ৩০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও ১৫০০সিসি পর্যন্ত এবং ১৫০১-২৭৫০সিসি পর্যন্ত ডবল কেবিন পিকআপের উপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ ও ৪৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে যথাক্রমে ৪৫ ও ৬০ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

(ড)(৫) অধুনা স্বর্ণ চোরাচালান খুব বেশি বেড়ে গেছে। এর মধ্যে মার্চে ও এপ্রিলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যথাক্রমে ১০৬ ও ১০৫ কেজি স্বর্ণ আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে, বৈধ পথে প্রতি যাত্রী ২০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার বিনা শুল্কে আনতে পারে এবং ২০০ গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণবার প্রতি

১১.৬৬৪ গ্রামে (অর্থাৎ ১ ভরিতে) ১৫০ টাকা শুল্ক পরিশোধ করে আনতে পারে। প্রস্তাব করছি যে, বিনা শুল্কে ১০০ গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণালংকার এবং অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ২০০ গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণবার প্রতি যাত্রী ১১.৬৬৪ গ্রামে (ভরি প্রতি) ৩ হাজার টাকা করে শুল্ক পরিশোধ করে আনতে পারবে।

(ড)(৬) দেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্রমবিকাশ খুবই আশাপ্রদ এবং এ খাতে ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ হয়েছে। এ খাতে সুরক্ষা দেয়ার জন্য দুইটি পদক্ষেপ প্রস্তাব করছি: (১) বিভিন্ন পণ্যের জন্য স্পেসিফিক ডিউটি বহুদিন ধরে এক পর্যায়ে আছে তাকে বৃদ্ধি করা; এবং (২) বিলেটের কাঁচামাল, স্পঞ্জ আয়রন এবং রিডিউসড আয়রনের আমদানি শুল্কমুক্ত করা।

(ড)(৭) (Multiplexer, grand master clock) মাল্টিপ্লেক্সার, গ্রান্ড মাস্টার ক্লক ইত্যাদি দ্রুত ইন্টারনেট কানেকশন স্থাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর উপর বর্তমানে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ও ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি প্রযোজ্য আছে। ইন্টারনেট কানেকশন দ্রুত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে এর আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রস্তাব করছি।

(ড)(৮) দেশে কিছু কোম্পানী উন্নত মানের মোবাইল ফোন সংযোজন করছে। তাদের উৎপাদন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ মূসক দিতে হচ্ছে। অথচ আমদানি পর্যায়ে মোবাইল ফোনে শুধুমাত্র ১০ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য আছে। এর ফলে দেশীয় সংযোজন কোম্পানীগুলো অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থায় মোবাইল ফোন আমদানি পর্যায়ে ১৫ শতাংশ মূসক আরোপের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

(ড)(৯) দেশে উন্নতমানের এলপিজি সিলিন্ডার তৈরি হচ্ছে। আমদানিকৃত সিলিন্ডারের কম শুল্ক থাকায় তারা পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষণ পাচ্ছে না। এই শিল্পকে উৎসাহিত এবং আমদানির সাথে প্রতিযোগী করার উদ্দেশ্যে এর উপর প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে বাড়ানোর প্রস্তাব করছি।

(ড)(১০) এছাড়াও দেশীয় শিল্পের স্বার্থে ও শুল্ক বৈষম্য সামঞ্জস্যকরণের লক্ষ্যে এনার্জি সেভিং ল্যাম্প, ইলেকট্রিক ফ্যানের মোটর ইত্যাদির আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

(ড)(১১) ডায়াপার দেশে তৈরি হয়, আবার আমদানিও হয়। ডায়াপার তৈরির কাচাঁমালের উপর প্রযোজ্য ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ১০ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(ড)(১২) উপরোক্ত শুল্ক ও করহার হ্রাস ও যৌক্তিকীকরণের কারণে সরকারের আনুমানিক ৮০০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হবে। অন্যদিকে, কিছু পণ্যের শুল্ক ও করহার বৃদ্ধি, ট্যারিফ মূল্য যৌক্তিকীকরণ ও অটোমেশনসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার গ্রহণ করার কারণে আনুমানিক ১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

১৭১। মিথ্যা ঘোষণা, অবমূল্যায়ন (Under Invoicing), অতিমূল্যায়ন (Over Invoicing), মানি লন্ডারিং রোধকল্পে আগামী অর্থবছরের শুরু থেকেই কাস্টমস্ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পণ্য পরীক্ষণ ব্যবস্থাপনা, কাস্টমস্ বিজনেস পার্টনারশীপভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতার ব্যবস্থাপনা, বন্ডেড ওয়্যারহাউস হতে লিকেজ রোধকল্পে আধুনিক বন্ড ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে রাজস্ব ফাঁকি, মিথ্যা ঘোষণা ও অবমূল্যায়নের প্রবণতা হ্রাস পেয়ে দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য আরো ব্যয় সাশ্রয়ী ও প্রতিযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

মূল্য সংযোজন কর

মাননীয় স্পীকার

১৭২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আড়াই দশক ধরে এ খাতের রাজস্ব আদায়ে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং প্রবৃদ্ধির ধারা বর্তমান সরকারের সময়ে আরো বেগবান হয়েছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির নিরিখে মূল্য সংযোজন কর খাত থেকে আরো বেশী পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজস্বের আলোচ্য সম্ভাবনা ও জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, চাহিদা, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা স্বার্থ ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে আমি এখন মূল্য সংযোজন কর খাতে নিম্নরূপ প্রস্তাবাবলী মহান সংসদের সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছিঃ

১৭৩। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ আগামী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ থেকে পুরোপুরি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত আমি বিগত বাজেট ভাষণে ঘোষণা করেছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এ প্রক্রিয়ায় ১ জানুয়ারী ১৫ থেকে Online Registration এবং জুন ২০১৫ এর মধ্যে Online Return Submission চালু হবে। নতুন আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে করদাতা ও কর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অবিলম্বে শুরু হবে। নতুন মূসক আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণামূলক কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এ আইনটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার আওতায় দেশব্যাপী একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কম্পিউটারাইজড কর নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধ করাও সম্ভব হবে। তাছাড়া, পরিপালন ব্যয় (Compliance Cost) কমবে বিধায় কর প্রদানে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং করদাতা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ রাজস্ব আদায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

১৭৪। **মূসক আইন, ১৯৯১ এর ৪১ ধারায়** বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য আটকের পর বিমোচন জরিমানা আরোপের মাধ্যমে পণ্য খালাস প্রদানের বর্তমান বিধানে জরিমানার সীমা উল্লেখ না থাকায় কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। এর ফলে করদাতাগণ হয়রানির শিকার হচ্ছেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে। একটি করদাতা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস করে অন্যান্য বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে সর্বোচ্চ বিমোচন জরিমানা কর ফাঁকির অর্ধেকে সীমিত করার প্রস্তাব করছি।

১৭৫। অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প খাতের উন্নয়নের বিকল্প নেই। কিন্তু শিল্পোন্নয়নের প্রতিক্রিয়ায় মাটি, বায়ু ও পানির দূষণের বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয়। দেশীয় শিল্পের যে সকল খাত পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল, সে সকল শিল্প মালিকদের Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনে উৎসাহিত করা, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস হিসাবে পরিবেশ হানিকর শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে উৎপাদিত সকল ধরনের পণ্যের উপর মূল্যভিত্তিক ১ শতাংশ হারে পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ বা Green Tax আরোপের প্রস্তাব করছি।

১৭৬। তামাক ও তামাকজাত পণ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তামাক সেবন বন্ধের উদ্দেশ্যে পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন চলমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও

তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তামাকের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৬০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়, পঙ্গুত্ব বরণ করে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ। তামাকজনিত রোগব্যাধির কারণে চিকিৎসা ব্যয়ও বিপুল। এবারের বাজেটে তামাকজাত আমদানিকৃত অথবা উৎপাদিত পণ্যের উপর মূল্যভিত্তিক ১ শতাংশ হারে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপের প্রস্তাব করছি। তামাকজনিত রোগ নিরাময়ের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন খাতে এ অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। বাংলাদেশ WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) এ স্বাক্ষরকারী দেশ। আমাদের তামাক সেবন কমিয়ে আনার একটি গুরুদায়িত্ব রয়েছে। বর্তমানে সিগারেটের ৪টি স্তরে দাম নির্ধারণ হয় এবং এই স্তর অনুযায়ী আমরাও করভার নির্ধারণ করি। এবারে প্রস্তাব করছি যে, উচ্চমান এবং তার পরবর্তী মানের সিগারেটের উপর করভার হবে সমান অর্থাৎ ৭৬ শতাংশ। মধ্যম মানের করভার হবে ৭৫ শতাংশ এবং নিম্নমানের করভার হবে ৫৮ শতাংশ। অবশ্যি, ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ এর উপরে আরোপিত হবে। সিগারেটের জন্য প্রস্তাবিত মূল্যস্তর এবং করভার নিম্নে প্রদত্ত হলো:

সারণি-১১ t সিগারেটের মূল্যস্তর ও করভার

বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকা)	প্রস্তাবিত মূল্যস্তর (১০ শলাকা)	প্রস্তাবিত মূল্য বৃদ্ধির হার (%)	বিদ্যমান করভার (%)	প্রস্তাবিত করভার (%)
১৩.৬৯-১৩.৯১	১৫.০০-১৬.৫০	(+) ৯.৫৭	৫৪	৫৮
২৮.০০-৩০.০০	৩২.৫০-৩৫.০০	(+) ১৬.০৭	৭১	৭৫
৪২.০০-৪৫.০০	৫০.০০-৫৪.০০	(+) ১৯.০৫	৭৪	৭৬
৮০ ও তদুর্ধ্ব	৯০ ও তদুর্ধ্ব	(+) ১২.৫০	৭৬	৭৬

১৭৭। দেশীয় শিল্পের শ্রমিক স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে বিড়ি খাতের শুল্ক হারে বিগত ৫ অর্থবছরে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। পাঁচ দিন আগে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস প্রতিপালনে আমরা সবাই অংশগ্রহণ করেছি। এই প্রেক্ষিতে অত্যন্ত দু:খের বিষয় যে, আমাদের অনেক মাননীয় সংসদ সদস্য বিড়িকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য অনবরত আবেদন করে যাচ্ছেন। বর্তমানে ফিল্টার বিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির করসহ মূল্য ৫.৩৫৪ টাকা এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকার বিড়ির করসহ মূল্য ৬.০৫২ টাকা। সহজলভ্যতার কারণে ব্যাপক সংখ্যক ভোক্তা বিড়ি খায় এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। বর্তমানে এক হিসেবে বিড়ি নিম্নমানের সিগারেটে পরিণত হয়েছে এবং বিড়ির কারখানাও ব্যাপকভাবে কমে গেছে। বিড়ি সেবন হ্রাস করাকে আমি একটি

গুরুদায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে এবারের বাজেট প্রস্তাবে সকল করসহ ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকার প্যাকেটের মূল্য ৬.১৪ টাকা এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকার প্রতি প্যাকেট বিড়ির মূল্য ৬.৯৪ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। একইসঙ্গে জর্দা ও গুলের বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশের স্থলে ৬০ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

১৭৮। শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্রয়কৃত সেবাসমূহের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রত্যর্পণ গ্রহণের জটিলতা এড়াতে ''যোগানদার, সিকিউরিটি সার্ভিস, পরিবহন ঠিকাদার ও আমদানিকৃত সেবা'' এর উপর আরোপিত মূসক সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

১৭৯। বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় ২৩টি সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য কার্যকর রয়েছে। নতুন মূসক আইন বাস্তবায়নকালে এই সংকুচিত মূল্যভিত্তির পদ্ধতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তারই প্রস্তুতি হিসাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লঞ্চ সার্ভিস, বাস সার্ভিস ও রেলওয়ে সার্ভিসের উপর বিদ্যমান ১০ শতাংশ নীট মূসকের হার বাতিল করে প্রমিত হারে মূসক আরোপের প্রস্তাব করছি। তাছাড়াও কতিপয় সেবা যেমন, মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ, ডকইয়ার্ড, ফটো নির্মাতা, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা ও পরিবহন ঠিকাদার (পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহন ঠিকাদার ব্যতীত) এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৪.৫ শতাংশের স্থলে ৭.৫ শতাংশ নীট মূসক এবং ভূমি উন্নয়ন সংস্থা ও ভবন নির্মাণ সংস্থা'র উপর প্রযোজ্য ১.৫ শতাংশ নীট মূসকের পরিবর্তে ৩ শতাংশ নীট মূসক এবং সকল জুয়েলারী সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীট মূসক ২ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি। এছাড়াও সাধারণ রেস্তোঁরার (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়) উপর প্রযোজ্য নীট মূসক ৬.০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭.৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

১৮০। নতুন আইনে উত্তরণের স্বার্থে এ বছরের বাজেটে সম্পূরক শুল্ক কাঠামোতে কিছুটা সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্যের আওতাভুক্ত কতিপয় পণ্যের মূল্য যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। বিদ্যমান অব্যাহতির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার অভিপ্রায়ে মূসক অব্যাহতির কতিপয় খাত বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সকলের জ্ঞাতার্থে নিম্নে বর্ণনা করছি:

(ক) অপরিশোধিত ও পরিশোধিত সয়াবিন, অপরিশোধিত পাম তেল ও পরিশোধিত সূর্যমুখী তেল এর ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ এর পরিবর্তে বিদ্যমান ১০ শতাংশ রেয়াতি হার ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বহাল আছে। ভোজ্য তেলের মূল্য স্থিতিশীল ও জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার স্বার্থে আলোচ্য রেয়াতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি;

(খ) অন্যান্য ভোজ্য তেল যেমন ক্যানোলা অয়েল, রেপসীড অয়েল, কোলজা সীড অয়েল ইত্যাদির উপর আমদানি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূসক এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করে ১০ শতাংশ হারে আরোপসহ স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ১ (এক) টাকা মূসক আরোপের প্রস্তাব করছি;

(গ) সমুদ্রগামী জাহাজের (ধারণক্ষমতা ৫০০০ DWT এর উর্ধ্বে) উপর বিদ্যমান মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। তার পরিবর্তে পণ্য ও যাত্রীবাহী ক্ষুদ্র নৌযানের উপর ওজনভিত্তিক টন প্রতি ২,৫০০ টাকা হারে ট্যারিফ মূল্য ধার্য করে মূসক আদায়ের প্রস্তাব করছি;

(ঘ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে জন্ম নিরোধক সামগ্রী সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সকল প্রকার জন্ম নিরোধক সামগ্রীর উপর ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রযোজ্য মূসক অব্যাহতির প্রস্তাব করছি; এবং

(ঙ) দেশে উৎপাদিত ফিলামেন্ট ল্যাম্পে ১৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আছে। এর ফলে উচ্চমূল্যের কারণে ফিলামেন্ট বাল্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকছে। সার্বিক বিবেচনায় দেশীয় ফিলামেন্ট ল্যাম্পের বিদ্যমান ১৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। উল্লেখ্য, দেশে উৎপাদিত এনার্জি সেভিং বাল্ব এর উপর কোন সম্পূরক শুল্ক নেই।

(চ) বাংলাদেশে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলোর কার্যক্রম প্রায় অনিয়ন্ত্রিত। এখানে বিদেশী পে-চ্যানেলের অবাধ প্রচার চলে। অথচ আমাদের চ্যানেলগুলোর প্রচার আমাদের নিকটস্থ দেশে সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় ''স্যাটেলাইট চ্যানেল ডিস্ট্রিবিশন" ব্যবস্থাটিকে যৌক্তিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাদের এই উদ্যোগটি চূড়ান্ত করতে আরো কয়েক মাসের প্রয়োজন। এজন্য এই বিষয়ে আমরা সম্পূরক শুল্কহার পরিবর্তন করার চিন্তা-ভাবনা থেকে সরে এসেছি। আপাতত ২৫

শতাংশ শুল্কহার বহাল থাকছে। কিন্তু ৬ মাস পরে এই বিষয়টি সার্বিকভাবে পুনর্বিবেচনা করা হবে।

(ছ) বর্তমানে মোবাইল অপারেটরদের সিমকার্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা শুল্ক/কর ধার্য আছে এবং তা আগামীতেও বহাল থাকবে। প্রতিস্থাপিত সিমকার্ডের উপর কোন শুল্ক/কর আরোপিত নেই। ফলে রাজস্ব হিসাবায়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়। স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিস্থাপিত সিমকার্ডের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা হারে শুল্ক/কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

(জ) সারাদেশে প্রায় ৬ হাজার ইট-ভাটা আছে। এগুলোর বিরাট অংশ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে রাজস্ব আদায় ও মনিটরিং কঠিন হয়ে পড়েছে। এ কারণে ইটভাটার মালিকগণকে মূসক কর্তৃপক্ষের নিকট চিমনী সংক্রান্ত বাৎসরিক ঘোষণা প্রদানকালে প্রদেয় মূসক এর সমপরিমাণ মূল্যের নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার প্রস্তাব করছি।

(ঝ) কিডনী রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে কিডনী ডায়ালাইসিস সলিউশন এর উপর প্রযোজ্য মূসক সম্পূর্ণ মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।

(ঞ) মেডিটেশন সেবা গ্রহণ করে হতাশাগ্রস্ত অনেক মানসিক ও শারিরীক ব্যধিগ্রস্ত মানুষ মুক্তির প্রয়াস পায়। সে কারণে মেডিটেশন সেবার উপর প্রযোজ্য মূসক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

দশম অধ্যায়

উপসংহার

মাননীয় স্পীকার

১৮১। ২০০৯ সালে এ দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার একটি সুস্পষ্ট পথ-নকশা 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে আমরা সরকার গঠন করেছিলাম। দেশবাসীর কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল ২০২১ সালে এ দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার, যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ জনশক্তি আর উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। প্রতিষ্ঠিত হবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার। বিজ্ঞান মনস্কতা এবং তথ্য-প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহারের কারণে এ দেশ পরিচিতি লাভ করবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে। বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানা অভিঘাতে আমাদের এগিয়ে চলার পথ নির্বিঘ্ন ছিলনা। তা সত্ত্বেও আমরা জনগণের কাছে দেয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রত্যয় থেকে কখনও সরে দাঁড়াইনি। জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতায় আমরা সেই অঙ্গীকার পূরণের পথে নিরন্তর এগিয়ে চলেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি উন্নয়নের পথে আমাদের এই সম্মিলিত অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং কোন অপশক্তির অশুভ তৎপরতায় থমকে দাঁড়াবে না।

১৮২। আমি এতক্ষণ আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আগামী দিনের নীতি-কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার একটি বিবরণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমাদের বিভিন্ন খাতে কার্যক্রম যেমন বর্ণনা করেছি ঠিক তেমনি এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে অর্থায়নের নানা প্রস্তাবও তুলে ধরেছি। অবশ্যি, বলতে পারেন যে, আমাদের কার্যক্রম এবং অর্থায়ন পরিকল্পনা উচ্চাভিলাসী। কিন্তু আমরা প্রমাণ করেছি যে উচ্চাভিলাসী কার্যক্রম আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি। গত পাঁচ বছরে আমাদের বাস্তবায়ন দক্ষতা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। আমরা সচরাচর সংশোধিত বাজেটের ৯৬ শতাংশ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ মেয়াদে আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য হবে রূপকল্প বাস্তবায়ন করতে আমাদের যা যা করণীয় তা দ্রুত সম্পন্ন করা। আমার বিশ্বাস আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট আমাদের সেই করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করবে।

মাননীয় স্পীকার

১৮৩। অনেকেই জানেন যে, আমি কর্মব্যস্ত আশি বছর অতিক্রম করেছি। অর্জন ও ব্যর্থতার দোলাচলে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে আমি কখনও আশাবাদ ব্যক্ত করতে এবং রাখতে কার্পণ্য করি নি। আমি আগেও বলেছি যে, কালো মেঘের আড়ালে আমি সোনালি রেখা দেখতে পাই। বাংলাদেশের অপরিমেয় সম্ভাবনায় এদেশের তরুণদের মতো আমিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই অপরিমেয় সম্ভাবনার স্বার্থে আমরা চাই একটি অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র। বাংলাদেশের জনগণও প্রতিটি কঠিন সময়ে এই আদর্শে বিশ্বাস রেখে এগিয়ে গেছেন এবং সাফল্য অর্জন করেছেন। এবারেও তার কোন হেরফের হবে বলে আমি মনে করি না। সেই বিশ্বাসে অটুট থেকে আমি আহ্বান জানাবো আমাদের দেশের সব রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়ন এবং মঙ্গালের স্বার্থে সব রকম সহিংসতা থেকে বিরত থাকতে। প্রতিবাদ ও সমালোচনা অবশ্যিই হবে, কিন্তু সেজন্য কোন সহিংস পথ অবলম্বন করা চলবে না। একটি জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ জাতি কোনমতেই হত্যা এবং ভাংচুরের রাস্তা সহ্য করবে না।

১৮৪। পরিশেষে আবারও স্মরণ করব আমাদের নিরন্তর প্রেরণার উৎস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আত্মকথায় তিনি লিখেছেন ‘একজন বাঙ্গালী হিসাবে যা কিছু বাঙ্গালীদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।’ আমরা বঙ্গবন্ধুর সৈনিক – এদেশের মাটি আর মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম ভালোবাসার উত্তরাধিকারী। সেই উত্তরাধিকারের শক্তি নিয়ে দৃঢ়চিত্তে বলতে চাই বরাবরের মত জনগণের সুখে-দুঃখে আমরা তাঁদের পাশে থাকব। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সকল অপতৎপরতা নস্যাৎ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাব এক সম্ভাবনাময় আগামীর পথে। উত্তর প্রজন্মের জন্য রেখে যাব এমন এক দেশ, যেখানে থাকবে না দারিদ্র আর বৈষম্য, অনৈক্যের অপছায়া, আর অপশাসনের নিষ্পেষণ।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পরিশিষ্ট-ক

সারণি-১: বিগত পাঁচ বছরের বাজেটে উল্লিখিত ইতোমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন নীতি/কর্মসূচি/কার্যক্রম

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
	বাজেট ও পরিকল্পনা
১.	২০১০-২১ মেয়াদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন
২.	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) প্রণয়ন
৩.	সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
৪.	সফলভাবে বিশ্ব-মন্দা মোকাবেলা
৫.	আন্তর্জাতিক মানসম্মত (Moody's & Standard and Poor's) ঋণমান অক্ষুণ্ন রাখা
৬.	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট ও পরিকল্পনা অধিশাখা সৃজন
৭.	উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক ম্যাপিং শুরু করা
৮.	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্তকরণ
৯.	পরীক্ষামূলকভাবে কর্মকৃতিভিত্তিক নিরীক্ষা (Performance Audit) কার্যক্রম চালু করা
১০.	সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়নে আধুনিক সফট্ওয়্যার সংগ্রহ ও স্থাপন
১১.	মধ্যময়াদি ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল (Medium Term Debt Management Strategy (MTDS) এর খসড়া প্রণয়ন
১২.	Digital ECNEC প্রকল্পের মাধ্যমে অনলাইনে প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন এর ব্যবস্থা গ্রহণ
১৩.	বিভিন্ন সংস্থায় সরকারের ইক্যুইটি-র হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাটাবেজ প্রস্তুত
১৪.	বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত বড় প্রকল্পের তালিকা প্রণয়নসহ পরিবীক্ষণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ/বৈদেশিক সাহায্য আহরণের সার্বিক নির্ঘন্ট প্রণয়ন
১৫.	সর্বোচ্চ প্রকল্প সাহায্যপ্রাপ্ত ৫০টি প্রকল্প চিহ্নিত করে তাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা
১৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে ছয়টি বৃহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার জন্য 'First Track Project Monitoring' কমিটি গঠন
	আর্থিক খাত
১৭.	মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ প্রণয়ন
১৮.	পুঁজিবাজারের মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন
১৯.	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন

২০.	বীমা আইন ২০১০ প্রণয়ন
২১.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধন
২২.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ সংশোধন
২৩.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন
২৪.	The Exchanges (Demutualization) Act, 2013 সংসদে অনুমোদন
২৫.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯০ সংশোধন
২৬.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ সংশোধন
২৭.	Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 প্রণয়ন
২৮.	Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules 2013 প্রণয়ন
২৯.	Bangladesh Securities and Exchange Commission (Right Issues) Rules 2006 সংশোধন
৩০.	Bangladesh Securities and Exchange Commission (Merchant Banker and Portfolio Manager) Rules 1996 সংশোধন
৩১.	গ্রামীণ ব্যাংক সংশোধন আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
৩২.	শেয়ারবাজারে অনিয়ম ও কারচুপি দ্রুত চিহ্নিত করতে Surveillance Software স্থাপন
৩৩.	আইপিওতে আবেদনকৃত কোম্পানির সম্পদ মূল্যায়নের নীতিমালা বিষয়ে নোটিফিকেশন সম্বলিত গেজেট প্রকাশ
৩৪.	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা
৩৫.	বীমা কর্পোরেশন আইন ২০১৩ প্রণয়নের কাজ শুরু
৩৬.	বীমা আইন, ২০১০ প্রণয়ন এবং বীমা উন্নয়ন ও কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ এর আলোকে তিনটি বিধিমালা ও ৮টি প্রবিধানমালা গেজেটে প্রকাশ
৩৭.	৫ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রাসহ Bangladesh Fund (open end fund) গঠন, ৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত যার নিট সম্পদ ১ হাজার ৭৬৬ কোটি টাকায় উন্নীত
৩৮.	ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
৩৯.	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠন
৪০.	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় নির্ধারণ

৪১.	তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণের সম্মিলিতভাবে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ৩০ শতাংশ এবং এককভাবে ২ শতাংশ শেয়ার ধারণ বাধ্যতামূলক করা
৪২.	কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইনকে যুগোপযোগীকরণ
৪৩.	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ এবং সকল শাখা অফিসসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন
৪৪.	বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক হিসাবায়ন, ক্রয় ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে ইআরপি সফট্ওয়্যারের আওতায় আনা
৪৫.	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ সুপাভিশন ও মনিটরিং এর লক্ষ্যে ইনট্রিগেটেড ব্যাংক সুপারভিশন সিস্টেমস্ চালু
৪৬.	বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেজারি, সিকিউরিটি সিস্টেম, বিনিয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রম ব্যাংকিং সফট্ওয়্যারেরর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ
	ব্যবসা-পরিবেশ
৪৭.	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং ৫টি এলাকাকে অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিতকরণ
৪৮.	পিপিপি পলিসি ও নীতি এবং গাইড লাইনস ২০১০ গেজেট আকারে প্রকাশ
৪৯.	Viability Gap Fund ব্যবহারের জন্য গাইডলাইন ও স্কীম প্রকাশ
৫০.	আমদানি নীতিমালা ২০১২-১৫ জারি; রপ্তানি নীতিমালা ২০১২-১৫ এর খসড়া প্রণয়ন
৫১.	প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ গেজেটে প্রকাশ
৫২.	বিনিয়োগে ওয়ানস্টপ সেবা প্রদান
৫৩.	চট্টগ্রামে রাজস্ব বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বন্ড কমিশনারেট ও আপিল কমিশনারেট স্থাপন
৫৪.	পিপিপি সহায়তা ফান্ড এবং ইকনোমিক ভায়াবিলিটি ফান্ড (ইভিএফ) গাইডলাইনস্ অনুমোদন
৫৫.	PPP Office প্রতিষ্ঠা
৫৬.	বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) নামে একটি কোম্পানি গঠন
৫৭.	পিপিপি পাইলট প্রকল্পসমূহের কারিগরি সহায়তার জন্য কারিগরি সহায়তা তহবিল গঠন ও এ তহবিল ব্যবহারের জন্য গাইডলাইন ও স্কীম প্রকাশ
৫৮.	পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের নিমিত্ত বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে Investment Promotion and Financing Facility (IPFF) প্রকল্প বাস্তবায়ন
	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
৫৯.	Power Sector Master Plan চূড়ান্ত অনুমোদন

৬০.	নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়ন
৬১.	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা জারি
৬২.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৬৩.	বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৬৪.	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২ জারি
৬৫.	২০০৯ হতে ২০১৪ সালের মার্চ মাস নাগাদ ৫ হাজার ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তকরণ
৬৬.	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,৩৪১ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ
৬৭.	নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ১৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন
৬৮.	অতিরিক্ত ৬৪৪ কিলোমিটার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, ২৪ হাজার ৯৮০ কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন স্থাপন এবং ১০টি নতুন উপকেন্দ্র স্থাপন
৬৯.	গ্যাসভিত্তিক ৮টি পুরনো বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামতের মাধ্যমে ৪২৪ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন
৭০.	বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসের লক্ষ্যে ৫৭ হাজার প্রি-পেইড মিটার স্থাপন; আরো ২৪ হাজার স্থাপনের কাজ চলমান
৭১.	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহারের মাধ্যমে ৮০ থেকে ৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয়
৭২.	নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগের জন্য 'গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড' নামে তহবিল গঠন
৭৩.	বিপিসি'র জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১০.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ
৭৪.	কৈলাসটিলা ও হরিপুরে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যারেল উত্তোলনযোগ্য তেলক্ষেত্র আবিষ্কার
৭৫.	১৯টি গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদনরত ৮৪টি গ্যাসকুপ হতে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার ৩৩২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন
৭৬.	দৈনিক ৫৮৮ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্তকরণ
৭৭.	দেশের একমাত্র গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী বাপেক্সের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ
৭৮.	ঢাকার লালমাটিয়া ও মোহাম্মদপুর এলাকায় আবাসিক গ্রাহকদের প্রি-পেইড মিটারিং এর আওতায় আনয়ন
৭৯.	৪ হাজার ৫১০ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স-১৪৪৫ ও আইওসি- ৩০৬৫ লাইন কিলোমিটার) ২-ডি সাইসমিক সার্ভে এবং ২১৬৩ বর্গ কিলোমিটার (বাপেক্স-১৪৪৭ ও আইওসি-৭১৬) ৩-ডি সাইসমিক কার্যক্রম সম্পন্নকরণ
৮০.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নামে একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ গঠন
৮১.	পল্লী বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ৯৩টি সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন
৮২.	৩৯৩ কি.মি. উচ্চচাপ বিশিষ্ট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন
৮৩.	৭টি অনুসন্ধান কূপ খননের মাধ্যমে ২টি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র (সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল) আবিষ্কার

৮৪.	বাপেক্স কর্তৃক ৩-ডি জরিপের মাধ্যমে ৬টি গ্যাস স্ট্রাকচার আবিষ্কার
	সমন্বিত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন
৮৫.	খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন
৮৬.	১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬০ হাজার কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান এবং ৯৭ লক্ষ ২২ হাজার কৃষকের নামে ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলা
৮৭.	কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ/একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি
৮৮.	কৃষি প্রণোদনা অব্যাহত রাখা
৮৯.	বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি - বিএডিসির বোরো বীজ সরবরাহ ক্ষমতা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মোট চাহিদার ১৮ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৯০.	সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
৯১.	উন্নত জাতের বীজ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ হাজার একর আবাদযোগ্য পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনয়ন
৯২.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ প্রণয়ন
৯৩.	হাওর এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ
৯৪.	হাওর বোর্ড গঠন
৯৫.	কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ অনুমোদন
৯৬.	লবণাক্ততা সহিষ্ণু বিনা-৮ ও ব্রি-৪৭ ধান আবাদের কার্যক্রম শুরু
৯৭.	লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রি-৫৩ ও ৫৪ ধান এবং বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য ব্রি-৫১ ও ৫২ ধান উদ্ভাবন
৯৮.	৩০টি উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে মাটির উর্বরতার ভিত্তিতে সার প্রয়োগের কার্যক্রম চালু
৯৯.	কৃষি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এবং ট্রাস্টি বোর্ড গঠণ
১০০.	পাটের আঁশ ছাড়ানোর জন্য রিবনার ও নগদ সহায়তা প্রদান
১০১.	জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের জন্য ২০০৯-১০ হতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৮ লক্ষ কৃষকের বসত ভিটায় কম্পোষ্ট সারের স্তুপ স্থাপন (মোট ৪১ লক্ষ)
১০২.	কৃষিক্ষেত্রে ই-তথ্য সার্ভিস চালু
১০৩.	দেশের সকল ইউনিয়নে কৃষি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার চালু
১০৪.	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১২ লক্ষ ফেয়ার প্রাইস কার্ড বিতরণ
১০৫.	সার্ক সিড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর
১০৬.	দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১২৬টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা
১০৭.	বর্গাচাষিদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার Refinancing Fund প্রতিষ্ঠা
১০৮.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ
১০৯.	২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ৫ বছরে মাছের উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ

১১০.	১২টি বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ
১১১.	মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১১২.	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১১৩.	মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ জারি
১১৪.	সমাজভিত্তিক মৎস্য সংগঠন গড়ে তোলা
১১৫.	বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে বিগত চার বছরে ৪৮৩টি নতুন মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন
১১৬.	জাটকা সংরক্ষণ; ইলিশের ৫টি অভয়াশ্রম স্থাপন
১১৭.	পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষ- ২০০১-০২ অর্থবছরের ০.৯৮ লক্ষ টন থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২.২৯ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ
১১৮.	সমবায় গো-চারণভূমি নীতি, ২০১১ জারি
১১৯.	পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ প্রণয়ন
১২০.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১২১.	কৃষি ঋণের প্রবাহ অব্যাহত রাখা
১২২.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ২৩ হাজার ২২৭টি গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি
১২৩.	জাতীয় সমবায় নীতিমালা অনুমোদন
১২৪.	গ্রামের সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় আনার লক্ষ্যে ৬৪টি জেলার ৬৮ উপজেলায় ৪ হাজার ২৭৫টি সমিতি গঠন
১২৫.	উত্তরাঞ্চলে হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ
১২৬.	সারাদেশে ৪৯৩টি সমবায় বাজার চালু
১২৭.	সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা ২০১৩জারি।
১২৮.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদন
১২৯.	গড়াই নদীর ওপর শহররক্ষা বাঁধ নির্মাণ
১৩০.	বন্যামুক্ত এলাকার সেচযোগ্য ৭৮.৫৭% জমিতে সেচ প্রদান
১৩১.	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্নকরণ; বর্তমানে ৩৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদান
১৩২.	চরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে চর জীবিকায়ন কর্মসূচির প্রথম পর্যায় বাস্তবায়ন শেষে দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন চলমান
১৩৩.	১ লক্ষ ৪০ হাজার ৪১৪ হেক্টর ভূমি সমুদ্রসীমা হতে উদ্ধার
১৩৪.	নদী শাসন ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনার মাধ্যেমে ২০টি বড় শহর, ১২০টি উপজেলা শহর, ৬২০টি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্থানকে নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা

১৩৫.	ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং এর মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ- ৮ বর্গ কি. মি. ভূমি পুনরুদ্ধার
১৩৬.	“Capital Dredging and River Management Strategy of Bangladesh” শীর্ষক 15 eQi †gqv`i পরিকল্পনা গ্রহণ
১৩৭.	১১ হাজার ২৯৮টি পরিবারের মধ্যে পুনরুদ্ধারকৃত ১৫ হাজার ৯০৩ একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান
১৩৮.	ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার নৌপথ স্থাপন
১৩৯.	পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ
১৪০.	৫টি জেটি সুবিধাসহ নিউমুরিং কন্টেইনাল টার্মিনাল নির্মাণ
	সামগ্রিক শিক্ষা খাত
১৪১.	শিক্ষানীতি, ২০১০ জারি
১৪২.	প্রাথমিক স্তরে শতকর ৯৬.০৭ ভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ
১৪৩.	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি অনুমোদন
১৪৪.	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৯ হাজার ২৮৩টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ৯৯১টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ এবং ৫ হাজার ৬৭৩টি ওয়াশব্লক স্থাপন। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ১৫ হাজার ৩৮৮টি টিউবওয়েল স্থাপন
১৪৫.	বিদ্যালয়বিহীণ এলাকায় ৬৭১ টি বিদ্যালয় নির্মাণ; ৬৪৯টি নির্মাণাধীন
১৪৬.	প্রাথমিক স্তরে ১০০ শতাংশ পাঠ্যপুস্তক প্রদান
১৪৭.	কম্পিউটার/কারিগরি শিক্ষাকে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা
১৪৮.	ছাত্র ও ছাত্রী উপবৃত্তির সংখ্যা ২০০৯ সালের ৪৮.২ লক্ষ হতে বর্তমানে প্রায় ৭৮.২ লক্ষ্যে উন্নীতকরণ
১৪৯.	২৬ হাজার ১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি, কমিউনিটি ও অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ
১৫০.	সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার জন্য ৩৭ হাজার শিক্ষকের পদ সৃষ্টি; ১৫ হাজার নিয়োগ প্রদান; ৭ হাজারের নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে
১৫১.	সরকারি সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প চালু
১৫২.	সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া শিশুদের জন্য ‘রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন’ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্রপীড়িত এলাকার ২২ হাজার শিক্ষাকেন্দ্রে ৭ লক্ষাধিক শিশুকে শিক্ষার সুযোগ প্রদান
১৫৩.	স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্রপীড়িত এলাকার ৩০ লক্ষাধিক প্রাথমিক শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ
১৫৪.	‘শহরের কর্মজীবি শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা’ প্রকল্পের আওতায় ১.৬৬ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা
১৫৫.	মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ
১৫৬.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৯ প্রণয়ন

১৫৭.	বরিশাল ও গোপালগঞ্জে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
১৫৮.	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম শুরু
১৫৯.	গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলমান
১৬০.	মঙ্গা/ঘূর্ণিঝড়/নদীভাঙ্গন/বস্তিপ্রবণ এলাকায় উপবৃত্তির হার ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণ
১৬১.	রেজিষ্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সমপরিমাণ অনুদান প্রদানের বিধি প্রবর্তন
১৬২.	বন্যা/নদীগর্ভে বিলীন ৩৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ
১৬৩.	প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণয়ন এবং প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা
১৬৪.	NSDC সচিবালয় স্থাপন ও জনবল নিয়োগ শেষে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা
১৬৫.	স্নাতক পর্যায়ে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭২৬ জন ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান; উপবৃত্তি প্রদানের জন্য আরো ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫১৪ জন ছাত্রী নির্বাচন
১৬৬.	মাধ্যমিক পযায়ে ৩০ শতাংশ দরিদ্র ছাত্রীর পাশাপাশি ১০ শতাংশ দরিদ্র ছাত্রকে উপবৃত্তি প্রদান
১৬৭.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়কে ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ভাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা
১৬৮.	সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন শেষে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ২০১৩ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এবং সৃজনশীলদের স্বীকৃতি প্রদান
১৬৯.	মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন বাধ্যতামূলক কোর বিষয় চালু
১৭০.	৩৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
১৭১.	১২ হাজার ৫৫৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু এবং অবশিষ্ট ৯৪৩টি নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ
১৭২.	৫টি নতুন মেডিকেল কলেজ এবং ৫টি ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ
১৭৩.	১টি নার্সিং কলেজ ও ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ
১৭৪.	৫ হাজার ৫৩৭টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃজন এবং সিনিয়র স্টাফ নার্সের ৪ হাজার ১০০টি পদে নার্স নিয়োগ
১৭৫.	৪ হাজার সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণ
১৭৬.	নতুন হাসপাতাল নির্মাণ, বিদ্যমান হাসপাতালসমূহে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রাখা
১৭৭.	রোগী প্রতি পথ্যের হার ৭৫/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২৫/- টাকায় উন্নীতকরণ
১৭৮.	Essential Drug List বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ model list অনুসরণে হাল নাগাদকরণ

১৭৯.	বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৮০.	ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮২ সংশোধন
১৮১.	জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১ চূড়ান্তকরণ
১৮২.	জাতীয় জনসংখ্যানীতি, ২০১২ চূড়ান্তকরণ
১৮৩.	রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা, ইউজার-ফি আহরণ নীতিমালা প্রণয়ন
১৮৪.	ই-হেলথ কর্মসূচি চালু, ৮০০ সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন
১৮৫.	৬৪টি জেলা হাসপাতাল, ৪৮২টি উপজেলা হাসপাতাল এবং আরো প্রায় ৫০০টি বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে মোবাইল ফোন সরবরাহ
১৮৬.	১৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু
১৮৭.	১২ হাজার ৫৫৭টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ওয়েব ক্যামেরাযুক্ত মিনি ল্যাপটপ প্রদান
১৮৮.	স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন পদে প্রায় ৪০ হাজার নিয়োগ প্রদান
১৮৯.	বিসিএস এর মাধ্যমে ২ হাজার ৫৩২ জন চিকিৎসক নিয়োগ
১৯০.	পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য অধিদপ্তরে সাড়ে ৬ হাজার কর্মচারি নিয়োগ
১৯১.	১৩৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু
১৯২.	ইপিআই কর্মসূচিতে ১ বছরের কম বয়সী টিকাপ্রাপ্ত শিশুর হার ৮৩ শতাংশে উন্নীতকরণ
১৯৩.	১টি টিকার মাধ্যমে শিশুর ৬টি রোগের প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ
১৯৪.	৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৬৫ থেকে ৪১ এ নেমে এসেছে
১৯৫.	মাতৃমৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৩.৪৮ থেকে ১.৯৪ এ নেমে আসা
১৯৬.	শিশুদের ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানোর হার ৪২ শতাংশ হতে ৬৪ শতাংশে উন্নীত
১৯৭.	৬ মাস থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার ৯৫ শতাংশে উন্নীতকরণ
১৯৮.	রাতকানা রোগের হার ০.০৪ শতাংশে নামিয়ে আনা
১৯৯.	দেশের সকল উপজেলায় Dots কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে যক্ষা রোগীর চিকিৎসায় ৯২% সাফল্য অর্জন
২০০.	কুষ্ঠ রোগী সনাক্তকরণে শতকরা ৮৭ ভাগ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন
২০১.	পাঁচটি জেলায় সম্পূর্ণরূপে ফাইলেরিয়া নির্মূলকরণ
২০২.	ইন্সটিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস স্থাপন ও কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর

	যুব ও ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং ধর্ম
২০৩.	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১০ প্রণয়ন এবং বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

২০৪.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২০৫.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২০৬.	জাতীয় হজ্জ নীতি, ২০১০-১৪ জারি
২০৭.	গ্রন্থাগারে বই সরবরাহের সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন
২০৮.	৩১টি জেলায় গণগ্রন্থাগার নির্মাণ
২০৯.	লালবাগ কেল্লার সংস্কার, সংরক্ষণ ও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালু
২১০.	সংরক্ষণের জন্য ৪৪৮টি প্রত্নতাত্তিক স্থাপনা চিহ্নিতকরণ
২১১.	বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আধুনিকায়ন- ডিজিটাল লাইব্রেরি গঠন
	ভৌত অবকাঠামো
২১২.	জাতীয় বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা,২০১৩ প্রণয়ন
২১৩.	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ প্রণয়ন এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা
২১৪.	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন ২০১৩ প্রণয়ন
২১৫.	২০ বছর মেয়াদি রোড মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও প্রকাশ
২১৬.	বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন
২১৭.	২০ বছর মেয়াদি (২০০৫ হতে ২০২৪) Strategic Transport Plan (STP) অনুমোদন
২১৮.	National Road Safety Strategic Action Plan 2011-2013 প্রণয়ন ও প্রকাশ
২১৯.	কর্ণফুলী নদীর উপর Extradozed Box Girder সেতু নির্মাণ
২২০.	রিয়েল স্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২২১.	সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কলোনি স্থাপন
২২২.	বিশ্বরোড/বিমানবন্দর সড়কের সংযোগস্থল এবং মিরপুর হতে বিমানবন্দর সড়কে কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ
২২৩.	বনানী রেলক্রসিংয়ে ওভারপাস নির্মাণ
২২৪.	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন ২০১৩ প্রণয়ন
২২৫.	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মোট ১০৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ ওবং ১ হাজার ২৬১ টি প্লট উন্নয়নের কাজ সমাপ্তকরণ; ৪৪ হাজার ৩১৬টি প্লট ও ৩২ হাজার ২৫৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলমান
	শিল্পায়ন
২২৬.	শিল্প নীতি, ২০১০ অনুমোদন
২২৭.	মহিলা উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রণয়ন
২২৮.	পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ
২২৯.	BJMC এর সকল ব্যাংক দায় এবং কতিপয় অন্যান্য দায় সরকার কর্তৃক পরিশোধ এবং পাটখাতকে চাঙ্গাকরণ

২৩০.	ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৩১.	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৩২.	এসএমই খাতকে পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা অব্যাহত রাখা
২৩৩.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৩৪.	Policy and Strategy for Public-Private-Partnership (PPP), 2010 জারি
২৩৫.	বাংলাদেশ রাবার নীতি, ২০১০ জারি
২৩৬.	জাতীয় লবণনীতি, ২০১১ জারি
২৩৭.	শিপ ব্রেকিং ও রি-সাইক্লিং নীতিমালা, ২০১১ জারি
২৩৮.	পাটনীতি, ২০১১ জারি
২৩৯.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১২ জারি
২৪০.	শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্কিত আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৪১.	বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৪২.	জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০ জারি
২৪৩.	বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৪৪.	ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
২৪৫.	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
২৪৬.	চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৪৭.	কৌশলগত শিল্প খাতে নগদ প্রণোদনা প্রদান
২৪৮.	পোশাক শিল্পের ২৭৯টি রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণ অবসায়ন
২৪৯.	বস্ত্র ও পাট খাতের ৬৯টি রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের ঋণ অবসায়ন
২৫০.	হিমায়িত খাদ্য শিল্পে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি
২৫১.	আখ চাষে সমন্বয়ের জন্য ডিজিটাল ই-পূর্জি পদ্ধতি চালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি পুরস্কার Manthan Asia Award লাভ
	জলবায়ু ও পরিবেশ
২৫২.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ প্রণয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ট্রাস্ট ফান্ড গঠন
২৫৩.	Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 জারি
২৫৪.	Bangladesh Climate Change Resilience Fund গঠন
২৫৫.	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ জারি
২৫৬.	পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ জারি
২৫৭.	বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ জারি
২৫৮.	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-১৫ অনুমোদন
২৫৯.	ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব বায়ো-টেকনোলজি আইন, ২০১০ প্রণয়ন

২৬০.	আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৪০টি আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস নির্মাণ
২৬১.	শতকরা ৯৫ ভাগ সেনিটেশন কভারেজ অর্জন যা সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক; দেশের ৪টি জেলা, ৫৮টি পৌরসভা, ১১৪টি উপজেলা এবং ১ হাজার ৩৮৭টি ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
২৬২.	ইট প্রস্তুতকরণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
২৬৩.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ২০১৩ প্রণয়ন
২৬৪.	ঢাকার আশে পাশের নদীসমূহকে দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণাপূর্বক নদীসমূহের পরিবেশ সংরক্ষণে নির্দেশনা প্রদান
২৬৫.	ঢাকায় ইপিজেড এলাকায় Central Effluent Treatment Plant স্থাপন
২৬৬.	৮৩৪টি শিল্প কারখানায় ইটিপি (Effluent Treatment Plant) স্থাপন
২৬৭.	ইটিপি স্থাপনসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সহজশর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠণ
২৬৮.	পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২১ টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন অফিস স্থাপন
২৬৯.	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য দেশের ৩৪টি এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা। বর্তমানে সংরক্ষিত এলাকা দেশের মোট আয়তনের ১.৮ শতাংশ
২৭০.	জীব নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২ জারি
২৭১.	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ এ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ জারি
২৭২.	করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা ২০১২ অনুমোদন
২৭৩.	৬টি গুরুত্বপূর্ণ শহরে ৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপন
২৭৪.	Climate Change Trust Fund এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ৪টি প্রকল্পের আওতায় উপকুলীয় অঞ্চলে ক্রস ড্যাম ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ
	ডিজিটাল বাংলাদেশ
২৭৫.	৬৪টি জেলায় জেলা ই-সার্ভিস সেন্টার স্থাপন; ১টি জেলাকে ডিজিটাল জেলা হিসেবে ঘোষণা
২৭৬.	৪৫০টি উপজেলাকে টেলিটক নেটওয়ার্কের মধ্যে আনয়ন
২৭৭.	টেলিটকের মাধ্যমে ৩-জি প্রযুক্তি প্রবর্তন এবং ২.৫-জি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
২৭৮.	ই-পেমেন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং সহ ই-কমার্স চালুর সহায়ক আইনী অবকাঠামো সৃষ্টি
২৭৯.	ই-পেমেন্ট, ই-কমার্স কার্যক্রমের নিরাপত্তার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ৬টি certifying authority-র মধ্যে ৩টি কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু ও এ সংক্রান্ত সেবা প্রদান শুরু
২৮০.	সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ই-ফাইলিং চালু

২৮১.	টেলিডেনসিটি ৭৭.৮১% এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ২৩.৬৯%এ উন্নীতকরণ
২৮২.	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি অফিসের মোট ২৪ হাজার ওয়েবপোর্টাল তৈরি
২৮৩.	সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইডথ্ ৪৪.৬ Gbps থেকে ২০০ Gbps এ উন্নীত করা
২৮৪.	সাড়ে ৪ হাজারের অধিক ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন
২৮৫.	জাতীয় আইসিটি আইন, ২০০৯ ও আইসিটি নীতিমালা, ২০০৯ প্রণয়ন
২৮৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১ প্রণয়ন
২৮৭.	ডিজিটাল সিগনেচার কর্মসূচির আওতায় বিধিমালা/প্রবিধান/গাইডলাইন প্রণয়ন
২৮৮.	লাইসেন্সিং গাইডলাইন, অডিট গাইডলাইন ও সিপিএস গাইডলাইন প্রণয়ন এবং সার্টিফাইড প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন
২৮৯.	সকল সরকারি দপ্তরকে সমন্বিত আইটি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ
২৯০.	সকল ধরণের সরকারি ক্রয়ের জন্য e-procurement ও e-monitoring ব্যবস্থা চালু
২৯১.	বিমানে ভ্রমণ/মাল পরিবহণকে ই-বাণিজ্যের আওতায় আনয়ন
২৯২.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০০৯ জারি
২৯৩.	International Long Distance Telecommunications Services (ILDTS) Policy, 2010 জারি
২৯৪.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি, ২০১১ জারি
২৯৫.	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৯৬.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৯৭.	আইসিটি খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমমূলধন তহবিলে বরাদ্দ প্রদান
২৯৮.	বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম অটোমেশন করার জন্য নেট ওয়ার্কিং, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, ব্যাংকিং এপ্লিকেশন, আইটি ল্যাব স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা
২৯৯.	ই-কমার্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ স্থাপন
	দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা
৩০০.	প্রতিবন্ধীদের জন্য One Stop Service চালু
৩০১.	দারিদ্রের হার ২০১৩ সালে ২৬.২ শতাংশে হ্রাস
৩০২.	২০০৯-১০ অর্থবছর হতে মোট ৬৮টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন; ৩ লক্ষ ৫০ হাজার প্রতিবন্ধীকে বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান
৩০৩.	অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের মাথাপিছু মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান
৩০৪.	অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩লক্ষ ১৪ হাজার ৬০০ জনে উন্নীতকরণ
৩০৫.	বিধবা/স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাদের মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান।

৩০৬.	এতিম শিশুদের কল্যাণে খোরাকি ভাতা প্রদান এবং বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান অব্যাহত রাখা
৩০৭.	মিরপুরের অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রাঙ্গনে অটিস্টিক শিশুদের জন্য পার্ক স্থাপন; ৬৮টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের সাথে একটি করে অটিজম কর্ণার চালু
৩০৮.	বয়স্ক ভাতা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ হতে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজারে উন্নীতকরণ
৩০৯.	অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 'সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম' পরিচালনা;
৩১০.	এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্গঠন ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান তহবিল গঠন
৩১১.	মঙ্গাপীড়িত এলাকায় হতদরিদ্রদের জন্য কর্ম সৃজন
৩১২.	বর্তমানে খাদ্যশস্য মজুদের সক্ষমতা প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ এবং ১১ লক্ষ মেট্রিক টনের অধিক পরিমাণ আপদকালীন মজুদ সংরক্ষণ
৩১৩.	খাদ্যমূল্য সহনীয় রাখা/ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ওএমএস, সুলভমূল্যে খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা
৩১৪.	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ পাশ
৩১৫.	ঘরে ফেরা কর্মসূচি পুনরায় চালুকরণ
৩১৬.	শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য শেল্টার হোম নির্মাণ
৩১৭.	ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের পুনর্বাসন আইন, ২০১১ প্রণয়ন
৩১৮.	বন্য প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১০ জারি
৩১৯.	বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১১ জারি
৩২০.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১ জারি
৩২১.	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে উপকূলীয় তিনটি বিভাগে ৬ হাজার ১৮৬টি ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ
৩২২.	দূর্যোগ থেকে দ্রুত উত্তরণ পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রণয়ন
৩২৩.	৩২ হাজার নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরে ইতোমধ্যে ১৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরি, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান
৩২৪.	গ্রামীণ ফোন ও টেলিটকের মাধ্যমে দূর্যোগের আগাম বার্তাসহ এসএমএম প্রেরণ
৩২৫.	যে কোন মোবাইলে ১০৯৪১ ডায়াল করে দৈনিক আবহাওয়া বার্তা সতর্ক সংকেত জানার ব্যবস্থা গ্রহণ
৩২৬.	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভাপতি ও সদস্য সচিবকে এসএমএস এর মাধ্যমে দূর্যোগের আগাম সংবাদ ও পরামর্শমূলক বার্তা প্রেরণ
	কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ
৩২৭.	ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তন ও ক্রমান্বয়ে এর আওতা সম্প্রসারণ

৩২৮.	নতুন ৬১টি দেশসহ মোট ১৫৯টি দেশে কর্মী প্রেরণ
৩২৯.	অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন- বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান
৩৩০.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৩৩১.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা- অভিবাসী শ্রমিকগণকে মাত্র ০৯% সুদে এ ব্যাংক থেকে প্রায় ৪৫ কোটির টাকার সুবিধা প্রদান;
৩৩২.	বিভাগীয় পর্যায়ে ও অভিবাসীবহুল জেলায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখা স্থাপন; প্রবাসীদের ২৪ ঘন্টা সেবা দেয়ার জন্য হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে।
৩৩৩.	অভিবাসন ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু
৩৩৪.	প্রতিটি বিমান বন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেক্স স্থাপন
৩৩৫.	জেলা প্রশাসকদের দপ্তরে প্রবাসী কল্যাণ শাখা খোলা
৩৩৬.	বিদ্যমান ১৬টি শ্রম উইং এর পাশাপাশি ১০১টি পদ সম্বলিত ১২টি নতুন শ্রম উইং সৃজন
	নারী ও শিশু কল্যাণ
৩৩৭.	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ অনুমোদন
৩৩৮.	জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন (৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য পৃথক প্রতিবেদন প্রণয়ন)
৩৩৯.	বাজেটে নারীদের হিস্যা নিশ্চিতকরণ
৩৪০.	নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক ব্যাংক ঋণের সুবিধা নিশ্চিত/সম্প্রসারণ
৩৪১.	প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র ডেস্ক খোলা
৩৪২.	দেশের ৪০টি জেলা সদর হাসপাতালে এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন
৩৪৩.	দারিদ্র্যপীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারের একক অর্থায়নে ভিজিডি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা
৩৪৪.	জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ জারি
৩৪৫.	জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
৩৪৬.	সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা
৩৪৭.	নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কর্মজীবি মায়েদের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহর এবং ১৩টি জেলা শহরে মোট ৪৪টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা
৩৪৮.	দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা ৩৫০ টাকায় উন্নীতকরণ
৩৪৯.	শহরে নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মায়েদের মাসিক ৩৫০ টাকা হারে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি পরিচালনা
৩৫০.	শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে ৮ লক্ষাধিক শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান
৩৫১.	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার স্থাপন
	মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ

৩৫২.	মুক্তিযোদ্ধাদের রেশন প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন
৩৫৩.	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার হার মাসিক ৯০০ টাকা হতে ২,০০০ টাকায় উন্নীতকরণ
৩৫৪.	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদান
৩৫৫.	মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন দেশের বিদেশি বন্ধু ও সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান; এ পর্যন্ত মোট ৬৮১ জন বিদেশি বন্ধু ও সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান
	সুশাসন
৩৫৬.	ITLOS-এর রায়ে বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মহীসোপানে অধিকার নিশ্চিতকরণ
৩৫৭.	যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু- ৮ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর বিচার সম্পন্ন। ১ জনের রায় কার্যকর। অপর ৮ জনের বিচারের প্রক্রিয়া চলমান আছে
৩৫৮.	আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল মোট ৪৮ হাজার ৪৪৪ জনকে আইনী সহায়তা প্রদান
৩৫৯.	বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যুদন্ড কার্যকর
৩৬০.	জাতীয় চার নেতার হত্যার বিচার কাজ সম্পন্ন; আপীল বিভাগ কর্তৃক ৩ জন আসামির মৃত্যুদন্ড ও ১২ জন আসামিকে ১০ বছরের কারাদন্ডের রায় প্রদান
৩৬১.	চট্টগ্রামের ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার বিচার কাজ সম্পন্ন করা
৩৬২.	বিডিআর বিদ্রোহ মামলার বিচার সম্পন্ন করা
৩৬৩.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
৩৬৪.	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়ন
৩৬৫.	বর্ডার গার্ড আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৩৬৬.	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ প্রণয়ন
৩৬৭.	সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ প্রণয়ন
৩৬৮.	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
৩৬৯.	দেয়াল লিখন ও পোষ্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ প্রণয়ন
৩৭০.	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ প্রণয়ন
৩৭১.	পাসপোর্ট আইন, ২০১২ প্রণয়ন
৩৭২.	অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ প্রণয়ন
৩৭৩.	পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ প্রণয়ন
৩৭৪.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৩৭৫.	ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
৩৭৬.	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
৩৭৭.	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
৩৭৮.	জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৩৭৯.	গ্রন্থাগারে বই সরবরাহ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন
৩৮০.	১৪০ কোটি টাকার অভিবাসী দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন

৩৮১.	দূর্নীতি দমন সংশোধন আইন, ২০১৩ পাশ
৩৮২.	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুমোদন
৩৮৩.	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১১ জারি
৩৮৪.	৬১টি জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ
৩৮৫.	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৩৮৬.	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ জারি
৩৮৭.	হাওর ও জলাভূমির উন্নয়নে তথ্য ভান্ডার ও সমন্বিত মাষ্টার প্ল্যান তৈরি
৩৮৮.	২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ভূমির ব্যবহারভিত্তিক জোনিং সম্পন্ন
৩৮৯.	ঢাকা মহানগর জরিপে ১৯১ মৌজার ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৫০৬টি খতিয়ান ও ৪০৮৯টি মৌজা ম্যাপসীট ডিজিটাইজেশান এর কাজ সম্পন্ন করে ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ
৩৯০.	জমি রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাস
৩৯১.	বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা বিধান
৩৯২.	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ (সভা ও কার্যক্রম) বিধিমালা-২০১০, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) বিধিমালা-২০১০ জারি
৩৯৩.	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা ২০১২ প্রণয়ন
৩৯৪.	৬১টি জেলায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন
৩৯৫.	ক্যাবল নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা-২০১০ জারি
৩৯৬.	Electronic Government Procurement নীতিমালা জারি
৩৯৭.	e-GP ও Procurement Management Information System (PROMIS) বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলায় internet connectivity hardware ও software স্থাপন
৩৯৮.	‘সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন
৩৯৯.	প্রায় শতভাগ জন্ম নিবন্ধন সম্পন্নকরণ
৪০০.	দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন)আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
৪০১.	রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা
৪০২.	সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে মোট ২১টি নতুন পৌরসভা গঠণ
	রাজস্ব প্রশাসন
৪০৩.	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পুরক শুল্ক আইন ২০১২ পাশ
৪০৪.	The Customs Act, 1969 সংশোধন
৪০৫.	বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি চালু; বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি বিধিমালা চূড়ান্ত

৪০৬.	২০১৬ সালের মধ্যে কর/জিডিপি অনুপাত ১৩ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর/জিডিপি অনুপাত ছিল ১০.৪; চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট অনুসারে কর জিডিপি অনুপাত ১১.০
৪০৭.	উপজেলা পর্যন্ত কর অফিস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কর বিভাগের কাঠামো পুনর্গঠন
৪০৮.	অন-লাইনে কর পরিশোধের ব্যবস্থা প্রবর্তন
৪০৯.	সকল বিভাগীয় শহরে প্রতি বছর আয়কর মেলা অনুষ্ঠান
৪১০.	স্পট এ্যাসেসমেন্ট এর আওতাভুক্ত স্বল্প আয়ের করদাতাদের জন্য দুই পৃষ্ঠার সহজ আয়কর রিটার্ন ফরম প্রবর্তন
৪১১.	কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যয়িত খরচের জন্য আয়কর রেয়াত প্রদানের বিধান প্রবর্তন
৪১২.	মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দের বেতন আয়করযোগ্য করা
৪১৩.	সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন আয়ের উপর সংশ্লিষ্ট করদাতার নিজস্ব তহবিল থেকে কর পরিশোধের ব্যবস্থা প্রবর্তন
৪১৪.	কর অব্যাহতির সুবিধা হ্রাস ও কর অবকাশ সুবিধা সংকোচন
৪১৫.	ঢাকা ও চট্টগ্রামে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন
৪১৬.	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নতুন ২টি কাস্টম হাউস, ১টি বন্ড কমিশনারেট, ৪টি মূসক কমিশনারেট, ৩টি আপীল কমিশনারেট, ৫৬টি মূসক বিভাগীয় দপ্তর ও ১৪৬ টি মূসক সার্কেল প্রতিষ্ঠা
৪১৭.	চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস (আমদানি) ও (রপ্তানি) একীভূতকরণ

সারণি-২: অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলো বাস্তবায়নাধীন/চলমান

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	বাজেট ও পরিকল্পনা	
১.	প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও কার্যকরকরণ	On-line এ প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদনসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করার জন্য Digital ECNEC প্রকল্পসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ
২.	প্রকল্প সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনপূর্বক ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ চলমান
৩.	বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ADP বাস্তবায়নে নজরদারি	-প্রকল্প পরিবীক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান -আইএমইডির টাস্কফোর্সসমূহ কর্তৃক নিয়মিত বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধনসহ তরান্বিতকরণে অন্যান্য পরামর্শ প্রদান -এডিপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় সংসদসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত প্রদান
৪.	বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অডিট আইন প্রণয়ন	অডিট আইনের খসড়া প্রণয়ন শেষে পরীক্ষাধীন আছে
৫.	বিদ্যমান বাজেট শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা	আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান বাজেট শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে
৬.	প্রজাতন্ত্রের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারির বেতন/ভাতা, পেনশন, পে-রোল, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্বলিত তথ্য ভান্ডার তৈরি	তথ্য ভান্ডার তৈরির প্রাথমিক কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে
৭.	বৈদেশিক সাহায্যের বিকল্প উৎসের অনুসন্ধান	কার্যক্রম চলমান
৮.	জেলাওয়ারি বাজেট	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটের সাথে টাঙ্গাইল জেলার বাজেট মহান সংসদে পেশ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের সাথে আরো ৬ টি জেলার (বিভাগীয় সদর)

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		জেলা বাজেট উপস্থাপন
আর্থিক খাত		
৯.	অনৈতিক আর্থিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ	বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া সমবায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য শাস্তির বিধান চালু। মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানী ও সামাজিক সংগঠনকে আইনী কাঠামোভুক্তকরণের প্রক্রিয়া চলমান
১০.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের সংস্কার	আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ রহিত করে আইনটি নতুনভাবে প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে
১১.	ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৩ প্রণয়ন	আইনটি প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু; স্টেকহোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে
১২.	ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপন	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতির আলোকে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপনের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে
১৩.	ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন প্রণয়ন এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল গঠন	প্রক্রিয়াধীন
ব্যবসা-পরিবেশ		
১৪.	রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিল প্রদানের সময়সীমা কমানো	রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে দলিল প্রদানের সময়সীমা ২ থেকে ৭ দিনে কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে
১৫.	ভূমি রেজিস্ট্রেশন ডিজিটাইজেশন	ভূমি রেজিস্ট্রেশন ডিজিটাইজেশনের জন্য Deed Registration Digitization কমর্সূচির আওতায় নানামুখী কার্যক্রম চলমান আছে
১৬.	বিচার ব্যবস্থাকে অটোমেশনের আওতাভুক্তকরণ	-বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি হ্রাসকল্পে পাইলট আকারে মামলার ধার্য তারিখ ও ফলাফল ডিসপ্লে বোর্ড-এ প্রদর্শন, এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্য জানার ব্যবস্থা গ্রহণ -সুপ্রীম কোর্টে ডাটা সেন্টার স্থাপন
১৭.	অগ্রিম ডিক্লারেশন এবং কার্গো ক্লিয়ারেন্স এর লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্ক হিসাবের জন্য	ASYCUDA-World সফট্ওয়্যার সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সকল ইউনিটে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার	
১৮.	ট্রেজারি চালান ডিজিটাইজেশন	ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে প্রদেয় সব ধরনের প্রাপ্তি মোবাইল ফোন এবং অনলাইনে জমা প্রদান কার্যক্রম চলমান
১৯.	ব্যবসা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম অটোমেশন	কার্যক্রম চলমান
২০.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও অন্যান্য কার্যক্রম চালু	৬১টি জেলায় ভূমি জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিজিটাইজ করা হচ্ছে
২১.	Operationalization of PPP	ক) খসড়া পিপিপি আইন ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ খ) পিপিপি প্রজেক্ট স্ক্রিনিং ম্যানুয়াল, টেন্ডার প্রসেসিং ম্যানুয়াল তৈরি ইত্যাদি তৈরির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে গ) সড়ক, স্বাস্থ্য, আইসিটি, গৃহায়ন, নৌ-পরিবহন ও রেলওয়ে সেক্টরে ১০টির বেশি পিপিপি প্রকল্প প্রাথমিক অনুমোদন শেষে বাস্তবায়নের কাজ চলছে ঘ) পিপিপি কারিগরী সহায়তা খাত তহবিল স্কীম ও গাইডলাইন গেজেট আকারে প্রকাশিত এবং তহবিলে ৪০ কোটি টাকা স্থানান্তর
২২.	অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু
২৩.	কম্পিটিশিন কমিশন গঠন	প্রক্রিয়াধীন
২৪.	বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতির বাধ্যতামূলক প্রয়োগ	আয়কর আইন, ভ্যাট আইন, কাষ্টমস্ আইনে প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন, দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধনের জন্য সংসদে বিল উত্থাপন
২৫.	টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ	কার্যক্রম চলমান
২৬.	ভারতের সাথে বর্ডার হাট স্থাপন	২টি বর্ডার হাট চালু হয়েছে; আরো ৪টি প্রক্রিয়াধীন
২৭.	অর্থনৈতিক স্বার্থকেন্দ্রিক কূটনৈতিক তৎপরতা	বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাঠামোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবার প্রবেশ সুগম হয়েছে
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি		

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২৮.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ	রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের সাথে প্রাথমিক কার্যাদির জন্য State Export Credit চুক্তি এবং Nuclear Industry Information Centre স্থাপন বিষয়ক আরো একটি চুক্তি স্বাক্ষর -০২/১০/২০১৩ তারিখে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের (১ম পর্যায়) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
২৯.	কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন	- ১ হাজার ৮৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর - রামপালে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট এবং মাতারবাড়িতে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান আছে
৩০.	ক্ষুদ্র পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই	সম্ভাব্যতা যাচাই এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন
৩১.	বিদ্যুতের চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য দূরীকরণ	বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০ হাজার ৩৪১ মেগাওয়াট, আগামী ২০১৭ সালে প্রায় ১৮ হাজার ৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে বিধায় চাহিদা অনুসারে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে।
৩২.	ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন	ইডকলের অর্থায়নে ধানের তুষ থেকে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন
৩৩.	২০২১ সালের মধ্যে প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া	৫৩টি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, ১৪টি প্রক্রিয়াধীন; আরো ২০০টি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ
৩৪.	জাতীয় জ্বালানি নীতি হালনাগাদকরণ	বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতের অপেক্ষায় আছে
৩৫.	কয়লা নীতি প্রণয়ন	বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতের অপেক্ষায় আছে
৩৬.	সমুদ্র উপকূলে গ্যাস অনুসন্ধান শুরু করা	সাঙ্গু ফিল্ড হতে দৈনিক প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন ঘন ফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। - ২টি ব্লকে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কনোকো ফিলিপস এর সাথে স্বাক্ষরিত উৎপাদন-বন্টন চুক্তির (Production Sharing Contract, PSC) ভিত্তিতে জরিপ কাজ শেষ হয়েছে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		- মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্রে তিনটি কুপ খনন শেষে গ্যাস উৎপাদন শুরু; বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রে ৬টি কুপের মধ্যে ৪ টিতে খনন কাজ শুরু; - বাপেক্সে কর্তৃক মোট ৫২৬ কি. মি. ২ডি সাইসমিক জরিপ এবং ১ হাজার ১৫০ বর্গ কি.মি. ৩ডি সাইসমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন
৩৭.	অনশোর /অফশোর গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করা	-বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির প্রেক্ষিতে অগভীর সমুদ্র অঞ্চলের ৯টি ব্লক এবং গভীর সমুদ্র অঞ্চলের ৩টি ব্লকসহ মোট ১২টি ব্লক অন্তর্ভুক্ত করে অফসোর বিডিং রাউন্ড ২০১২ চূড়ান্তভাবে ঘোষণা
৩৮.	বাপেক্স কর্তৃক কাপাসিয়া/ মোবারকপুর/সুন্দলপুর/ শ্রীকাইলে অনুসন্ধান কুপ খনন	কাপাসিয়া, সুন্দলপুর ও শ্রীকাইলে মোট প্রায় ১ হাজার মিটার কুপ খনন সম্পন্ন
৩৯.	দেশের পশ্চিম/দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সুবিধা সম্প্রসারণে ৩৫৬ কি. মি. লাইন নির্মাণ	এডিবি ও জিওবি-র অর্থায়নে ৪টি পাইপলাইন নির্মাণ করা হচ্ছে
৪০.	বাপেক্সকে শক্তিশালীকরণ	বাপেক্সকে শক্তিশালী করতে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জনবলকে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হচ্ছে
৪১.	ডিসেম্বর, ২০১২ এর মধ্যে কাতার থেকে দৈনিক ৫০০ ঘনফুট গ্যাসের সমপরিমাণ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি	কাতার থেকে দৈনিক ৫০০ ঘনফুট গ্যাসের সমপরিমাণ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত
৪২.	টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২	খসড়া আইন সংশোধিত হচ্ছে, অচিরেই সংসদে উপস্থাপন করা হবে
৪৩.	ইস্টার্ন রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি	ইস্টার্ন রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা আরো ৩০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে
৪৪.	একক নোঙর প্রতিষ্ঠা (Installation of Single Point Mooring)	আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি (Crude Oil) ও ডিজেল স্বল্প সময়ে খালাস ও খালাসের সময় অপচয়রোধে একক নোঙর

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান
৪৫.	এলএনজি ভিত্তিক ১ হাজার ৮৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন	কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে
৪৬.		
সমন্বিত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন		
৪৭.	জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১২	জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১২ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন
৪৮.	উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	বিএডিসি-র মাধ্যমে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহের কার্যক্রম চলমান
৪৯.	শস্যবীমা	কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলায় বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৫০.	জমি বন্যামুক্ত করে সেচ সুবিধা প্রদান	১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা সম্পন্ন হলে ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে
৫১.	ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সম্প্রসারণ	সেচের কাজ ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এর ব্যাপ্তি বাড়ানোর কাজ চলমান
৫২.	লবণাক্ততা প্রতিরোধ ও জলাবদ্ধতা দূর করে জমি পুনরুদ্ধার	৫ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার করে ৯ হাজার ৫৮৬টি পরিবারকে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ
৫৩.	লবনাক্ত পানির অনুপ্রবেশস্থল চিহ্নিত করে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন	Climate Change Trust Fund এর আওতায় ৩টি পর্বে একটি সমীক্ষা প্রকল্প চলমান।
৫৪.	কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১১ প্রণয়ন	আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে
৫৫.	হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নে সমন্বিত মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন	সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান তৈরির লক্ষ্যে প্রাক-সমীক্ষার কাজ সমাপ্ত
৫৬.	বার্ড ফ্লু নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন উৎপাদনের লক্ষ্যে মানসম্মত ও আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন	প্রাণী রোগ নির্ণয়, প্রতিষেধক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণা সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প চলমান
৫৭.	প্রাণীসম্পদ খাতের চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি	উপজেলা পর্যায়ে চাষীদের প্রশিক্ষণের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫৮.	পরিবেশ বান্ধব চিংড়ী চাষ	কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, নিয়মিত মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে; গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব চিংড়ী চাষ পদ্ধিত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
৫৯.	জাতীয় চিংড়ী নীতিমালা ২০১৪	অনুমোদনের অপেক্ষাধীন আছে
৬০.	বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের নতুন নির্ধারিত সমুদ্রসীমায় নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের আওতায় উপযোগী জাহাজ (research vessel) সংগ্রহের লক্ষ্য কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
৬১.	বিলুপ্ত প্রজাতির মৎস্যজাত সংরক্ষণ	মাছের লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে
৬২.	মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলে হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প	উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলায় ৩৫টি উপজেলার ১৫৩টি ইউনিয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
৬৩.	যুগোপযোগী খাদ্যনীতি প্রণয়ন	কার্যক্রম চলমান
৬৪.	খাদ্য মজুদ/খাদ্যসংগ্রহ/খাদ্য বিতরণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ	মজুদবিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে এসআরও জারি। সরকারি খাদ্য গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা ২০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ - বর্তমানে আপদকালীন মজুদের পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ মেট্রিক টন
৬৫.	ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির উৎসের ওপর নির্ভরতা ৫০:৫০ এ নামিয়ে আনা	ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির উৎসের ওপর নির্ভরতা ৫০:৫০ এ নামিয়ে আনার কাজ চলমান। বর্তমানে এ নির্ভরতা ১.৭ : ৯৮.৪
৬৬.	গড়াই পুনরুদ্ধার	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলমান
৬৭.	লবনাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস ও সমুদ্র থেকে জমি উদ্ধার	বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান
৬৮.	ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং নদী ব্যবস্থাপনা	গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং মেঘনা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনার কাজ চলমান
৬৯.	গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণ	সমন্বিত গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনার জন্য গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণে চলমান সমীক্ষা কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে
৭০.	জলাবদ্ধতা নিরসন এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ	১০.১৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সুবিধা সম্পসারণ। ১২ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন
৭১.	নদীশাসন ও টেকসই নদী	এ লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্প প্রায় শেষ

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	ব্যবস্থাপনা	পর্যায়ে
৭২.	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	বর্তমানে ৩দিনের আগাম পূর্বাভাস দেয়া হচ্ছে; ৭ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদানের জন্য কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে
৭৩.	উপকূলীয় এলাকায় লবনাক্ততার পূর্বাভাস ও বেসিন উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ	আন্তঃআঞ্চলিক সমঝোতার ভিত্তিতে সম্পাদনের জন্য Bangladesh development Forum এ বিষয়টি উল্থাপন
৭৪.	ঢাকার চারপাশের নদীতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ নিশ্চিতকরণ	প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন
৭৫.	উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১০ হাজার পরিবারের পুনর্বাসন; আড়ি বাঁধ নির্মাণ করে ২০ হাজার হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার	কার্যক্রম চলমান
৭৬.	প্রতিটি গ্রোথ সেন্টারকে জেলা সদরের সাথে সংযুক্তকরণ	মোট ২০৫১ টি গ্রোথ সেন্টারের মধ্যে ৯৫% কে জেলা সদরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে
৭৭.	সবার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	- পল্লী এলাকায় প্রতি ৯৩ জনের জন্য একটি নিরাপদ পানির উৎস রয়েছে; - পানি সরবরাহ কভারেজ বর্তমানে ৮৮%; - গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার দেড় লক্ষাধিক আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস স্থাপন এবং ৮২টি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ; -আরো সোয়া লক্ষ পানির উৎস এবং ১২৫টি পানির পাইপ স্থাপনের কাজ চলছে; এসকল প্রকল্প সমাপ্ত হলে পল্লী এলাকায় পানির কভারেজ শতকরা ৯৩ ভাগে উন্নীত হবে -পৌর এলাকায় পানির কভারেজ বর্তমানে ৯৯ শতাংশ
৭৮.	নগরবাসীর পানির চাহিদা পুরণ	ঢাকা ওয়াসার নিরাপদ পানির কভারেজ প্রায় শতভাগ
৭৯.	ধাঙ্গার জনগোষ্ঠীর আবাসিক সমস্যা সমাধানে কলোনি স্থাপন	ঢাকা মহানগরীতে সুইপার কলোনী নির্মাণের কাজ চলমান আছে
৮০.	ঢাকা মহানগরীর যানজট, পয়ঃনিস্কাশন, পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ	বেগুনবাড়ি খাল-হাতিরঝিল প্রকল্প এবং বেশ কয়েকটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছ। অনেকগুলো ফ্লাইওভার নির্মাণ, সড়ক ইন্টারসেকশন উন্নয়ন কাজ চলমান আছে।

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
সামগ্রিক শিক্ষা খাত		
৮১.	প্রাথমিক পর্যায়ের ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষককে জাতীয়করণ	প্রাথমিক পর্যায়ের ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষককে জাতীয়করণের কাজ শুরু হয়েছে
৮২.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার হার ৫৮.৪ শতাংশে উন্নীতকরণ	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার হার ৫৮.৪ শতাংশে উন্নীতকরণের কাজ চলমান আছে
৮৩.	শিক্ষানীতি অনুযায়ী স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা	শিক্ষা কর্ম কমিশন গঠন প্রক্রিয়াধীন
৮৪.	বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	১ হাজার ৩৮৩টি বিদ্যালয় নির্বাচন সম্পন্ন
৮৫.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যাচাইয়ের জন্য এক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন	এক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন
৮৬.	২০১৩ সালের মধ্যে কম্পিউটার/কারিগরি শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক করা	নতুন কারিকুলামে কম্পিউটার/কারিগরি শিক্ষা অধ্যায় সংযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত
৮৭.	প্রতি উপজেলায় টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপন	আপাতত ৩৫টি উপজেলায় ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান
৮৮.	মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন	-Secondary Education Sector Development Program (SESDP) এর মাধ্যমে ১ হাজারটি মাদ্রাসার আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান - মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৬ষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার কোর বিষয়সমূহে অভিন্ন বাধ্যতামূলক বিষয় চালু
৮৯.	পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু	স্নাতক পর্যায়ে ৪০% ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান বাস্তবায়নাধীন। তবে বিল, হাওর ও দুর্গম এলাকায় ১০০% ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে
৯০.	২০১১-১২ অর্থবছরের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৫০ থেকে ১:৪০ হ্রাসকরণ	অনুপাত কমিয়ে আনার কার্যক্রম অব্যাহত। বর্তমানে এ অনুপাত ১:৪৭।
৯১.	প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূন্যতম ৫ জন শিক্ষক নিযুক্ত রাখা	এ লক্ষ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত প্রায়

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		৯০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ
৯২.	২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ১০০ ভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ	প্রাথমিক স্তরে ৯৯.৩ ভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে
৯৩.	চর/হাওর/চা-বাগান/দুর্গম এলাকায় শিশুবান্ধব শিখন কেন্দ্র স্থাপন	দুর্গম এলকায় বিশেষ ডিজাইনে শিশুবান্ধব শিখন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য 'সেকেন্ড চান্স এন্ড অলটারনেটিভ এডুকেশন' প্রকল্প গৃহীত। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১ হাজার ৫০০টি বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পে বিশেষ ডিজাইনের বিদ্যালয় স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে।
৯৪.	বিজ্ঞান চর্চা/গবেষণাকর্মের সুযোগ বৃদ্ধি	বিভিন্ন বিশ্ববিদালয়ে ১১৯টি প্রকল্পের আওতায় গবেষণা কার্যক্রম চালু
৯৫.	এলাকাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা	দেড় হাজার কলেজে একাডেমিক ভবন ও ১৬৭টি উচ্চ বিদ্যলয়ের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ক প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন
৯৬.	দেশের প্রতিটি উপজেলায় টেকনিকাল ইনস্টিটিউট স্থাপন	এ বিষয়ে গ্রহীত প্রকল্পের পুন:গঠিত ডিপিপি একনেকে অনুমোদিত
৯৭.	রাঙ্গামাটিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু
৯৮.	শেখ মুজিব মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা	শেখ মুজিব মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
৯৯.	দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-লার্ণিং চালু করা	ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, ওয়েবসাইট স্থাপনসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান
১০০.	পিটিআইবিহীন ১২টি জেলাসদরে পিটিআই স্থাপন	নির্মাণের বিভিন্ন আছে পর্যায়ে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ		
১০১.	বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন	বিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন
১০২.	জাতীয় ঔষধনীতি-২০০৫ আধুনিকায়ন ও যুগপোযোগীকরণ	চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে
১০৩.	নার্স/প্যারামেডিকস এর সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধি	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইন সার্ভিস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মী গড়ে তোলা হচ্ছে
১০৪.	নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীতকরণ	৭টি নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে
ভৌত অবকাঠামো		
১০৫.	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠন	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন,

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		২০১৩ বিল আকারে উপস্থাপনের জন্য জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৬.	Mass Rapid Transit (MRT) লাইন-৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম	Mass Rapid Transit (MRT) লাইন-৬ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠিত হয়েছে।
১০৭.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান আছে
১০৮.	Bus Rapid Transit (BRT) চালুকরণ	২০১২-১৬ মেয়াদে ২ হাজার ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার (BRT) লাইন নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান
১০৯.	ঢাকা Elevated Express Way নির্মাণ	ঢাকা Elevated Express Way নির্মাণের কাজ চলমান
১১০.	২০ বছর মেয়াদি রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্তকরণ	২০ বছর মেয়াদি মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন
১১১.	রেলওয়ে সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন	চলমান প্রকল্পটি ২০১৪ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে
১১২.	ঢাকা চট্টগ্রাম রেলপথ দু'লাইনে উন্নীতকরণ	তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান আছে
১১৩.	ঢাকা-টঙ্গী, জয়দেবপুর এবং ঢাকা নারায়নগঞ্জ এর মধ্যে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ	এ বিষয়ক প্রকল্প একনেকে অনুমোদন শেষে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান
১১৪.	বাংলাদেশকে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়েতে যুক্তকরণ	বাংলাদেশের সাথে যুক্ত ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের ৩টি রুটের বিপরীতে গৃহীত প্রকল্পসমূহে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি কাজ সম্পন্ন
১১৫.	পদ্মা সেতু নির্মাণ	নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ; বাজেটে এখাতে মোট ৮ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে
১১৬.	দ্বিতীয় পদ্মা সেতু ও বেকুটিয়া সেতু নির্মাণ	পিপিপি ভিত্তিতে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু; বেকুটিয়া সেতু নির্মাণের চলমান সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষ হয়েছে; ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে
১১৭.	ক) চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীতে টানেল	- চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণ

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	নির্মাণ খ) ঢাকার জাহাঙ্গীর গেট হতে রোকেয়া সরনী পর্যন্ত টানেল নির্মাণ	এবং ঢাকার জাহাঙ্গীর গেট হতে রোকেয়া সরনী নির্মাণ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে
১১৮.	হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে চন্দ্রা পর্যন্ত ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস নির্মাণ	৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেস নির্মাণের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন; পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে
১১৯.	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে ৫টি ফ্লাইওভার নির্মাণ	কাযর্ক্রম চলমান আছে
১২০.	উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ কি. মি. দীর্ঘ এমআরটি লাইন-৬ বাস্তবায়ন	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে
১২১.	নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা লক্ষ্যে ডাটা সেন্টার স্থাপন	শীঘ্রই ডাটা সেন্টার স্থাপনের কাজ শুরু হবে
১২২.	২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ	এ বিষয়ক প্রকল্প একনেকে অনুমোদন শেষে বাস্তব কাজ শুরু হয়েছে
১২৩.	জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কগুলোকে চারলেনে উন্নীতকরণ	কার্যক্রম দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে
১২৪.	বাংলাদেশ রেলওয়ে-কে একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর	বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম চলমান
১২৫.	ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীতকরণ	মোট ৫টি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে।
১২৬.	২য় ভৈরব সৈতু ও ৩য় তিতাস সেতুর সমান্তরালে একটি করে রেল সেতু নির্মাণ	নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
১২৭.	জাতীয় গৃহায়ন নীতি ২০১৩	চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান আছে।
১২৮.	বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি	রানওয়ে নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন, বোর্ডিং ব্রীজ, হোল্ডিং লাউঞ্জ, কানেকটিং করিডোর ইত্যাদি নির্মাণ, উড়োজাহাজ ক্রয় ইত্যাদি কাজ চলমান আছে
১২৯.	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নির্মাণ	কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে
১৩০.	হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে	কার্যক্রম চলমান আছে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	ক্যাটাগরি-১ মানে উন্নীত করা	
১৩১.	কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ	কার্যক্রম চলমান আছে
১৩২.	পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন	-পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহের সুবিধাদি প্রবর্তন -পর্যটন স্পটগুলো চিহ্নিতকরণ এবং বিদ্যমান পর্যটন স্পটগুলো আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে - বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহের প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা
১৩৩.	নৌ-পথের নাব্যতা বৃদ্ধি ও নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়নে সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম	বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৫৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি চলমান প্রক্রিয়া।
১৩৪.	ঢাকার চারদিকে বৃত্তাকার নদীপথ চালু	শতকরা ৮৩ ভাগ কাজ শেষ।
১৩৫.	সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন	সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০১২ এর খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর অপেক্ষায় আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত Fast Track Project Monitoring Committee তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
১৩৬.	পশুর নদী/পোতাশ্রয় এলাকায় খনন কাজ	পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে
১৩৭.	মংলা বন্দরের আধুনিকায়ন	মংলা বন্দরের উন্নয়নের জন্য ৪৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন
১৩৮.	স্থল বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	বর্তমানে স্থল বন্দরের সংখ্যা ১৮টি। ৬টি BOT ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। বাকিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
১৩৯.	চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি-নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে (৯৯.৫% শেষ)
১৪০.	মংলা বন্দরের জন্য কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন	কার্যক্রম চলমান

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৪১.	২০১৫ সাল পর্যন্ত বোয়িং কোম্পানির ১০টি উড়োজাহাজ ক্রয়	২টি উড়োজাহাজের সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে
১৪২.	২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য আধুনিক মানসম্মত নগরজীবন নিশ্চিত করা	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও দেশের নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গুলোর মাধ্যমে প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ এবং স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে
১৪৩.	স্বল্প/মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ২২ হাজার ৮০০টি প্লট উন্নয়ন/২৬ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ	২৫ হাজার ৩৮৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে; ৪৩ হাজার ৬১২ প্লট উন্নয়ন এবং ৩১ হাজার ৮৫৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলমান
১৪৪.	ইউনিয়ন/উপজেলায় গ্রোথ সেন্টারভিত্তিক পল্লীনিবাস গড়ে তোলা	কার্যক্রম চলমান
১৪৫.	জাতীয় গৃহায়ন নীতি, ১৯৯৯ সংশোধন	জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা ২০১২ প্রণয়নের কাজ চলমান
১৪৬.	Bangladesh National Building Code সংশোধন	Bangladesh National Building Code হালনাগাদের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে
১৪৭.	সুসমন্বিত ভূমি ও আবাসন ব্যবহারের নীতি-কাঠমো তৈরি	ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষন ও অপসারণ) বিধিমালা ২০১৪ এর খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর জন্য প্রেরণ
১৪৮.	নগর অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা আইন ২০১১ আইন প্রণয়ন	নগর অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার আইন ২০১১ এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন
শিল্পায়ন		
১৪৯.	ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগ/কুটির শিল্প/স্ব-কর্মসংস্থান/স্ব-প্রণোদিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিকাশে প্রণোদনা প্রদান	প্রশিক্ষণ,স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, উন্নত অবকাঠামো সম্বলিত প্লট বরাদ্দ, পণ্য বিপনন সহায়তা ইত্যাদি প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত
১৫০.	শিল্প আইন ২০১৩	প্রক্রিয়াধীন
১৫১.	এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান	বাংলাদেশ বাংকের চারটি তহবিলের মাধ্যমে ৯ হাজার ২০৩টি নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৭ শত কোটি টাকার অধিক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান
১৫২.	ট্রানজিট বিষয়ক সম্ভাব্যতা যাচাই	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোর কমিটি গঠন এবং রিপোর্ট পেশ
১৫৩.	BSTI শক্তিশালীকরণ	বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৫৪.	কৃষি ও শিল্পঘন শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার প্রদান	অগ্রাধিকার প্রদান নীতিমালা অব্যাহত আছে
১৫৫.	শাহজালাল সার কারখানা নামে একটি নতুন সার কারখানা প্রতিষ্ঠা	নির্মাণ কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে
১৫৬.	মুন্সিগঞ্জে একটি ঔষধ শিল্প পার্ক স্থাপন	৭৪টি শিল্প নগরী স্থাপন করা হয়েছে; ৫ হাজার ৭৪৮টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ৯ হাজার ৮৭৬টি শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে
১৫৭.	চামড়া শিল্প নগরী স্থাপন	যাবতীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন
১৫৮.	কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ	নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান
১৫৯.	ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ	নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান
১৬০.	চিরতরে রুগ্ন শিল্প সমস্যা সমাধানে আইনী কাঠামো গঠন	প্রক্রিয়াধীন
১৬১.	চালু শিল্প কারখানাকে সংস্কার করে উৎপাদনমুখী করা	কার্যক্রম চলমান আছে
১৬২.	সরকারি চিনি কারখানাসমূহ সারা বছর চালু রাখতে অ-মৌসুমে রসদ হিসেবে আখের পরিবর্তে বিট ব্যবহার	প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে
১৬৩.	পাটের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার	অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের বহুমুখী ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণ, বিশ্বে পাটের বাজার সম্প্রসারণসহ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে
১৬৪.	বিজিএমসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর	কার্যক্রম চলমান আছে
	জলবায়ু ও পরিবেশ	
১৬৫.	জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৬৬.	বুড়িগঙ্গা নদী দূষণমুক্তকরণ	বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে
১৬৭.	২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ভূমি বনায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ	- ব্লক ও স্ট্রীপ বাগান সৃজন, চারা বিতরণ, বৃক্ষরোপন, সামাজিক বনায়ন, পুন:বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে - বর্তমানে অগ্রগতির হার প্রায় ১৩.১ শতাংশ।
১৬৮.	জলবায়ূ পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা/ কৌশল	-Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009 এর আওতায় ৬টি thematic area-য় সামগ্রিক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		-নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড গঠন -উন্নয়ন সহযোগী দেশের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund গঠন
১৬৯.	বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ	-পরিবেশবান্ধব ইটের ভাটা নির্মাণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ এবং উদ্বুকরণ -৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপন - ভোলা, সাতক্ষীরা ও দিনাজপুরে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ৩ টি ইট ভাটা নির্মাণ কাজ শুরু
১৭০.	শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	-কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১২ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ভেটিং এর প্রক্রিয়ায় আছে - ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১২ এর চূড়ান্ত খসড়া লেজিসলেটিভ বিভাগের ভেটিং এর অপেক্ষায় আছে
১৭১.	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	প্রায় ২০ হাজার জলজ গাছের চারা রোপন, প্রায় ১ হাজার হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনায়ন; বনজ, ফলজ ও ঔষধি শ্রেণির প্রায় ২ লক্ষ চারা রোপন; ৫টি সামুদ্রিক হ্যাচারি, ১৪টি পাখি সংরক্ষণ এলাকা ও ৪টি মাছ সংরক্ষণ এলাকা প্রতিষ্ঠা; স্থানীয় জনগণকে বিকল্প জীবিকার সংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান
ডিজিটাল বাংলাদেশ		
১৭২.	দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে বাংলাদেশকে যুক্তকরণ	২০১৬ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত করার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হবে
১৭৩.	দেশের সব উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন	৪৮৭ টি উপজেলার মধ্যে ৪৮১টিতে বিটিসিএল এর ডিজিটাল এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে; ব্রডব্যান্ড ও অপটিক্যাল ফাইবার এর মাধ্যমে সকল উপজেলায় ইন্টারন্টে ব্যবহারের সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
১৭৪.	টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক	১ হাজার ৪৫০ কিলোমিটার অপটিক্যাল

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	উন্নয়ন	ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন সম্পন্ন। ৩জি নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি প্রবর্তন ও ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প চলমান
১৭৫.	২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স এ উত্তরণ	২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স-এ উত্তরণের লক্ষ্যে ই-ফাইলিং, ই-সার্ভিস প্রদানসহ দেশব্যাপী সরকারি দপ্তরসমূহে নেটওয়ার্ক স্থাপন ও এপ্লিকেশন উন্নয়নের কাজ চলমান
১৭৬.	দেশব্যাপী উপজেলা/গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন	বর্তমানে ৪৭৮টি উপজেলা ও ৫৫টি ব্যবসাকেন্দ্রে বিটিসিএল এর ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর কাজ করছে
১৭৭.	পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত ৫৫ কি.মি. অপটিকাল ক্যাবল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা	চলতি অর্থবছরে কাজ সম্পন্ন হবে
১৭৮.	৮ হাজার গ্রামীণ পোষ্ট অফিস এবং ৫০০ উপজেলা ডাকঘরকে ই-সেন্টারে রূপান্তর	১৭৪টি পোষ্টঅফিসে পরীক্ষমূলকভাবে ই-সেন্টার চালু করা হয়েছে; চলতি অর্থবছরে আরো ২৫০টি পোষ্ট অফিসে চালু করা হবে।
১৭৯.	ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা চালু	সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু; ক্রমান্বয়ে সকল সরকারি দপ্তরে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণ
১৮০.	গাজীপুরে কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক এবং জনতা টাওয়ারে একটি সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ	কার্যক্রম চলমান আছে
১৮১.	২০১৩ সাল নাগাদ সারাদেশে ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা	৩৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, ২২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে smart classroom ও ৩ হাজার ১৭২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০ হাজার ৫০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ
১৮২.	প্রতিবছর ৪ হাজার কম্পিউটার প্রকৌশলি ও বিজ্ঞানী তৈরি	কম্পিউটার গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জাতীয় আইসিটি ইন্টার্ণশীপ কার্যক্রম চলমান
১৮৩.	Digital file tracking System চালুকরণ	বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত
১৮৪.	SASEC Information Highway প্রকল্প বাস্তবায়ন	এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের মধ্যে রিজিউনাল নেটওয়ার্ক

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		স্থাপনের লক্ষ্যে পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত ৫৮ কি.মি. ফাইবার অপটিক এবং ৩০টি উপজেলায় কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপনের কাজ প্রায় শেষের পথে
১৮৫.	হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা এবং আইসিটি ভিলেজ স্থাপন	সকল বিভাগীয় শহরে একটি করে আইটি ভিলেজ/এসটিপি স্থাপনের কার্যক্রম গৃহীত
১৮৬.	ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে টেকনোলজি পার্ক স্থাপন	ঢাকার মহাখালীসহ ৭টি বিভাগীয় শহরে IT village স্থাপনের জন্য feasibility study চলমান
১৮৭.	ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স আর্কিটেকচার নির্মাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A21 এর আওতায় কার্যক্রম চলমান
১৮৮.	সরকারি কাজে আইসিটি'র প্রয়োগ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট প্রদান, সীমিত পরিসরে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম শুরু
দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা		
১৮৯.	প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবা/সহায়ক উপকরণ সরবরাহ	২০০৯-১২ সময়ে ৩৪টি জেলায় প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৫টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' স্থাপন সম্পন্ন।
১৯০.	শহরে নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি	সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৭ হাজার ৬০০ তে উন্নীত ও জনপ্রতি ৩৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান
১৯১.	দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকালীন ভাতা ৩৫০ টাকায় উন্নীতকরণ	২ লক্ষ ৪৯ হাজার ২০০ দরিদ্র মা'-কে ভাতা প্রদান
১৯২.	প্রতিবন্ধী জরিপ	প্রতিবন্ধীতা জরিপ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে; ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ২৮১ জন জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে
১৯৩.	ভিক্ষাবৃত্তির অবসান	ভিক্ষুকদের পাইলট জরিপ সম্পন্ন; ভিক্ষুক পুনর্বাসন শুরু
১৯৪.	অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ডাটাবেজ ও ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার তৈরি	ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান- প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন
১৯৫.	সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য পেনশন স্কীম চালুকরণ	পেনশন স্কিম কার্যক্রম চালুকরণের কাজ চলমান। ইতোমধ্যে পাইলট ভিত্তিতে নীলফামারি জেলার সদর উপজেলায় এ কার্যক্রম চালু
১৯৬.	যুগোপযোগী খাদ্যনীতি প্রণয়ন	প্রক্রিয়া চলমান আছে
১৯৭.	অতিদ্ররিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	কার্যক্রম চলমান

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৯৮.	কাবিখা, ভিজিএফ, টিআর, জিআর কার্যক্রম	চলমান
১৯৯.	উপকূলীয় এলাকায় বেড়িবাঁধ শক্তিশালীকরণ ও পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	কার্যক্রম চলমান
২০০.	আইলা বিধ্বস্ত এলাকায় নির্মিত ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহসমূহে ইটের দেয়াল নির্মাণ ও দরজা জানালা সংযোজন	এ বিষয়ক প্রকল্প অনুমোদিত; কার্যক্রম শুরু
২০১.	দূর্যোগের ঝুঁকি নিরূপন এবং এ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহারিক গাইড প্রণয়ন	মোট ৪০টি জেলায় ৬৯৪টি ইউনিয়নে ২ হাজার ৩০০টি ক্ষুদ্র ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম অব্যাহত
২০২.	ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি,	ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি জেলার ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি সম্পন্ন। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও টাংগাইলের ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরির কাজ চলমান
২০৩.	দূর্যোগ মোকাবেলায় স্থায়ী আদেশাবলী হালানাগাদকরণ	২০১০ সালে দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থায়ী আদেশাবলী হালনাগাদকরণ
২০৪.	আইলা বিধ্বস্ত এলাকায় ঘূর্ণিবার্তা সহিষ্ণু গৃহ নির্মাণ	কার্যক্রম চলমান আছে
যুব ও ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং ধর্ম		
২০৫.	ক্ষুদ্র ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ	ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশে ৯টি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন
২০৬.	দেশের সকল এলাকায় গণগ্রন্থাগার গড়ে তোলা	১ম পর্যায়ে ১৫৪টি উপজেলায় সরকারি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্প চলমান
২০৭.	নিউইয়র্ক ও কলকাতায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চালু	কলকাতায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু
২০৮.	মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম	অব্যাহত আছে
২০৯.	হজ্জ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	৫ বছর মেয়াদি হজ্জ নীতি অনুসরণ ও আইটি সহায়তা প্রদানের ফলে হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হয়েছে
২১০.	পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি	চুক্তির অধিকাংশ বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে;

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	বাস্তবায়ন	অন্যান্য বিষয় চলামান আছে
২১১.	পার্বত্য অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়ন- মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক চালু রাখা, কমিউনিটি স্কুল ও প্রাক- প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি বিদ্যালয় চালু রাখা; পাড়া কেন্দ্র স্থাপন; যথোপযুক্ত পানীয় জলের উৎস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তাবায়িত হচ্ছে
২১২.	ন্যাশনাল সার্ভিস কমর্সূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	মোট ৫৬ হাজার ৫৪ জন যুবক ও যুব মহিলাকে অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান
২১৩.	জেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের আধুনিকায়ন ও সংস্কার	প্রক্রিয়াধীন আছে
২১৪.	বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলাধুলা পুনরুজ্জীবিতকরণ	গ্রামীণ খেলাধুলা প্রতিযোগিতা কর্মসূচি চলমান
	নারী ও শিশু কল্যাণ	
২১৫.	পোশাক ফ্যাক্টরীতে শিশু যত্ন ও মাতৃ ক্লিনিক স্থাপন	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের ৪টি গার্মেন্টস্ অধ্যুষিত এলাকায় ১০টি ডে-কেয়ার সেন্টারে গার্মেন্টস্ কর্মীদের জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব কেন্দ্র স্থাপন কর্মসূচির প্রস্তাব তৈরি
২১৬.	শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার-এর সংখ্যা বৃদ্ধি	৩২টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু। আরও ৩টি নির্মাণের কাজ চলমান
২১৭.	বড় বড় শহরে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন	বড় বড় শহরে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন এবং কার্যক্রম শুরু
২১৮.	অনগ্রসর শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠনিক শিক্ষা প্রবর্তন	এ লক্ষ্যে প্রণীত শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ নীতিমালা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে; শিশু প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিত মান এর খসড়া প্রণীত
২১৯.	অনগ্রসর নারী/শিশুর প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার পদক্ষেপ গ্রহণ	Promotion of Gender Equality and Women's Empowerment প্রকল্পের আওতায় নারী অধিকার, প্রজনন স্বাস্থ্য, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে করনীয় বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে
২২০.	শিশু শ্রম বন্ধে আইনগত পদক্ষেপ	জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এর

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	গ্রহণ	আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে
২২১.	নারীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৩৪টি জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ	জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৩৪টি জেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে; প্রতিবছর ৫ হাজারের অধিক মহিলা তথ্য প্রযুক্তি সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে
২২২.	ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে এনে শিশু শ্রমিকদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান	৫০ হাজার শিশু শ্রমিককে তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করে উপানুষ্ঠনিক শিক্ষা প্রদানসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে
২২৩.	কর্মজীবি মহিলাদের জন্য নতুন হোস্টেল নির্মাণ	-দেশে বর্তমানে ৮টি সরকারি কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল চালু আছে। ৬৪টি জেলায় নির্মিতব্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কমপ্লেক্সে কর্মজীবি মহিলাদের জন্য হোস্টেলের সংস্থান রাখা হয়েছে। - সাভারের আশুলিয়ায় ৮৯ হাজার বর্গফুট ফ্লোরবিশিষ্ট একটি ১২ তলা হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে
২২৪.	মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন	Promotion of Gender Equality and Women's Empowerment প্রকল্পের আওতায় প্রজনন স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, জন্ম নিবন্ধন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ মাতৃত্ব, পুরুষের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার নারী পুরুষের সচেতনতা বৃদ্ধি
২২৫.	বিপদাপন্ন, দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের জন্য পুরাতন ঢাকার ৮টি থানায় চাইল্ড হেল্পলাইন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	আজিমপুর মহানগর হাসপাতালে একটি হেল্পলাইন চালু আছে
২২৬.	শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে এনে শিশু শ্রমিকদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান	ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে ৫০ হাজার শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান
কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ		
২২৭.	দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিট্যান্স সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান	কার্যক্রম চলমান
২২৮.	শ্রমশক্তি বিভাজনে আঞ্চলিক সমতা বিধান	'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১২' এর আওতায় শ্রমশক্তি বিভাজনে আঞ্চলিক সমতা

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		বিধানে ডাটাবেজ তৈরি ও সুষম দক্ষতা উন্নয়নে কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ
২২৯.	২০১৪ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজন সদস্যের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ	কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে
২৩০.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির আওতায় কর্মপরিকল্পনা তৈরি; জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা; দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিকে বেগবান করতে আইন ও বিধি প্রণয়ন	কার্যক্রম চলমান আছে
২৩১.	শ্রমবাজার সম্প্রসারণ	নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান এবং বিদ্যমান বাজার সম্প্রসারণে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে; - প্রতিবছর বিদেশে প্রায় ৬ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে - মহিলা শ্রমিক নেয়ার বিষয়ে হংকং ও জর্ডনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর- জর্ডানে ৩৮ হাজার মহিলা শ্রমিক নিয়োগ - কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত আছে - কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে সৌদি সরকার ৮ লক্ষাধিক বাংলাদেশী শ্রমিককে বৈধকরণের সুবিধা প্রদান করেছে - আগামী ৫ বছরে ৫ লক্ষ শ্রমিক প্রেরণের জন্য মালয়েশিয়ার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর; মালয়েশিয়ায় জি টু জি পদ্ধতিতে ৩ হাজার ৫০০ শ্রমিক প্রেরণ - ইরাকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ১০ হাজার ৩১৬ জন শ্রমিক প্রেরণ
২৩২.	৩০টি নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩০টি কারগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে। বাকিগুলো প্রক্রিয়াধীন
২৩৩.	৫টি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন	নির্মাণ কাজ চলমান
২৩৪.	আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ	কার্যক্রম অব্যাহত আছে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ	
২৩৫.	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মান প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ২২টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। - সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ ও মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের জন্য ভবন নির্মানের কাজ চলমান আছে
২৩৬.	৬০ বা তদূর্ধ্ব বয়সের মুক্তিযোদ্ধাদের রেল, বাস ও লঞ্চে বিনামূল্যে চলাচলের সুযোগ প্রদান	সংখ্যা নির্ধারণ ও তালিকা প্রণয়নের কাজ অব্যাহত আছে
২৩৭.	মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হালনাগাদকরণ	কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি পুনঃগঠন করা হয়েছে
২৩৮.	আগামী অর্থবছরে সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতার আওতায় আনা	বর্তমানে ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার; সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতার আওতায় আনার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
২৩৯.	মুক্তিযোদ্ধাদের গণকবর চিহ্নিতকরণ	গণকবরসমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ
২৪০.	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংস্থান	২ হাজার ৯৭১ ইউনিট আবাসন নির্মাণ; 'অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান নির্মাণ' প্রকল্প গ্রহণ
২৪১.	মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মকর্মসংস্থান তহবিল	বিআরডিবির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে
২৪২.	খেতাবপ্রাপ্ত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের VIP মর্যাদা/সুবিধা প্রদান	খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের রাস্ট্রীয় সম্মান প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ; নীতি প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে
২৪৩.	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য ২ হাজার ইউনিট আবাসন নির্মাণ	এ লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে
২৪৪.	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরে একটি আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ	ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে
২৪৫.	মুক্তিযোদ্ধাদের রেশন প্রদান	৭ হাজার ৮৩৮টি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যকে রেশন প্রদান করা হচ্ছে
	সুশাসন	
	বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির	ফৌজদারি আইনে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	পদ্ধতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ	নিষ্পত্তির বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে
২৪৬.	স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ	UNDP, UNCDF, European Union, SDC এর আর্থিক সহায়তায় Union Parishad Governance Project বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
২৪৭.	সকল উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর করে পরিকল্পিত উপশহর গড়া	কাযর্ক্রম চলমান আছে
২৪৮.	সমন্বিত ব্যবস্থায় খাস জমি বিতরণ/আবাসন/কর্মসংস্থান/ আদর্শগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্প পরিচালনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের আদর্শগ্রাম কর্মসূচির পর গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচির মাধ্যমে আশ্রয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
২৪৯.	সরকারি কর্মচারি আইন, ২০১৩ প্রণয়ন	প্রক্রিয়াধীন আছে
২৫০.	Performance Based Evaluation System চালুকরণ	পরীক্ষমূলকভাবে প্রবর্তনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে
২৫১.	জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা চূড়ান্তকরণ	চূড়ান্তকরণের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের নির্বাহি কমিটি সভার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে
২৫২.	সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন	প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ও আধুনিক রণসরঞ্জাম সংগ্রহ এবং আধুনিক রণকৌশল সম্পর্কে তিন বাহিনীর সমন্বিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ
২৫৩.	জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন	খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে; বর্তমানে চূড়ান্তকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে
২৫৪.	অনলাইনে ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ, হালানগাদকরণ, ডিজিটাল জরিপ কাজ পরিচালনা, ডিজিটাল নকশা ও খতিয়ান প্রণয়ন, প্রচলিত খতিয়ানের পরিবর্তে ভূমি মালিকানা সনদ প্রবর্তন	-২০ উপজেলায় ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র চালুর লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন -২০১৪ সালের মধ্যে ৫৫ জেলায় Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian এর কাজ সম্পন্ন হবে -৩টি উপজেলায় ভূমি মালিকানা সনদ প্রবর্তনের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে- এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কয়েকটি প্রকল্পের আওতায় রেকর্ড প্রনয়ন,সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, জরিপ

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		পরিচালনা করা হচ্ছে
২৫৫.	সম্পূর্ণ ভূমি ব্যবস্থাপনাকে এক দপ্তর থেকে সম্পন্ন করার পথনকশা প্রণয়ন	খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে
২৫৬.	শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য শেল্টার হোম নির্মাণ	৮৬৪ টি এটাইপ এবং ১ হাজার ১৫২ টি বি টাইপ ফ্ল্যাট তৈরি
	রাজস্ব প্রশাসন	
২৫৭.	প্রত্যক্ষ কর আইন সংশোধন	প্রত্যক্ষ কর আইন এর খসড়া প্রস্তুত
২৫৮.	দেশব্যাপী অন-লাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল সুবিধা চালুকরণ সারা দেশে সম্প্রসারণ।	সারা দেশে অন-লাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল সুবিধা সম্প্রসারণ কাজ চলছে
২৫৯.	মাঠ পর্যায়ের আয়কর অফিসসমূহ Automation	মাঠ পর্যায়ের আয়কর অফিসসমুহে Automated System প্রবর্তনের কাজ চলছে
২৬০.	TIN ব্যবস্থা আধুনিকায়ন	TIN ব্যবস্থা আধুনিকায়নে National ID Database এর সাথে অন-লাইন সংযোগ স্থাপন
২৬১.	সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করা	সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ কর প্রদানকারীদেরকে ট্যাক্স কার্ড প্রদান করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
২৬২.	আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগ	আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে
২৬৩.	২০১১-১২ অর্থবছরের নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়ন	আইন প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
২৬৪.	অন-লাইনে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন দাখিল	অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন দাখিলের সুবিধা প্রবর্তন ব্যবস্থা চলমান
২৬৫.	বন্ড ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অটোমেশন	ASYCUDA World মাধ্যমে বন্ড ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের কাজ চলমান আছে

সারণি-৩: অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করা যায়নি

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
	ব্যবসা পরিবেশ
১.	নির্মাণ কর্মকান্ডে বিভিন্ন ছাড়পত্র গ্রহণের সুবিধার্থে ওয়ানস্টপ সেবাকেন্দ্র স্থাপন
২.	বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইনকানুন সহজীকরণ
৩.	২০১২ সালের মধ্যে ট্রেড পোর্টাল স্থাপনের কাজ সমাপ্তকরণ
	সমন্বিত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন
৪.	প্রতিগ্রামে অন্তত একটি জলাশয় সংস্কার ও সংরক্ষণ
৫.	বৃহত্তর জনগোস্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের একটি রূপরেখা প্রণয়ন
৬.	ভারতের সাথে টিপাইমুখ প্রকল্পের বিষয়ে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা
৭.	মংলা বন্দরের জন্য মাল্টিপারপাস জেটি নির্মাণ
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
৮.	জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম কর্মসূচিকে ১২৩টি উপজেলায় সম্প্রসারণ
৯.	বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর অনুপাত ১ : ৩ : ৫ এ উন্নীত করা।
	ভৌত অবকাঠামো
১০.	ঢাকাকে ঘিরে বৃত্তাকার সড়ক নির্মাণ
১১.	ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার রেলপথ স্থাপন
১২.	ঢাকা ইস্টার্ণ বাইপাস সড়ক নির্মাণ
১৩.	মগবাজার-মৌচাক পল্টন হতে ঢাকা মাওয়া সড়কে ফ্লাইওভার নির্মাণ
১৪.	পিপিপির আওতায় আমিনবাজার থেকে পলাশী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন করিডোর নির্মাণ
১৫.	বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর
১৬.	রেল ব্যবস্থা বৈদ্যুতিকীকরণ
১৭.	ইউনিয়ন সেন্টার/বর্ধিষ্ণু গ্রাম/মফস্বল শহর/মহানগরের শহরতলীতে জনবসতি কেন্দ্র/টাউনশিপ গড়ে তোলা
১৮.	রাজউকে এককেন্দ্র সেবাসেল চালুকরণ
	নারী ও শিশু কল্যাণ
১৯.	২০১২-১৩ অর্থবছরের মধ্যে কন্যা শিশুদের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন
	সুশাসন
২০.	ঢাকাসহ মহানগরীর ক্রমবর্ধমান পরিবহণ যানজট/পানি/ পয়ঃনালা/পরিবেশ সমস্যা সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ
২১.	সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ১০০ তে উন্নীতকরণ

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
	রাজস্ব প্রশাসন
২২.	ন্যাশনাল ট্যাক্স ট্রাইব্যুনাল গঠন
২৩.	Reserve for Reward and Financial Incentives শিরোনামে একটি হিসাব প্রতিষ্ঠা
২৪.	Tax Information Management and Research Centre গঠন
	আর্থিক খাত
২৫.	স্টক একচেঞ্জের লেনদেন নিস্পত্তির জন্য পৃথক clearing and Settlement Company প্রতিষ্ঠা
	ডিজিটাল বাংলাদেশ
২৬.	ICT Capacity Development Company প্রতিষ্ঠা
২৭.	**জ্বালানি**
২৮.	ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন

সংলাগ- ১

সম্পূরক শুল্কহার হ্রাস সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার (%)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
০৩.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04.	২০	১৫
০৩.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04.	২০	১৫
০৩.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.	২০	১৫
০৩.০৫	০৩০৫.১০.১০	মানুষের খাওয়ার উপযোগী মাছের টুকরা বা গুড়া (আড়াই কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত)	২০	১০
	০৩০৫.৩১.৯০ ০৩০৫.৩২.৯০ ০৩০৫.৩৯.৯০	শুকনা, লবণাক্ত বা লবণের দ্রবণে সংরক্ষিত কিন্তু ধুমায়িত নয় এমন কাটা ছাড়ানো মাছ (আড়াই কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)	২০	১০
	০৩০৫.৫৯.৯০	অন্যান্য শুকনা মাছ (লবণাক্ত হউক বা না হউক), ধুমায়িত নয় (আড়াই কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)	২০	১০
০৩.০৬	০৩০৬.১৬.০০ ০৩০৬.১৭.০০	হিমায়িত চিংড়ি	২০	১৫
০৪.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	মাখন এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত চর্বি ও তৈল; ডেইরী স্প্রেডস্	২০	১৫
০৭.০২	সকল এইচ,এস,কোড	তাজা বা ঠান্ডা টমেটো	২০	১৫
০৭.০৯	সকল এইচ,এস,কোড	Other vegetables, fresh or chilled.	২০	১৫
০৮.০২	০৮০২.৯০.১১ ০৮০২.৯০.১৯	তাজা বা শুকনা সুপারি, খোসা ছাড়ানো হউক বা না হউক	২০	১৫
১৭.০২	১৭০২.৪০.০০	Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar	৩০	২০
১৭.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	কোকাযুক্ত নয় এমন সুগার কনফেকশনারী (সাদা চকলেটসহ)	৪৫	৩০
১৮.০৬	১৮০৬.২০.০০	কোকাযুক্ত চকলেট এবং অন্যান্য খাদ্য প্রিপারেশনঃ কোকাযুক্ত চকলেট এবং অন্যান্য খাদ্য প্রিপারেশন (২	৪৫	৩০

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার (%)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		কেজির উর্ধ্বে ব্লক, স্লাব বা বার আকারে অথবা তরল, পেস্ট, গুড়া, দানাদার বা অন্যরুপে বাল্ক প্যাকিং এ)		
	১৮০৬.৩১.০০ ১৮০৬.৩২.০০	ফিনিশড চকলেট (ব্লক, স্লাব বা বার আকারে)	৪৫	৩০
	১৮০৬.৯০.০০	অন্যান্য	৪৫	৩০
১৯.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Pasta, whether or not cooked or stuffed or otherwise prepared; couscous	৬০	৪৫
১৯.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products; all types of cereals	৬০	৪৫
১৯.০৫	১৯০৫.৩১.০০	Sweet biscuits	১০০	৬০
	১৯০৫.৩২.০০	Waffles and wafers	১০০	৬০
	১৯০৫.৪০.০০	Rusks, toasted bread and similar toasted products	১০০	৬০
	১৯০৫.৯০.০০	Other	১০০	৬০
২০.০৫	২০০৫.২০.০০	পটেটো চিপস্	৬০	৪৫
২০.০৯	সকল এইচ,এস,কোড	ফলের রস (আঙ্গুরের must সহ) বা সব্জির রস, গাঁজানো নহে বা স্পিরিটযুক্ত নহে, চিনি বা অন্যান্য মিষ্টি পদার্থ যুক্ত হউক বা না হউক	৩০	২০
২১.০৩	সকল এইচ,এস,কোড (২১০৩.৯০.১০ ব্যতিত)	সস এবং অনুরুপ পণ্য; mixed condiments, সরিষার গুড়া এবং অন্যান্য পণ্য	৩০	২০
২১.০৫	২১০৫.০০.০০	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa	৩০	২০
২৮.০৭	২৮০৭.০০.০০	সালফিউরিক এসিড, ওলিয়াম	২০	১৫
২৯.১৫	২৯১৫.৭০.৩২	Sodium salt of palmitic acid (soap noodle) imported by other	২০	১৫
২৯.১৭	২৯১৭.৩২.৯০	ডাইঅক্টাইল অর্থোথেলেটস (ডি ও পি)	২০	১৫
	২৯১৭.৩৯.০০	Other plasticizer	২০	১৫
৩২.০৮	৩২০৮.১০.৯০	পলিয়েস্টার বেইজড অন্যান্য পেইন্টস, ভার্ণিশ (এনামেল লেকারসহ)	২০	১৫
	৩২০৮.২০.৯০	Other paints based on acrylic or vinyl polymers, in a non-aqueous medium	২০	১৫
	৩২০৮.৯০.৯০	অন্যান্য পেইন্টস, ভার্ণিশ এবং লেকার	২০	১৫
৩২.০৯	৩২০৯.১০.৯০	এক্রেলিক ভিনাইল পলিমার বেইজড অন্যান্য পেইন্ট এন্ড ভার্ণিশ (এনামেল ও লেকারসহ)	২০	১৫

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার (%)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
	৩২০৯.৯০.৯০	অন্যান্য পেইন্টস, ভার্ণিশ এবং লেকার	২০	১৫
৩২.১০	৩২১০.০০.২০	Prepared water pigments of a kind used for finishing leather, for cleaning footwear in tablet form	২০	১৫
	৩২১০.০০.৯০	অন্যান্য পেইন্ট, বার্ণিশ (এনামেল, লেকার ও ডিস্টেম্পারসহ)	২০	১৫
৩৩.০৩	৩৩০৩.০০.০০	সুগন্ধি ও প্রসাধনী পানি	৪৫	৩০
৩৩.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	সৌন্দর্য অথবা প্রসাধন সামগ্রী এবং ত্বক পরিচর্যার প্রসাধন সামগ্রী (ঔষধে ব্যবহৃত পদার্থ ব্যতীত), সানস্ক্রিন বা সান ট্যান সামগ্রী; হাত, নখ বা পায়ের প্রসাধন সামগ্রীসহ	৪৫	৩০
৩৩.০৬	৩৩০৬.১০.০০	ডেনটিফ্রিস	২০	১৫
	৩৩০৬.৯০.০০	মুখগহবর বা দাঁতের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রী	২০	১৫
৩৪.০১	সকল এইচ,এস,কোড	সাবান এবং সাবান হিসাবে ব্যবহৃত সারফেস একটিভ সামগ্রী এবং সমজাতীয় পণ্য	২০	১৫
৩৪.০২	৩৪০২.৯০.১০	ডিটারজেন্ট	২০	১৫
৩৪.০৫	৩৪০৫.১০.০০	Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather	২০	১৫
৩৬.০১	৩৬০১.০০.০০	বিষ্ফোরক পাউডার	৪৫	৩০
৩৬.০২	৩৬০২.০০.০০	তৈরি বিস্ফোরক, বিস্ফোরক পাউডার ব্যতীত	৪৫	৩০
৩৬.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	আতশবাজি সিগনালিং ফ্লেয়ার, রেইন রকেট, ফগ সিগনাল এবং অন্যান্য পাইরোটেকনিক পণ্য	৪৫	৩০
৩৬.০৫	৩৬০৫.০০.০০	দিয়াশলাই; শিরনামা সংখ্যা ৩৬.০৪ এর পাইরোটেকনিক পণ্য সামগ্রী ব্যতীত	৪৫	৩০
৩৮.০৮	৩৮০৮.৯১.২১	Mosquito coil; aerosol; mosquito repellent	৪৫	৩০
৪৪.১০ হতে ৪৪.১২	সকল এইচ,এস,কোড (৪৪১০.১১.১০, ৪৪১১.১২.০০, ৪৪১১.১৩.০০ ও ৪৪১১.১৪.০০ ব্যতীত)	সকল প্রকার পার্টিক্যাল বোর্ড, ওরিয়েন্টেড স্ট্রান্ড বোর্ড ও সমজাতীয় বোর্ড, ফাইবার বোর্ড, হার্ড বোর্ড, প্লাইউড, ভিনিয়ার্ড প্যানেলস্ ও সমজাতীয় লেমিনেটেড পণ্য	২০	১৫
৪৪.১৮	সকল এইচ,এস,কোড	দরজা, জানালা, উহাদের ফ্রেম ও থ্রেশহোল্ড, প্যারকিট প্যানেল, শাটারিং, শিংগেল ও শেক এবং সমজাতীয় পণ্য	২০	১৫
৪৮.০২	৪৮০২.৫৪.৯০	Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10% by weight of the total fibre content	২০	১৫

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার (%)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		consists of such fibres of weighing less than 40 g/m² (Excl. imported by VAT registered manufacturing industries)		
৪৮.১৯	৪৮১৯.১০.০০	Cartons, boxes and cases, of corrugated paper and paperboard	২০	১৫
	৪৮১৯.২০.০০	ম্যাচ কাঠি প্যাকিংয়ের জন্য ডুপেক্স আউটার শেল ব্যতীত নন-করোগেটেড পেপার ও পেপার বোর্ডের তৈরি ফোল্ডিং কার্টুন, বাক্স ও কেস	২০	১৫
	৪৮১৯.৩০.০০	স্যাকস্ এবং ব্যাগস্ (৪০ সে. মি ও তদুর্ধ্ব প্রস্থ বেজ বিশিষ্ট)	২০	১৫
৪৮.২১	৪৮২১.১০.০০	প্রিন্টেড লেভেলস	৪৫	৩০
৪৮.২৩	৪৮২৩.৯০.৯৩	Surface coloured or printed paper or paper board	৩০	২০
৪৯.০১	৪৯০১.১০.০০	Printed Books, Brochures, leaflets, similar printed matter in single sheets, wheather or not folded	২০	১৫
৪৯.১১	সকল এইচ,এস,কোড	ছাপানো ছবি, ফটোগ্রাফসসহ অন্যান্য ছাপানো পণ্য সামগ্রী	২০	১৫
৫০.০৭	৫০০৭.২০.০০	রেশম বস্ত্র (সিল্ক ফেব্রিক্স)	৬০	৪৫
৫২.০৮ হইতে ৫২.১২	সকল এইচ,এস,কোড	ওভেন ফেব্রিক্স	৩০	২০
৫৪.০৭ এবং ৫৪.০৮	সকল এইচ,এস,কোড (৫৪০৭.১০.১০ ব্যতীত)	ওভেন ফেব্রিক্স	৩০	২০
৫৫.১২ হইতে ৫৫.১৬	সকল এইচ,এস,কোড	ওভেন ফেব্রিক্স	৩০	২০
৫৮.০১	সকল এইচ,এস,কোড	Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 58.02 or 58.06.	৪৫	৩০
৫৯.০৩	৫৯০৩.১০.৯০	Other textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with polyvinyl chloride	৪৫	৩০
	৫৯০৩.২০.৯০	Other textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with polyurethane	৪৫	৩০
	৫৯০৩.৯০.৯০	Other textile fabrics with polyurethane	৪৫	৩০
৬০.০১	সকল	Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.	৪৫	৩০

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার (%)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
	এইচ,এস,কোড			
৬০.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01.	৪৫	৩০
৬০.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01 or 60.02	৪৫	৩০
৬০.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other those of heading 60.01	৪৫	৩০
৬০.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than of headings 60.01 to 60.04	৪৫	৩০
৬০.০৬	সকল এইচ,এস,কোড	Other knitted or crocheted fabrics	৪৫	৩০
৬২.১১	৬২১১.৩২.০০ ৬২১১.৩৩.০০ ৬২১১.৩৯.০০ ৬২১১.৪২.০০ ৬২১১.৪৩.০০ ৬২১১.৪৯.০০	ট্র্যাক স্যুট ও অন্যান্য গার্মেন্টস (সাঁতারের পোষাক ও স্কি-স্যুট ব্যতীত)	৪৫	৩০
৬২.১২ থেকে ৬২.১৭ পর্যন্ত	সকল এইচ,এস,কোড	ব্রেসিয়ার, গার্ডল, করসেট, ব্রেস, সাসপেন্ডার, গার্টার, রুমাল, শাল, স্কার্ফ, মাফলার, ম্যান্টিলা, ভেইল, টাই, বো-টাই, ক্র্যাভেট, গ্লাভস, মিটেন্স, মিটস এবং সমজাতীয় ক্লোদিং এক্সেসরিজ ও তার অংশ	৬০	৪৫
৬৭.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit	৪৫	৩০
৬৮.০৫	৬৮০৫.১০.০০	ওভেন টেক্সটাইল ফেব্রিকস্ বেইসড প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম এবরেসিভ পাউডার অথবা দানাঃ ইমারি পাউডার	২০	১৫
	৬৮০৫.২০.০০	পেপার বা পেপার বোর্ড বেইসড প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম এবরেসিভ পাউডার অথবা দানা	২০	১৫
৭০.০২	৭০০২.৩৯.৯০	গ্যাস টিউব	৩০	২০
৭০.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	শীট আকারে ফ্লোট গ্লাস এবং সারফেস গ্রাউন্ড বা পলিশড গ্লাস, শোষকযুক্ত, প্রতিফলন বা প্রতিফলনহীন স্তরবিশিষ্ট হউক বা না হউক, অন্য কোন কাজ করা নয়	৪৫	৩০

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার (%)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৭০.০৭	৭০০৭.১৯.০০	Other tempered safety glass	২০	১৫
	৭০০৭.২৯.০০	Other laminated safety glass	২০	১৫
৭০.০৯	৭০০৯.৯১.৯০	ফ্রেমবিহীন অন্যান্য কাঁচের আয়না	২০	১৫
	৭০০৯.৯২.৯০	ফ্রেমযুক্ত অন্যান্য কাঁচের আয়না	২০	১৫
৭০.১৬	সকল এইচ,এস,কোড	Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multi-cellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms.	২০	১৫
৭১.০২	৭১০২.১০.০০ ৭১০২.৩১.০০	অমসৃণ হীরা	২০	১৫
৭১.১৭	সকল এইচ,এস,কোড	ইমিটেশন জুয়েলারী	২০	১৫
৭৩.০৪	৭৩০৪.১১.২০ ৭৩০৪.১৯.২০	অয়েল অথবা গ্যাস পাইপ লাইনে ব্যবহৃত লাইন পাইপঃ ব্যাস ৮ ইঞ্চি অথবা তার নিম্নে	২০	১৫
	৭৩০৪.৯০.০০	আয়রন অথবা ষ্টীলের তৈরি অন্যান্য টিউব, পাইপ এবং ফাঁপা প্রোফাইল, সিমলেস (Seamless)	২০	১৫
৭৩.০৬	৭৩০৬.১১.২০ ৭৩০৬.১৯.২০	অয়েল অথবা গ্যাস পাইপ লাইনে ব্যবহৃত লাইন পাইপ, (ব্যাস ৮ ইঞ্চি অথবা তার নিম্নে)	২০	১৫
	৭৩০৬.২১.২০ ৭৩০৬.২৯.২০	অয়েল ও গ্যাসের ড্রিলিং এর কাজে ব্যবহৃত কেসিং এবং টিউবিং (ব্যাস ৮ ইঞ্চি অথবা তার নিম্নে)	২০	১৫
	৭৩০৬.৩০.০০	Other, welded, of circular cross-section of iron or non-alloy steel	২০	১৫
	৭৩০৬.৪০.০০	Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel	২০	১৫
	৭৩০৬.৫০.০০	Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel	২০	১৫
	৭৩০৬.৬১.০০	Other, welded, of non-circular cross-section of square or rectangular cross-section	২০	১৫
	৭৩০৬.৬৯.০০	Other, welded, of non-circular cross-section of other non-circular cross-section	২০	১৫
	৭৩০৬.৯০.০০	Other, welded, of non-circular cross-section: Other	২০	১৫
৭৩.২০	৭৩২০.১০.০০	লীফ স্প্রীং	২০	১৫

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার (%)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৭৩.২১	৭৩২১.১১.০০	গ্যাস জ্বালানির উপযোগী বা গ্যাস এবং অন্যান্য উভয় জ্বালানির উপযোগী রান্নার তৈজসপত্র এবং প্লেট গরমকারক	২০	১৫
৭৩.২৩	৭৩২৩.৯৩.০০ ৭৩২৩.৯৪.০০ ৭৩২৩.৯৯.০০	Table/kitchenware of stainless steel	২০	১৫
৭৩.২৪	সকল এইচ,এস,কোড	স্টেইনলেস স্টীলের সিঙ্ক, ওয়াস বেসিন উহার যন্ত্রাংশ, ওয়াটার ট্যাপ এবং বাথরুমের অন্যান্য ফিটিংস ও ফিক্সার্স	২০	১৫
৭৪.১৮	৭৪১৮.২০.০০	কপারের তৈরি সেনিটারী ওয়্যার ও উহার যন্ত্রাংশ	২০	১৫
৭৬.০৭	৭৬০৭.২০.১০	পেপার/পেপার বোর্ড দ্বারা ব্যাকড (Backed) এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, রঙ্গিন হউক বা না হউক, রোল/রিল/ববিন আকারে	৩০	২০
৭৬.১৫	৭৬১৫.২০.০০	এ্যালুমিনিয়াম স্যানিটারী ওয়্যার ও যন্ত্রাংশ	২০	১৫
৮২.১২	৮২১২.১০.০০	রেজর	২০	০
	৮২১২.২০.১৯	স্টেইনলেস স্টীল ব্লেড	২০	১৫
	৮২১২.২০.৯০	অন্যান্য	২০	১৫
	৮২১২.৯০.০০	রেজর পার্টস	২০	০
৮৩.০১	সকল এইচ,এস,কোড (৮৩০১.২০.১০ ব্যতিত)	Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal.	২০	১৫
৮৪.০৭ এবং ৮৪.০৮	৮৪০৭.৩১.১০ ৮৪০৭.৩২.১০ ৮৪০৭.৩৩.১০ ৮৪০৮.২০.১০	দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট অটো রিক্সা/থ্রি হুইলারের ইঞ্জিন	২০	১৫
	৮৪০৭.৩১.২০ ৮৪০৭.৩২.২০ ৮৪০৭.৩৩.২০ ৮৪০৮.২০.২০	চার স্ট্রোক বিশিষ্ট অটো রিক্সা/থ্রি হুইলারের ইঞ্জিন	২০	১৫
৮৪.২১	৮৪২১.২৩.০০ ৮৪২১.২৯.৯০	ফিল্টার	২০	১৫
৮৫.০৪	৮৫০৪.৩২.০০	Other transformer having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA	২০	১৫
	৮৫০৪.৩৩.০০	Other transformer having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding	২০	১৫

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার (%)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		500 kVA		
৮৫.০৬	৮৫০৬.১০.০০	ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড	২০	১৫
৮৫.১৯	৮৫১৯.২০.০০	কয়েন, ব্যাংকনোট, ব্যাংক কার্ড, টোকেন ইত্যাদি দ্বারা চালিত সাউন্ড রেকর্ডিং বা রিপ্রোডিউসিং এপারেটাস, সম্পূর্ণ তৈরি	২০	১৫
	৮৫১৯.৩০.০০	টার্ণ টেবলস (রেকর্ড-ডেক), সম্পূর্ণ তৈরি	২০	১৫
	৮৫১৯.৮১.২০	অন্যান্য সাউন্ড রেকর্ডিং বা রিপ্রোডিউসিং এপারেটাস (ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল অথবা সেমিকন্ডাক্টর মিডিয়া ব্যবহারকারী), সম্পুর্ণ তৈরি	২০	১৫
	৮৫১৯.৮৯.২০	অন্যান্য সাউন্ড রেকর্ডিং বা রিপ্রোডিউসিং এপারেটাস, সম্পুর্ণ তৈরি	২০	১৫
৮৫.২১	সকল এইচ,এস,কোড	ভিডিও রেকর্ডিং বা রিপ্রডিউসিং এর যন্ত্রপাতি, ভিডিও টিউনারযুক্ত হউক বা না হউক	২০	১৫
৮৫.২২	৮৫২২.৯০.২০	লোডেড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (৮৫.২১ হেডিংভুক্ত পণ্যের জন্য)	২০	১৫
৮৫.২৭	৮৫২৭.১২.০০	পকেট সাইজ রেডিও ক্যাসেট প্লেয়ার, সম্পুর্ণ তৈরি	২০	১৫
	৮৫২৭.২১.০০	সাউন্ড রেকর্ডিং বা উৎপাদনের যন্ত্র সংযোজিত মোটরগাড়ীতে ব্যবহার উপযোগী বাহিরের শক্তি ছাড়া চালনাক্ষম নহে এইরুপ রেডিও সম্প্রচার গ্রাহকযন্ত্র, রেডিও টেলিফোন বা রেডিও টেলিগ্রাফ গ্রহণে সক্ষম যন্ত্রসহঃ সাউন্ড রেকর্ডিং বা সাউন্ড রিপ্রোডিউসিং যন্ত্রপাতিসহ, সম্পূর্ণ তৈরি	২০	১৫
	৮৫২৭.৯১.০০	সাউন্ড রেকর্ডিং বা উৎপাদনের যন্ত্র সংযোজিত বাহিরের শক্তি ছাড়া চালনাক্ষম এইরুপ অন্যান্য রেডিও সম্প্রচার গ্রাহক যন্ত্র, রেডিও টেলিফোন বা রেডিও টেলিগ্রাফ গ্রহণে সক্ষম যন্ত্রসহঃ সাউন্ড রেকর্ডিং বা সাউন্ড পুনঃ উৎপাদনক্ষম যন্ত্রপাতিসহ	২০	১৫
	৮৫৩৯.৩২.৯০ ৮৫৩৯.৩৯.৯০	ইন্ডিকেটর পাইলট ল্যাম্প ও পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত ল্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য মার্কারী, সোডিয়াম বা মেটাল হ্যালাইড ল্যাম্প	২০	১৫
৮৫.৪২	৮৫৪২.৩৯.১০	সিম কার্ড	২০	১৫
৮৫.৪৪	৮৫৪৪.১৯.৯০	উইন্ডিং ওয়্যারঃ অন্যান্য	২০	১৫
	৮৫৪৪.২০.০০	দ্বি-অক্ষ বিশিষ্ট (co-axial) তার এবং অন্যান্য দ্বি-অক্ষ বিশিষ্ট (co-axial) বৈদ্যুতিক পরিবাহী	২০	১৫
	৮৫৪৪.৪২.০০	Other electric conductors for a voltage not exceeding 1,000 V fitted with connectors	২০	১৫

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার (%)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৮৫.৪৫	৮৫৪৫.৯০.৯০	ল্যাম্প কার্বন, ব্যাটারী কার্বন, এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য পণ্য	২০	১৫
৮৭.০৩	সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড	মোটর গাড়ী এবং অন্যান্য মোটরযান, স্টেশন ওয়াগনসহঃ		
		(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৭০১ সিসি হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত (মাইক্রোবাস ব্যতীত)	১৫০	১০০
		(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ২৭৫০ সিসি পর্যন্ত	২৫০	২০০
৯০.০৩	৯০০৩.১১.০০ ৯০০৩.১৯.০০	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like	২০	১৫
৯০.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Spectacles, goggles and the like, corrective protective or other	২০	১৫
৯৩.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	৯৩.০১ থেকে ৯৩.০৪ হেডিংভুক্ত পণ্যের যন্ত্রাংশ ও এক্সেসরিজ	২০	১৫
৯৪.০১	৯৪০১.২০.১০	Seats of a kind used for motorcycle	২০	১৫
	৯৪০১.৩০.০০	Swivel seats with variable height adjustment	৬০	৪৫
	৯৪০১.৬১.০০ ৯৪০১.৬৯.০০	Other seats, with wooden frames	৬০	৪৫
	৯৪০১.৭১.০০ ৯৪০১.৭৯.০০	Other seats with metal frames	৬০	৪৫
৯৪.০৩	সকল এইচ,এস,কোড (৯৪০৩.২০.১০ ব্যতিত)	আসবাবপত্র ও যন্ত্রাংশ	৩০	২০
৯৪.০৪	৯৪০৪.২১.০০	Mattresses of cellular rubber or plastics, whether or not covered	৩০	২০
৯৪.০৫	সকল এইচ,এস,কোড (৯৪০৫.৪০.১০ ৯৪০৫.৪০.২০ ৯৪০৫.৪০.৩০ ৯৪০৫.৪০.৪০ ৯৪০৫.৫০.১০ ৯৪০৫.৬০.০০ ৯৪০৫.৯৯.১০ ব্যতীত)	Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included.	৬০	৪৫

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কহার (%)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রস্তাব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৯৫.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreational models, working or not	৩০	২০
৯৫.০৪	৯৫০৪.৪০.০০	Playing cards	৪৫	৩০
৯৬.০৩	৯৬০৩.২১.০০	ডেন্টাল প্লেট ব্রাশসহ সকল প্রকার টুথ ব্রাশ	৪৫	৩০

সংলাগ- ২

আমদানি/রপ্তানি শুল্ক হ্রাস/বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1.	0106.41.00	Bees	5	0
2.	0508.00.00	Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttlebone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.	25	10
3.	1007.10.10 1007.10.90	Sorghum seed	5	0
4.	1108.13.00	Potato starch	5	10
5.	1701.12.00	Raw beet sugar	BDT 1500 per MT	BDT 2000 per MT
6. 7.	1701.13.00	Raw cane sugar specified in Subheading Note 2 to this Chapter	BDT 1500 per MT	BDT 2000 per MT
8.	1701.14.00	Other raw cane sugar	BDT 1500 per MT	BDT 2000 per MT
9.	1701.91.00	Other sugar containing added flavouring or colouring matter	BDT 3000 per MT	BDT 4500 per MT
10.	1701.99.00	Other sugar	BDT 3000 per MT	BDT 4500 per MT
11.	1901.90.20	Dry mixed ingredients of food preparations imported in bulk	10	25
12.	2103.90.10	Mixed seasonings imported by VAT registered foodstuffs manufacturing industries	25	10
13.	2106.90.29	Other Beverage concentrate	10	25
14.	2106.90.40	Stabilizer for milk imported by VAT registered milk foodstuffs manufacturing industries	25	10
15.	2713.20.10	Petroleum bitumen in drum	BDT 4000 per MT	BDT 4500 per MT
16.	2713.20.90	Other petroleum bitumen	BDT 3000 per MT	BDT 3500 per MT
17.	2840.19.00	Refined Borax	0	10
18.	2922.19.10	Tamoxifen cytrate	5	0
19.	2925.19.10	Bi-calutamide/Epirubicin HCI	5	0

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
20.	2930.90.10	Cyclosporine/Mesna	5	0
21.	2933.59.10	Cytarabin	5	0
22.	2933.79.10	Sunitinib malate	5	0
23.	2939.99.10	Vinblastin sulphate	5	0
24.	2941.50.10	Erythromycin ethyl succinate; Erythromycin stearate	5	10
25.	2941.90.11	Azithromycin (compacted or micronised)	5	10
26.	3909.30.00	Other amino-resins (except urea & melamine)	5	10
27.	3909.40.00	Phenolic resins	5	10
28.	3926.20.10	Gloves (surgical)	5	10
29.	3926.90.30	Parts and fittings for infusion set	5	25
30.	4013.20.00	Inner tubes of rubber of a kind used on bicycles	10	25
31.	7108.12.00	Other non-monetary gold unwrought forms	BDT 150 per 11.664 gm	BDT 3000 per 11.664 gm
32.	7108.13.00	Other non-monetary gold semi-manufactured forms	BDT 150 per 11.664 gm	BDT 3000 per 11.664 gm
33.	7203.10.00	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore	5	0
34.	7203.90.00	Other Ferrous products	5	0
35.	72.04 (All H.S.codes)	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel.	BDT 1500 per MT	BDT 2000 per MT
36.	72.06 & 76.07 (All H.S.codes)	Bilet and ingot	BDT 3500 per MT	BDT 5000 per MT
37.	7213.10.00	Bar and rods , hot rolled containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process	10	25
38.	7213.20.00	Bar and rods of free-cutting steel	10	25
39.	7213.91.90	Other of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter	10	25
40.	7213.99.00	Other bar and rods	10	25
41.	7311.00.20	LPG gas cylinder capacity below 5000 litres	5	25
42.	7607.11.00 7607.19.00	Aluminium foil not backed	5,10	10
43.	8501.10.10	Fan motor fitted with or without revolving mechanism	2	25
44.	8501.20.10	Fan motor fitted with or without revolving mechanism	2	25
45.	8504.90.90	Other parts of transformer	2	25

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
46.	8506.80.00	Other primary cells and primary batteries	10	25
47.	8507.20.00	Other lead-acid accumulators	10,25	25
48.	8517.62.40	Grandmaster clock; modulator; multiplexer; optical fibre platform; network management system	25	5
49.	8537.10.19	Busbar trunking system	2	5
50.	8537.10.90	Other boards, panels, consoles, desks, cabinets	2	10
51.	8539.31.10	Energy saving lamp having an output of light three times or more compared to normal filament bulb consuming same electricity	10	25
52.	8539.31.20	T5 tube light	10	25
53.	8544.11.10	Winding of wire of copper imported by VAT registered transformer manufacturing industries	5	10
54.	8602.10.00	Diesel-electric locomotives	10	5
55.	8605.00.00	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or,tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 86.04).	10	5
56.	8606.10.00	Tank wagons and the like	10	5
57.	8606.91.00	Covered and closed	10	5
58.	8607.12.00	Other bogies and bissel-bogies	10	5
59.	8704.10.00	Dumpers designed for off-highway use	10	2
60.	8714.10.10	Saddles of motorcycle	10	25
61.	8908.00.00	Vessels and other floating structures for breaking up.	BDT 1,200 per LDT	BDT 1,500 per LDT
62.	9018.31.20	Portable infusion pump (syringe driver)	10	0
63.	9018.39.11	Infusion set without IV fluid bag	5	25

যে পণ্যের উপর রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1.	2302.40.10	Rice bran	0%	10%

সংলাগ - ৩

এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ শিল্পে ব্যবহার্য অত্যাবশ্যক কাঁচামালের শুল্ক হ্রাস সংক্রান্ত প্রস্তাব

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1	2811.22.00	Aerosil 200
2	2827.51.00	Sodium Stearyl Fumarate USP
3	2836.20.00	Sidium Carbonate EP/BP
4	2836.50.00	Calcium carbonate
5	2836.50.00	Calcium Carbonate USP
6	2846.90.00	Gadodomide USP 29 STERILE
7	2903.39.00	Propyl Paraben powder BP
8	2905.19.00	Cetostearyl Alcohol
9	2915.29.10	Calcium Acctate USP
10	2918.99.00	Fenofibrate
11	2918.99.00	Pitavastatin
12	2920.90.90	Nitroglycerine
13	2920.90.90	Nitroglycerine Granules 1.73% W/W
14	2922.19.00	Tamoxifen Citrate
15	2924.29.00	Neotame
16	2924.29.00	Ondansetron USP
17	2925.29.00	Vildagliptin
18	2933.21.00	Allantoin
19	2933.39.00	Pantoprazole
20	2933.39.00	Rebeprazole
21	2933.99.00	Imatinib Mesylate
22	2934.10.00	Febuxostate
23	2934.10.00	Meloxicam
24	2933.59.90	Fiunarizine
25	2934.99.90	Acctylcysteine
26	2934.99.90	Bimatoprost
27	2934.99.90	Calcium Citrate
28	2934.99.90	Calcium orotate
29	2934.99.90	Citicoline sodium
30	2934.99.90	Duloxetime HCL
31	2934.99.90	Latonoprost
32	2934.99.90	Olmesartan
33	2934.99.90	Rivaroxaban
34	2934.99.90	Travoprost
35	2937.22.00	Deflazacort
36	2939.59.00	Doxoflyline
37	2938.90.90	Sitagliptin

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods
38	3203.00.00	Betacaroten
39	3404.20.00	Poly Glykol
40	3505.10.00	Sodium Starch Glycollate

সংলাগ - ৪

আয়ুর্বেদিক ঔষধ শিল্পে ব্যবহার্য অত্যাবশ্যক কাঁচামালের শুল্ক হ্রাস সংক্রান্ত প্রস্তাব

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1	0709.20.90	Shatamul
2	1211.90.29	Rakta Chandan, Swet Chandan, Debdaru, Khadir Khat/ Khoyer, Phadmakat, Daruharidra, Gakkur Kata/Gokshura, Biranga, Monjista, Ashwagandha, Haritaky, Batch Big, Negeswer, Simul mul, Zatamangshi, Priyungu, Kur, Sonapata, Lod Chal, Bel Chal, Gurucchi/Guduchi, Reuchini, Topchini, Somraji, Durlava, Isabgul Husk, Doctor bush, Jastimadhu, Vumikusmanda, Katki, Kakoli, Arjuna, Mutha, Rakta Chita, Chita Mul, Jamani, Chirata.
3	1211.90.99	Bangsha Lochan

সংলাগ - ৫

হাঁসমুরগী ও গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য কাঁচামালের শুল্ক অব্যাহতির প্রস্তাব

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
1.	1007.90.90	Sorghum	5	0
2.	1008.29.90	Millet	10	0
3.	1106.10.00	Guar meal	25	0
4.	3824.90.90	Zeolite (Powder/Granular)	10	0

হাঁসমুরগী ও গবাদি পশুখাতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশে শুল্ক অব্যাহতির প্রস্তাব

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
1.	2853.00.00	NaCl Solution special grade used in Artificial Insemination	10	0
2.	3006.50.00	First aid Boxes and Kits	5	0
3.	3006.70.00	Gynocological lubricant (in flask)	5	0
4.	3821.00.00	Bullexcell QSF /Biexcell QSF 250 ml,	10	0
5.	3822.00.00	Cow Pregnancy test kits	5	0
6.	3923.21.00	Universal Syringe for Artificial Insemination	25	0
7.	3926.90.99	Plastic canister	25	0
8.	4203.29.00	Leather gloves for nitrogen handling	10	0
9.	7011.90.00	Pyrex Granduated Collection Tube 15ml	10	0

সংলাগ- ৬

কাগজ, সিরামিক, ফার্ণিচার, প্লাষ্টিক, বেবি ডায়াপার, ইলেকট্রিক্যাল এবং অন্যান্য দেশীয় শিল্পের কাঁচামালের আমদানি শুল্ক হ্রাস সংক্রান্ত প্রস্তাব

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1.	2517.10.10	Flint/grinding pebbles imported by VAT registered ceramic products manufacturing industries	10	5
2.	2525.20.00	Mica powder	10	5
3.	2526.20.00	Crushed or powdered talc	10	5
4.	2530.20.00	Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates)	10	5
5.	2530.90.00	Natural zirconium silicate	10	5
6.	3402.13.00 3402.19.90	De-inking chemical for Newsprint Manufacturer	10	0
7.	3402.19.10	Defoaming agent	10	5
8.	3506.91.10	Elastic/construction glue imported by VAT registered hygienic products manufacturing industry	25	10
9.	3801.30.10	Graphite paste imported by VAT registered ferro alloy manufacturing industry	10	5
10.	3806.10.10	Gum rosin imported by VAT registered paint or ink manufacturing industry	25	10
11.	3920.62.20	Unprinted PET film in roll form imported by VAT registered manufacturing industry	25	10
12.	3920.63.10	Unprinted polyester film in roll form imported by VAT registered plastic products manufacturing industry	25	10
13.	3920.69.20	Unprinted polyester film in roll form imported by VAT registered plastic products manufacturing industry	25	10
14.	3920.92.20	Unprinted nylon film in roll form imported by VAT registered plastic products manufacturing industry	25	10
15.	5608.19.10	Filter cloth imported by VAT registered ceramic products manufacturing industries	10	5
16.	4411.12.00 4411.13.00 4411.14.00	Medium density fiberboard (MDF)	25	10
17.	4811.59.20	Melamine impregnated decorative paper	25	10
18.	5301.29.10	Flax fibre	10	5
19.	5603.11.10	Hydrophilic/hydrophobic white/light/green imported by VAT registered hygienic products manufacturing industry	25	10

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
20.	5603.13.10	Elastic back ear imported by VAT registered hygienic products manufacturing industry	25	10
21.	5603.92.10	Dry web imported by VAT registered hygienic products manufacturing industry	25	10
22.	5903.90.10	Side tape (lock loop) imported by VAT registered hygienic products manufacturing industry	25	10
23.	6802.29.10	Silex/lining/abrasive/polishing disc imported by VAT registered ceramic products manufacturing industries	10	5
24.	6903.20.30	Alumina liner imported by VAT registered ceramic products manufacturing industries	10	5
25.	7002.39.20	Flange tube imported by VAT registered tube light manufacturing industry	25	10
26.	7307.99.10	Lock ring imported by VAT registered refrigerator manufacturing industry	25	10
27.	8504.90.30	Tap changer	25	10